রামায়ণ।

সুন্দরকাণ্ড।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ভঞ্জ মহাশয়ের

অনুমত্যানুসারে

শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

কলিকাতা

বাল্মীকি যন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৭৯৯ বৈশাখ।

সুন্দরকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

অনন্তর মহাবীর হনুমান জানকীর উদ্দেশে ব্যোমপথে যাইবার সংকল্প করিলেন। তিনি এই দুষ্কর কর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিবার জন্য গ্রীবা ও মস্তক উত্তোলন করিয়া, বৃষভের ন্যায় শোভিত হইলেন এবং সলিলশ্যামল তৃণাচ্ছন্ন ভূপৃষ্ঠে স্বৈরপদে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে ঐ মহাবল, গর্ব্বিত সিংহের ন্যায় মৃগ সকল দলিত এবং বক্ষের আঘাতে পাদপদল ভগ্ন করিয়া, পক্ষিগণকে একান্ত শঙ্কিত করিয়া তুলিলেন। মহেন্দ্র পর্ব্বতে নানারূপ ধাতু, তৎসমুদায় স্বভাবজাত ও নির্ম্মল, ইতস্তত নীল রক্ত ও পাটল রাগ বিস্তার করিতেছে। তথায় সুরপ্রভাব সুরূপ যক্ষ, কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণ উজ্জ্বলবেশে নিরন্তর রহিয়াছেন। হনুমান উহার নিম্নদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, হ্রদমধ্যস্থ মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি সূর্য্য, ইন্দ্র, স্বয়ম্ভু, বায়ু, ও ভূতগণকে কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন পূর্ব্বক পিতা পবনকে পশ্চিমাস্যে বন্দনা করিলেন, এবং রামের অভ্যুদয়কামনায় পর্ব্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। বানরগণ চতুর্দ্দিক হইতে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে উহাঁকে দেখিতে লাগিল। ঐ মহাবীর সমুদ্র লঙ্ঘনে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার দেহ অতিপ্রমাণ; তিনি করচরণে পর্ব্বতকে সুদৃঢ়রূপ ধারণ করিলেন। গিরিবর মহেন্দ্র তৎক্ষণাৎ বিচলিত হইয়া উঠিল। বৃক্ষের পুষ্প সকল পতিত হইতে লাগিল। ঐ সমস্ত সুগন্ধি পুষ্প সর্ব্বত্র সমাকীর্ণ হওয়াতে পর্ব্বত যেন পুষ্পময় হইয়া গেল। তৎকালে হনুমান বল প্রকাশ পূর্ব্বক ক্রমশ উহাকে নিষ্পীড়ন করিতেছেন; মহেন্দ্র মদমত্ত মাতঙ্গবৎ জলধারা প্রবাহিত করিতে লাগিল। উহার কোন স্থানে স্বর্ণের প্রভা, কোথাও রজতের আভা এবং কোথাও বা কজ্জ্বলের কৃষ্ণকান্তি; কিন্তু ঐ প্রবল জলস্রোতে সমস্তই বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। মনঃশিলার সহিত বিশাল শিলা স্খলিত হইতে লাগিল; সুতরাং শৈল জ্বালাকরাল বহ্নির ধূমশিখার ন্যায় নিরীক্ষিত হইল। গহ্বরস্থ জীবজন্তুগণ বিকৃতস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল; দিক্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল; উরগগণ স্বস্তিকচিহ্নিত স্থূল ফনমণ্ডল উত্তোলন করিয়া, ক্রোধভরে ঘোর অনল উদ্গার পূর্ব্বক অনবরত শিলা দংশন করিতে

লাগিল। শিলা সকল ঐ বিষাক্ত সর্পতুণ্ডে খণ্ড খণ্ড হইয়া হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। তথায় যে সমস্ত ওষধি ছিল, বিষঘ্ন হইলেও তৎসমুদায় আর বিষের উপশম করিতে পারিল না।

অনন্তর মহর্ষিগণ অকস্মাৎ এই লোমহর্ষণ কাণ্ড উপস্থিত দেখিয়া মনে করিলেন, বুঝি ব্রহ্মরাক্ষসেরা এই পর্ব্বত বিদীর্ণ করিতেছে। এই ভাবিয়া সকলে ভয়বিহ্বল চিত্তে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদ্যাধরগণ পানভূমিস্থ স্বর্ণাসন, স্বর্ণ-পাত্র, স্বর্ণকমণ্ডলু, স্বাদু লেহন দ্রব্য, বিবিধ মাংস, আর্ষভ চর্ম্ম, ও স্বর্ণমুষ্টি খড়্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রমদাগণের সহিত ভীত-মনে ধাবমান হইলেন। রমণীগণ হার নূপুর ও কেয়ূর ধারণ পূর্ব্বক, রক্ত মাল্য ও রক্ত চন্দনে বেশ রচনা করিয়া, মদরাগ-লোহিত লোচনে বিহার করিতেছিল। ইত্যবসরে উহারা সহসা এই অদ্ভুত ব্যাপার উপস্থিত দেখিয়া, স্ব স্ব নায়কের সহিত গগন-মার্গে আরোহণ পূর্ব্বক হর্ষ ও বিস্ময়ভরে সমস্ত প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। মহর্ষিগণ মিলিত হইয়া পরস্পর এই প্রকার জল্পনা আরম্ভ করিলেন, এই পর্ব্বতপ্রমাণ মহাবীর হনুমান মহাবেগে শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিবেন। ইনি রামের ও বানর-গণের শুভসঙ্কল্পে অতি দুস্কর সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া এই অপার সমুদ্র অনায়াসে পার হইবেন।

তখন বিদ্যাধরগণ মহর্ষিদিগের মুখে এই কথা শুনিয়া, একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং পর্ব্বতোপরি হনুমানকে বারংবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে ঐ প্রদীপ্তপাবকতুল্য মহাবল ঘন ঘন কম্পিত হইতেছেন, এবং সর্ব্বাঙ্গের রোমস্পন্দন পূর্ব্বক জলদগম্ভীর রবে গর্জ্জন করিতেছেন। তাঁহার লাঙ্গূল অনুক্রমে বর্ত্তুল ও লোমে আচ্ছন্ন। তিনি লম্ফপ্রদান করিবার সঙ্কল্পে উহা ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ পূর্ব্বক পৃষ্ঠদেশে মুহুর্মুহু আস্ফালন করিতে লাগিলেন। বোধ হইল, যেন বিহগরাজ গরুড় একটী ভীষণ অজগরকে লইয়া প্রস্থান করিতেছেন।

অনন্তর ঐ মহাবীর, অর্গলাকার ভুজদণ্ড পর্ব্বতের উপর দৃঢ়রূপে স্থাপন করিলেন; পদযুগল সঙ্কুচিত করিয়া, ক্রোড়-দেশে সর্ব্বাঙ্গ আকুঞ্চন করিয়া লইলেন, এবং গ্রীবা ও বাহুদ্বয় খর্ব্ব করিয়া, তেজ ও বলবীর্য্যে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টি নিরন্তর ঊর্দ্ধে; তিনি হৃদয়ে প্রাণরোধ পূর্ব্বক নিরবচ্ছিন্ন গমনপথ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, এবং লম্ফপ্রদানের ইচ্ছায় কর্ণ-সঙ্কোচ করিয়া বানরগণকে কহিলেন, দেখ, আজ আমি রামের শরদণ্ডের ন্যায় বায়ুবেগে রাবণরক্ষিত লঙ্কায় গমন করিব। যদি তথায় জানকীর দর্শন না পাই, তবে এই বেগেই দেবলোকে উপস্থিত হইব। যদি সে স্থানেও কৃতকার্য্য না হই,

তবে লঙ্কাপুরী উৎপাটন পূর্ব্বক রাক্ষসরাজ রাবণকে বন্ধন করিয়া আনিব।

এই বলিয়া ঐ মহাবীর, গরুড়ের ন্যায় বেগ প্রদর্শন পূর্ব্বক অকাতরে লম্ফ প্রদান করিলেন। পর্ব্বতস্থ বৃক্ষ সকল শাখা-প্রশাখা সঙ্কুচিত করিয়া, চতুর্দ্দিক হইতে উহাঁর সহিত মহাবেগে উত্থিত হইল। বৃক্ষ সমূহে নানাপ্রকার পুষ্প, বিহঙ্গেরা উন্মত্ত হইয়া কলরব করিতেছে। হনুমান গমনবেগে ঐ সকল বৃক্ষ সমভিব্যাহারে লইয়া নির্ম্মল ব্যোমপথে যাইতে লাগিলেন। তখন স্বজনগণ যেমন সুদূরগামী বন্ধুর এবং সৈন্যেরা যেমন নৃপতির অনুগমন করে, সেইরূপ শাল তাল প্রভৃতি বৃক্ষ সকল মুহূর্ত্তকাল উহাঁর অনুসরণ করিল। ঐ সময় পর্ব্বতপ্রমাণ হনুমান পুষ্প অঙ্কুর ও কলিকায় সমাকীর্ণ হইয়া, খদ্যোতপরিবৃত শৈলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর সারবৎ বৃক্ষ সকল স্খলিতবেগে পুষ্পভার পরিত্যাগ করিয়া, পক্ষচ্ছেদনভয়ে পর্ব্বতের ন্যায় সাগরজলে নিমগ্ন হইল, এবং পুষ্পরাশি লঘুত্ব বশত ক্রমশ আসিয়া পতিত হইতে লাগিল। তখন মহাসমুদ্র ঐ সমস্ত সুগন্ধি বিচিত্র পুষ্পে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া, বিদ্যুৎমণ্ডিত মেঘ ও নক্ষত্রখচিত আকাশের ন্যায় দৃষ্ট হইল। হনুমানের বাহুদ্বয় অম্বরতলে প্রসারিত, তৎকালে উহা গিরিবিবরনিঃসৃত পঞ্চমুখ উরগের ন্যায় লক্ষিত

হইতে লাগিল। ঐ বীর যেন তরঙ্গসঙ্কুল মহাসমুদ্রকে এবং অসীম আকাশকে পান করিবার জন্য যাইতেছেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় পিঙ্গল ও বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল, উহা পর্ব্বতোপরি প্রজ্জ্বলিত অনলবৎ প্রকাশিত হইতেছে, এবং পরিবেষভীষণ চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছে। তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, উহা রক্ত নাসিকা সংযোগে যেন সন্ধ্যারাগে ভাস্করের প্রভা বিস্তার করিতে লাগিল। উহাঁর লাঙ্গূল ঊর্দ্ধে উচ্ছ্রিত, উহা ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি ঐ লাঙ্গূলচক্রে বেষ্টিত হইয়া, জ্যোতিশ্চক্রগত সূর্য্যের ন্যায় নিতান্ত ভীমদর্শন হইলেন। উহাঁর কটিতট সম্যক লোহিত, সুতরাং পর্ব্বত যেমন দলিত ধাতু দ্বারা শোভা পায়, তিনি সেইরূপই শোভিত হইলেন। উহাঁর কক্ষ্যান্তরগত বায়ু জলদবৎ গম্ভীর রবে গর্জ্জন করিতেছে। উল্কা যেরূপ উত্তর দিক হইতে নিঃসৃত হইয়া, গগনে লম্বরেখায় নিরীক্ষিত হয়, হনূমান ঐ সুদীর্ঘ লাঙ্গূল দ্বারা সেই রূপই দৃষ্ট হইলেন। তাঁহার দেহ ঊর্দ্ধে এবং ছায়া সমুদ্রবক্ষে; সুতরাং তিনি বায়ুবেগপ্রেরিত নৌ-যানের ন্যায় যাইতে লাগিলেন। ঐ মহাবীর সমুদ্রের যে যে স্থান অতিক্রম করিয়া চলিলেন, সেই সকল স্থান উহাঁর গতিবেগে উন্মত্তের ন্যায় অনবরত তরঙ্গ আস্ফালন করিতে লাগিল। তিনি শৈলবৎ বিশাল বক্ষে সাগরের ঊর্ম্মিজাল প্রতিহত করিয়া মহাবেগে যাইতে-

ছেন। একে উহাঁর দেহবায়ু নিতান্ত প্রবল, তাহাতে আবার মেঘবায়ু উত্থিত হইয়াছে, সুতরাং ঐ গভীরনাদী সমুদ্র যার পর নাই বিচলিত হইয়া উঠিল। হনুমান গতিবেগে উহার বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গ সকল আকর্ষণ পূর্ব্বক পৃথিবী ও অন্তরীক্ষকে যেন পৃথক নিক্ষেপ করিয়া যাইতেছেন। বোধ হইল, তৎকালে তিনি মেরুমন্দরাক'র ঊর্ম্মিজাল একাদিক্রমে গণনা করিতেছেন। ঐ সমস্ত ঊর্ম্মি হনুমানের বেগে মেঘপথ পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া আকাশে প্রসারিত শারদীয় জলদের ন্যায় দৃষ্ট হইল। তখন বস্ত্রাপকর্ষণে সমগ্র অবয়ব যেমন সুস্পষ্ট দেখা যায়, তদ্রূপ সমুদ্রচর জীবজন্তুগণ সম্পূর্ণ নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। উরগগণ ব্যোমমার্গে হনুমানকে গমন করিতে দেখিয়া, বিহগরাজ গরুড় বোধে যারপর নাই ভীত হইল। ঐ মহাবীরের ছায়া দশ যোজন বিস্তীর্ণ ও ত্রিশ যোজন দীর্ঘ, বেগপ্রভাবে উহা অতি সুদৃশ্য হইয়া উঠিল। ছায়া সততই তাঁহার অনুগামিনী, উহা সমুদ্রবক্ষে নিপতিত হইয়া স্বচ্ছ মেঘশ্রেণীর ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি নিরবলম্ব আকাশে সপক্ষ পর্ব্বতবৎ যাইতেছেন। তাঁহার গমনবেগে মেঘ হইতে বারিধারা নিঃসৃত হইয়া, সমুদ্রকে যেন পয়ঃপ্রণালীর অনুরূপ করিয়া তুলিল। ঐ মহাকায় মহাবল, নানা বর্ণের মেঘ আকর্ষণ পূর্ব্বক কখন ভীমবেগ বায়ুর ন্যায় এবং কখন বা পক্ষিমার্গে গরুড়ের ন্যায় চলিয়াছেন। তিনি গতি-

প্রসঙ্গে একবার মেঘের অন্তরালে আবার বহির্ভাগে, সুতরাং তৎকালে প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশিত চন্দ্রের ন্যায় যার পর নাই শোভিত হইলেন।

তখন দেবতা ও গন্ধর্ব্বেরা হনুমানকে এই অদ্ভুত কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত দেখিয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সূর্য্যদেব উত্তাপ দানে বিরত হইলেন। বায়ু স্নিগ্ধস্রোতে বহিতে লাগিলেন। নাগ যক্ষ ও রাক্ষসেরা ঐ মহাবীরকে অপরিশ্রান্ত দেখিয়া স্তুতিবাদ আরম্ভ করিলেন। ঋষিগণ উহাঁর ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহাসমুদ্র ইক্ষ্বাকুকুলের সম্মান কামনায় ভাবিলেন, এক্ষণে যদি আমি এই কপিপ্রবীর হনুমানকে সাহায্য না করি, তবে নিশ্চয়ই লোকে আমার অযশ ঘোষণা করিবে। ইক্ষ্বাকুরাজ সগর আমাকে সংবর্দ্ধিত করিয়াছেন, এই মহাবীর সেই ইক্ষ্বাকুবংশের পরম সহায়। এক্ষণে যাহাতে ইহাঁর শ্রান্তি দূর হয়, তাহাই আমার কর্ত্তব্য হইতেছে। ইনি গতক্লম হইয়া, গন্তব্য পথের অবশেষ অক্লেশে অতিক্রম করিবেন।

সমুদ্র এইরূপ সুযুক্তি করিয়া, সলিলমগ্ন কনকময় মৈনাককে কহিলেন, মৈনাক! সুররাজ ইন্দ্র পাতালবাসী অসুরগণের সঞ্চাররোধ করিবার নিমিত্ত তোমাকে অর্গলস্বরূপ স্থাপন করিয়াছেন। তুমিও ঐ সকল দৃষ্টবীর্য্য দুরাত্মাদিগের পুনরুত্থানে

ব্যাঘাত দিবার জন্য অতলস্পর্শ পাতালের নির্গমন-দ্বার অবরোধ করিয়া আছ। তোমার শক্তি অতীব অদ্ভুত। তুমি সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধিত হইতে পার। এক্ষণে এই জন্যই আমি তোমায় নিয়োগ করিতেছি, তুমি অবিলম্বে সমুদ্র হইতে গাত্রোত্থান কর। ঐ দেখ, কপিকেশরী মহাবীর হনূমান রামের কার্য্যসাধন সংকল্পে আকাশপথে ক্রমশঃ তোমার নিকটস্থ হইতেছেন। উনি শ্রান্ত ও ক্লান্ত, অতএব তুমি সত্বরই উত্থিত হও।

অনন্তর গিরিবর মৈনাক সমুদ্রের জলরাশি ভেদ করিয়া, সহসা বৃক্ষ লতার সহিত উত্থিত হইল। বোধ হইল, যেন খরতেজ ভাস্কর মেঘের আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক উদিত হইলেন। ঐ পর্ব্বতের চতুষ্পার্শ্ব সাগরজলে বেষ্টিত, শিখরসকল স্বর্ণময় গগনস্পর্শী ও উজ্জ্বল এবং কিন্নর ও উরগে পরিপূর্ণ। তৎকালে উহার জ্যোতিতে অসিশ্যামল আকাশ স্বর্ণবর্ণ হইয়া উঠিল।

তখন হনূমান মৈনাককে সহসা সম্মুখে উত্থিত দেখিয়া, লবণ সমুদ্রের মধ্যে বিঘ্ন বোধ করিলেন, এবং বায়ু যেমন মেঘকে অপসারিত করিয়া যায়, তদ্রূপ উহাকে বক্ষের আঘাতে নিক্ষিপ্ত করিয়া চলিলেন। তদ্দর্শনে গিরিবর মৈনাক উহাঁর গমনবেগ অনুধাবন করিয়া, হর্ষভরে গর্জ্জন করিতে লাগিল, এবং মনুষ্যরূপ ধারণ এবং স্বীয় শিখরে আরোহণ পূর্ব্বক প্রীতমনে কহিল, কপিরাজ! তুমি অতি দুষ্কর কর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ।

অতএব আমার শিখরে উপবেশন করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রামসুখ অনুভব কর। দেখ, রঘুবংশীয়েরা এই মহাসমুদ্রকে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। তুমি রামের হিতব্রতে দীক্ষিত, তদ্দর্শনে সমুদ্র তোমায় অর্চ্চনা করিতেছেন। প্রত্যুপকার করাই সনাতন ধর্ম্ম। তিনি তোমাকে পূজা করিবার জন্য আমাকে বহুমান পূর্ব্বক নিয়োগ করিলেন; এবং কহিলেন, এই কপিপ্রবীর শত যোজন লঙ্ঘন করিবার নিমিত্ত আকাশমার্গ দিয়া যাইতেছেন। তিনি তোমার শিখরে ক্লান্তি দূর করিয়া, গন্তব্যশেষ অক্লেশে অতিক্রম করিবেন। বীর! এক্ষণে তুমি দাঁড়াও, এবং আমার শিখরে গতক্লম হইয়া যাও। এই স্থানে সুস্বাদু সুগন্ধি কন্দ, মূল, ফল সুপ্রচুর রহিয়াছে, তুমি ইচ্ছানুরূপ ভক্ষণ কর। তোমার সহিত আমার কোন একটী সম্বন্ধ আছে, তুমি ভুবনবিখ্যাত ও গুণবান; এই জীবলোকে যত বেগবান বানর দেখিতে পাওয়া যায়, তুমি তৎসর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তোমার কথা কি, সামান্য অতিথিকেও সৎকার করা সুবিজ্ঞ ধার্ম্মিকের কর্ত্তব্য হইতেছে। তুমি দেবপ্রধান বায়ুর পুত্র এবং বেগে তাঁহারই অনুরূপ; সুতরাং তোমায় পূজা করিলে তিনিই সমাদৃত হইবেন। বীর! এক্ষণে যে কারণে তুমি আমার পূজনীয় হইতেছ, তাহারও উল্লেখ করি, শ্রবণ কর।

সত্যযুগে পর্ব্বতসমূহের পক্ষ ছিল। উহারা গরুড়বৎ মহাবেগে

সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিত। তদ্দর্শনে দেবতা ও মহর্ষিগণ পর্ব্বতপাত আশঙ্কায় নিতান্তই ভীত হইয়া উঠেন।

অনন্তর সুররাজ ইন্দ্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, উহাদের পক্ষচ্ছেদে প্রবৃত্ত হন। একদা তিনি বজ্রাস্ত্র উদ্যত করিয়া, ক্রোধভরে আমার নিকটস্থ হইলেন। কিন্তু তৎকালে তোমার পিতা পবন আমায় আকাশে তুলিয়া এই লবণসমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। তিনি আমায় গোপন করিয়াছিলেন বলিয়া, আমার পক্ষ রক্ষা হয়। বীর! আমি এই জন্যই তোমায় সম্মান করিতেছি। তুমি আমার পরম মান্য, এবং তোমার সহিত এই আমার সম্বন্ধ। এক্ষণে প্রত্যুপকারের কাল উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি প্রসন্নমনে আমাদিগের প্রীতি বর্দ্ধন কর। বায়ুসম্পর্কে আমিও তোমার পূজ্য। আমি তোমায় দেখিয়া সবিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম। অতঃপর তুমি শ্রান্তি দূর করিয়া আমার প্রদত্ত পূজা গ্রহণ কর।

তখন হনুমান কহিলেন, মৈনাক! আমি তোমার এই প্রার্থনায় একান্ত প্রীত হইলাম। এক্ষণে প্রসঙ্গমাত্রেই আতিথ্য অনুষ্ঠিত হইল, তজ্জন্য তুমি কিছুমাত্র ক্ষোভ করিও না। কার্য্যকাল আমাকে ব্যস্তসমস্ত করিয়া তুলিতেছে, দিবসও প্রায় অবসান হইয়া আসিল। বিশেষতঃ আমার প্রতিজ্ঞা এই, যে, শতযোজনের মধ্যে আমি কোন স্থানে কদাচ বিশ্রাম করিব না। যাহাই

হউক, এক্ষণে চলিলাম। এই বলিয়া, মহাবীর হনূমান মৈনাককে স্পর্শমাত্র করিয়া, অপ্রতিহতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। সমুদ্র ও শৈল সবহুমানে উহাঁকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সমুচিত বাক্যে প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

অনন্তর হনূমান ক্রমশঃ দূরতর আকাশে আরোহণ করিলেন, এবং মৈনাককে দেখিতে দেখিতে মহাবেগে যাইতে লাগিলেন। তখন সুর, সিদ্ধ, ও মহর্ষিগণ এই দুষ্কর কার্য্য দর্শন করিয়া, উহাঁর সবিশেষ প্রশংসা আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে সুররাজ ইন্দ্র মৈনাকের সদাচরণে একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া, বাষ্পগদগদ কণ্ঠে কহিলেন, মৈনাক! হনূমান ভয়ের কারণ সত্ত্বেও নির্ভয় হইয়া, এই শত যোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিতেছেন। তুমি উহাঁর শ্রান্তিনাশে সাহায্য করিয়াছ। ঐ মহাবীর রামের হিতোদ্দেশেই চলিয়াছেন, তুমি যথাশক্তি ইহাঁর অর্চ্চনা করিয়াছ; এই কারণে আমি নিতান্তই প্রীত হইলাম। এক্ষণে তোমাকে অভয় দান করিতেছি, তুমি যথায় ইচ্ছা প্রস্থান কর।

তখন গিরিবর মৈনাক ইন্দ্রকে প্রসন্ন দেখিয়া একান্ত পরিতুষ্ট হইল এবং উহাঁর নিকট বর গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সাগরজলে প্রবেশ করিল।

অনন্তর সুর, সিদ্ধ, মহর্ষি, ও গন্ধর্ব্বগণ নাগজননী তেজস্বিনী সুরসাকে পরম সমাদরে কহিলেন, দেবি! এই পবনকুমার

শ্রীমান হনুমান সমুদ্র পার হইতেছেন। তুমি পর্ব্বতাকার ঘোর রাক্ষসমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক পিঙ্গল চক্ষু ও বিকট দন্ত বিস্তার করিয়া, ক্ষণকালের জন্য ইহাঁর গমনপথে বিঘ্ন আচরণ কর। আমরা ঐ বীরের বলবীর্য্য জানিতে একান্ত উৎসুক হইয়াছি। দেখিব, ইনি কোন কৌশলে তোমায় পরাজয় করেন, কি ভয়ে অবসন্ন হন।

তখন সুরসা ভীষণ বিরূপ রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়া, হনুমানের গতিরোধ পূর্ব্বক কহিল, কপিরাজ! দেবগণ তোমাকে আমার ভক্ষ্যস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং আজ আমি তোমায় ভক্ষণ করিব। এক্ষণে তুমি আমার এই আস্যকুহরে প্রবিষ্ট হও। এই বলিয়া সুরসা মুখব্যাদান পূর্ব্বক হনুমানের নিকট দণ্ডায়মান হইল। তখন হনুমান প্রফুল্ল বদনে কহিলেন, ভদ্রে! দশরথতনয় রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীর সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তথায় রাক্ষসগণের সহিত উহাঁর ঘোরতর শত্রুতা জন্মে। তিনি একদা কার্য্যান্তরে ব্যাসক্ত ছিলেন, ইত্যবসরে রাবণ বলপূর্ব্বক উহাঁর ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। এক্ষণে আমি সেই রামের অনুজ্ঞাক্রমে যশস্বিনী জানকীর নিকট দূতস্বরূপ যাইতেছি। রাক্ষসি! চরাচর সমস্তই রামের অধিকার, তুমি তন্মধ্যে বাস করিয়া আছ, সুতরাং এ সময় তাঁহাকে সাহায্য করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। অথবা

আমি সত্যই অঙ্গীকার করিতেছি, আমি জানকীরে দর্শন এবং রামকে তাঁহার বৃত্তান্ত জ্ঞাপন পূর্ব্বক পশ্চাৎ তোমার নিকট উপস্থিত হইব। হনূমান এই বলিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলেন।

তখন কামরূপিণী সুরসা উহাঁর বলবীর্য্যের পরিচয় লইতে একান্ত উৎসুক হইয়া কহিল, দেখ, পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা আমাকে এইরূপ বর প্রদান করিয়াছেন যে, যে কেহ আমার সম্মুখীন হইবে, আমি তাহাকে গ্রাস করিব। এক্ষণে যদি তুমি সমর্থ হও, তবে আজ আমার আস্যকুহর হইতে গমন করিও। এই বলিয়া সুরসা মুখব্যাদান পূর্ব্বক সহসা হনূমানের অগ্রে দণ্ডায়মান হইল। তদ্দর্শনে হনূমান্ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রাক্ষসি! তবে তুমি আমার এই সুদীর্ঘ দেহের অনুরূপ মুখ বিস্তার কর। এই বলিয়া ঐ মহাবীর উহারই দেহপ্রমাণে স্বয়ং দশ যোজন দীর্ঘ হইলেন। সুরসা বিশ যোজন মুখব্যাদান করিল। ঐ ঘোর মুখ মেঘাকার নরকসদৃশ ও রসনা করাল। তদ্দর্শনে হনূমান রোষে স্ফীত হইয়া ত্রিশ যোজন বর্দ্ধিত হইলেন। সুরসা চত্বারিংশৎ যোজন মুখ বিস্তার করিল। হনূমান পঞ্চাশৎ যোজন দেহ বৃদ্ধি করিলেন; সুরসার মুখ ষষ্টি যোজন হইল। হনূমান সপ্ততি যোজন বর্দ্ধিত হইলেন; সুরসার মুখ অশীতি যোজন হইল। হনূমান নবতি যোজন দীর্ঘ হইলেন; সুরসার মুখও শত যোজন হইল।

অনন্তর মহাবীর হনুমান তৎক্ষণাৎ মেঘবৎ দেহ সঙ্ক্ষেপ করিয়া অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ হইলেন, এবং সুরসার মুখমধ্যে প্রবেশ করিয়া, ঝটিতি নিষ্ক্রমণ ও অন্তরীক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক কহিলেন, দাক্ষায়ণি! আমি তোমার আস্যকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। এক্ষণে তোমায় নমস্কার, তোমার বর সত্য হইল, অতএব আমিও জানকীর উদ্দেশে চলিলাম।

তখন নাগজননী সুরসা উপরাগমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় হনুমানকে স্বীয় আস্যদেশ হইতে নির্গত দেখিয়া পূর্ব্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, বীর! তুমি কার্য্যসাধনের জন্য যথায় ইচ্ছা যাও এবং রামের জানকী লাভে যত্নবান হও।

অনন্তর গগনবিহারী জীবগণ এই ব্যাপার দর্শন করিয়া হনুমানকে বারংবার সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। হনুমানও ম[illegible]গ আ[illegible]শপথে যাইতে লাগিলেন। মহাকাশ দূর হইতে দূ[illegible] বি[illegible]; ইতস্ততঃ বিশাল জলদজাল সমস্ত শীতল রাখিয়া[illegible], [illegible]হগগণ উড্ডীন; নৃত্যগীতাচার্য্য গন্ধর্ব্বেরা বিরাজ করিতে[illegible]ছেন; সুরধনু নানারাগে রঞ্জিত; দিব্য বিমান সিংহব্যাঘ্র বাহনযোগে মহাবেগে গতায়াত করিতেছে। উহা অগ্নিকল্প কৃতপুণ্যের আশ্রয়স্থান। তথায় হব্যবাহী হুতাশন নিরন্তর জ্বলিতেছেন; চন্দ্রসূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতির্ম্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইতেছে এবং মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, নাগ, ও যক্ষগণ অধি-

ষ্ঠান করিয়া আছেন। উহা সমস্ত বিশ্বের আধার ও একান্ত নির্ম্মল। উহার কোন স্থানে গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু এবং কোথাও বা করিবর ঐরাবত। উহা যেন জীবলোকের চন্দ্রাতপস্বরূপ প্রসারিত আছে। হনুমান ঐ ব্রহ্মনির্ম্মিত বায়ুপথে মেঘজাল আকর্ষণ পূর্ব্বক মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে সিংহিকা নাম্নী কোন এক কামরূপিণী রাক্ষসী ঐ কপিবীরকে দর্শন করিয়া মনে করিল, বুঝি বহুদিনের পর আজ আমার ভক্ষ্য লাভ হইবে। অদূরে ঐ একটী প্রকাণ্ড জীব আগমন করিতেছে, বুঝি ভাগ্যে উহা আমারই হস্তগত হইবে। সিংহিকা এই ভাবিয়া হনুমানের ছায়া গ্রহণ করিল। হনুমান সহসা শিহরিয়া উঠিলেন, মনে করিলেন, বায়ুর প্রতিস্রোতে যেমন সামুদ্রিক যানের গতিরোধ হয়, সেইরূপ এক্ষণে কেন আমার গতিরোধ হইয়া গেল? এই বলিয়া তিনি ঊর্দ্ধাধোভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, লবণ সমুদ্রের মধ্য হইতে এক বিকটাকার রাক্ষসী উত্থিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে বুঝিলেন, কপিরাজ সুগ্রীব যে, মহাকায় মহাবীর্য্য ছায়াগ্রাহী জীবের কথা কহিয়াছিলেন, ইহাই সেই জীব হইবে। ঐ ধীমান এইরূপ অনুমান করিয়া, বর্ষার মেঘের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর সিংহিকা আকাশ-পাতাল-প্রমাণ মুখ ব্যাদান করিয়া,

জলদগম্ভীর রবে গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং হনুমানকে লক্ষ্য করিয়া দূর হইতে ধাবমান হইল। তৎকালে ঐ বজ্রকায় মহাবীর, রাক্ষসীর বিকট মুখ ও দেহপ্রমাণ দর্শন পূর্ব্বক মর্ম্মভেদের সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং অবিলম্বে খর্ব্বাকার হইয়া উহার আস্যকুহরে প্রবেশ করিলেন। তখন পর্ব্বকালে রাহু যেমন চন্দ্রকে গ্রাস করে, তদ্রূপ ঐ রাক্ষসী উহাঁকে এককালে গ্রাস করিয়া ফেলিল। মহাবল হনুমানও উহার জঠরে গিয়া সুতীক্ষ্ণ নখরপ্রহারে মর্ম্মস্থান ছিন্ন ভিন্ন করিলেন, এবং ধৈর্য্য ও চাতুর্য্যে তাহাকে বধ করিয়া বায়ুবৎ মহাবেগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। উহাঁর আকার পূর্ব্ববৎ হইল। নিশাচরী সিংহিকাও ছিন্নমর্ম্ম হইয়া সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া গেল।

পরে ব্যোমচর সিদ্ধ ও চারণগণ এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া হনুমানকে কহিলেন, বীর! আজ তুমি অতি ভয়ঙ্কর কার্য্য করিয়াছ, তোমারই বলবীর্য্যে এই রাক্ষসী নিহত হইল। এক্ষণে তুমি নির্ব্বিঘ্নে আপনার অভীষ্ট সাধন কর। দেখ, যাঁহার ধৈর্য্য, বুদ্ধি, দৃষ্টি ও দক্ষতা তোমার অনুরূপ, তিনি কদাচ কোন বিষয়ে অবসন্ন হন না।

তখন মহাবীর হনুমান এইরূপ সম্মানিত ও প্রস্থানে অনুজ্ঞাত হইয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। অদূরে সমুদ্রের পরপার; তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি প্রসারণ পূর্ব্বক শত যোজ-

নের অন্তে বনশ্রেণী দর্শন করিলেন এবং গতিপ্রসঙ্গে বিবিধ বৃক্ষপূর্ণ দ্বীপ, মলয় পর্ব্বতের উপবন, সমুদ্রের কচ্ছদেশ, তত্রত্য বৃক্ষ ও লতা এবং নদীসমূহের সঙ্গমস্থান ক্রমশই দেখিতে পাইলেন। উহাঁর দেহ মেঘাকার; যেন অম্বরকে নিরোধ করিয়া আছে। তদ্দৃষ্টে তিনি মনে করিলেন, রাক্ষসেরা আমার এই প্রকাণ্ড দেহ ও গতিবেগ নিরীক্ষণ করিলে, যার পর নাই কৌতূহলাক্রান্ত হইবে। হনূমান এইরূপ অনুমান করিয়া, আপনার পর্ব্বতপ্রমাণ দেহ খর্ব্ব করিলেন এবং মোহমুক্ত যোগীর ন্যায় পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন বোধ হইল, যেন বলিবীর্য্যহারী ভগবান হরি ত্রিলোকে ত্রিপাদ নিক্ষেপের পর পূর্ব্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। সাগরতীরে লম্ব পর্ব্বত, উহাঁর শিখর সকল রমণীয়; তথায় কেতক, উদ্দালক, ও নারিকেল প্রভৃতি নানা প্রকার বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছে। হনূমান স্ববিক্রমে ঐ ভুজঙ্গসঙ্কুল তরঙ্গপূর্ণ সমুদ্র পার হইয়া, লম্ব পর্ব্বতে পতিত হইলেন। মৃগপক্ষিগণ চকিত ও ভীত হইয়া উঠিল। হনূমান তথায় উত্তীর্ণ হইয়া, অমরাবতীর ন্যায় মহাপুরী লঙ্কা দেখিতে পাইলেন।

দ্বিতীয় সর্গ।

ঐ মহাবীর, শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া কিছুমাত্র শ্রান্ত হন নাই। বহুল আয়াস স্বীকারেও তাঁহার ঘন ঘন নিশ্বাস নির্গত হইতেছে না। তিনি অটলদেহে শোভমান। পরিমিত শত যোজন ত সামান্য, অপেক্ষাকৃত দূরপথ পর্য্যটনই উহাঁর পক্ষে সবিশেষ শ্লাঘার হইতে পারে। তখন বৃক্ষসকল ঐ বীরের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিল। তিনি তদ্দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া যেন পুষ্পময় দেহে দণ্ডায়মান রহিলেন। লম্ব পর্ব্বতের অপর নাম ত্রিকূট, তদুপরি লঙ্কাপুরী প্রতিষ্ঠিত আছে। হনুমান মৃদুপদে ক্রমশঃ তদভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তথায় সুনীল সুবিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছন্ন প্রদেশ, মধুগন্ধি বন, এবং সুচারু তরুশ্রেণী। হনুমান একটী মধ্যপথ আশ্রয় পূর্ব্বক লঙ্কার দিকে গমন করিতে লাগিলেন। ত্রিকূটে নানারূপ বৃক্ষ; দেবদারু, কর্ণিকার, পুষ্পিত খর্জ্জুর, প্রিয়াল, কুটজ, কেতক, সুগন্ধি প্রিয়ঙ্গু, কদম্ব, সপ্তচ্ছদ, অসন, কোবিদার ও করবীর। ঐ সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে কতকগুলি মুকুলিত এবং বহুসংখ্য পুষ্পভরে অবনত রহিয়াছে; পল্লবদল বায়ুর মৃদুমন্দ হিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে, এবং বিহঙ্গগণ শাখা

প্রশাখায় উপবেশন করিয়া মধুর স্বরে কূজন করিতেছে। তথায় নানারূপ স্বচ্ছ জলাশয় ও সরোবর, তন্মধ্যে শ্বেত ও রক্ত পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া আছে এবং হংস সারস প্রভৃতি জলচর জীবগণ সতত বিচরণ করিতেছে। উহার স্থানে স্থানে সুরম্য ক্রীড়াপর্ব্বত এবং শোভনতম উদ্যান। মহাবীর হনুমান এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে রাবণরক্ষিত লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন। মহাপুরী লঙ্কা উৎপলশোভী পরিখায় বেষ্টিত। নিশাচরগণ সীতাপহরণ অবধি, রাবণের নিয়োগে, উহার রক্ষাবিধানার্থ ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। ঐ পুরী অতিশয় রমণীয়; উহা কনকময় প্রাকারে পরিবৃত, অত্যুচ্চ সুধাধবল গৃহ এবং পাণ্ডুবর্ণ সুপ্রশস্ত রাজপথে শোভিত আছে। উহার ইতস্ততঃ পতাকা এবং লতাকীর্ণ স্বর্ণময় তোরণ। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা ঐ পুরী বহুপ্রযত্নে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যেমন গিরিগুহা উরগে, সেইরূপ উহা ঘোররূপ রাক্ষসে পূর্ণ হইয়া আছে। ঐ নগরী পর্ব্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং দূর হইতে বোধ হয়, যেন গগনে উড্ডীন হইতেছে। উহা যেন কাহারও মানসী সৃষ্টি হইবে। উহার স্থানে স্থানে শতঘ্নী ও শূলাস্ত্র। তখন দেবরাজ ইন্দ্র যেমন অমরাবতীকে নিরীক্ষণ করেন, তদ্রূপ হনূমান উহাকে সবিস্ময়ে দেখিতে লাগিলেন।

অনন্তর ঐ বীর ক্রমশঃ লঙ্কার উত্তর দ্বারে গমন করিলেন। উহা গগনস্পর্শী; দৃষ্টিমাত্র যেন কুবেরপুরী অলকার দ্বার

বোধ হইয়া থাকে। তথায় গৃহ সকল যার পর নাই উচ্চ, বোধ হয়, যেন আকাশকে ধারণ করিয়া আছে। হনুমান ঐ দ্বারের রক্ষাপ্রণালী, সমুদ্র, এবং প্রবল রিপু রাবণের বিষয় চিন্তা করিয়া অনুমান করিলেন, বানরগণ লঙ্কায় আগমন করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। যুদ্ধব্যতীত ইহা অধিকার করা সুরগণেরও অসাধ্য হইবে। এই পুরী নিতান্ত দুর্গম, রাম এ স্থানে উপস্থিত হইলেও, জানি না, কি করিবেন। রাক্ষসগণের সহিত সন্ধি সুদূর-পরাহত, এবং দান, ভেদ ও যুদ্ধেরও কোনরূপ সুবিধা দেখি না। বলিতে কি, হয় ত সুগ্রীব, অঙ্গদ ও নীল প্রভৃতি বানরগণের এস্থানে আসাই দুর্ঘট হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে জানি, জানকী জীবিত আছেন কি না? আমি তাঁহার দর্শন পাইলে পশ্চাৎ কিংকর্ত্তব্য অবধারণ করিব।

পরে হনুমান গিরিশিখরে উপবেশন করিলেন এবং সীতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, এই লঙ্কার চতুর্দ্দিক রাক্ষসসৈন্যে রক্ষিত হইতেছে। সুতরাং আমি এই আকারে ইহাতে কোন প্রকারে প্রবেশ করিতে পারিব না। রাক্ষসগণ মহাবীর্য্য ও মহাবল; জানকীরে অনু-সন্ধান করিবার জন্য উহাদিগকে বঞ্চনা করা আমার আবশ্যক হইতেছে। সুতরাং আমি আজ রজনীযোগে দৃশ্য ও অদৃশ্য রূপে এই পুরীতে প্রবেশ করিব।

অনন্তর তিনি লঙ্কাকে সুরাসুরের অগম্য দেখিয়া, মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, আমি দুর্বৃত্ত রাবণের অসাক্ষাতে কিরূপে জানকীরে দেখিব। রামের কার্য্যনাশ কোনও-মতে উপেক্ষণীয় নহে, সুতরাং আমি একাকী নির্জনে কি প্রকারে সেই অনাথার দর্শন পাইব। দেখ, যে কার্য্য সিদ্ধপ্রায় হয়, তাহা দূতের অবিমৃষ্যকারিতা দোষে দেশকালবিরোধী হইয়া, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারবৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য পক্ষে মন্ত্রণা স্থিরতর হইলেও দূতবৈগুণ্যে সম্পূর্ণ উপহত হইয়া থাকে। অতএব পণ্ডিতাভিমানী দূতই কার্য্যব্যাঘাতের মূল। এক্ষণে যে উপায়ে সংকল্পসিদ্ধ হয়, বুদ্ধিবৈপরীত্য না ঘটে, এবং সমুদ্র-লঙ্ঘনক্লেশও নিষ্ফল হইয়া না যায়, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া আমার আবশ্যক। রাম রাবণের অনিষ্টাচরণে ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু যদি রাক্ষসগণ আমায় দেখিতে পায়, তবে তাঁহারই কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিবে। এক্ষণে আর কোনরূপ আকারের কথা দূরে থাক, আমি রাক্ষসরূপেও আত্মগোপন করিয়া, লঙ্কায় রাক্ষসগণের অজ্ঞাতে তিষ্ঠিতে পারিব না। অধিক কি, বোধ হয় স্বয়ং পবন-দেবও এস্থানে প্রচ্ছন্নচারণে সমর্থ নহেন। এই লঙ্কার মধ্যে রাক্ষস-গণের অগোচর কোন বিষয়ই সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং যদি আমি প্রকাশ্যরূপে থাকি, তবে আত্মনাশ, এবং প্রভুরও কার্য্য-ক্ষতি হইবে। অতএব আজ রজনীযোগে খর্ব্বাকার হইয়া পুর-

প্রবেশ করিব, এবং উহার ইতস্তত সমস্ত গৃহ অনুসন্ধান পূর্ব্বক জানকীরে দেখিব। হনুমান এইরূপ স্থির করিয়া সূর্য্যাস্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন; নিশাকালও উপস্থিত। তখন হনুমান আপনার দেহ খর্ব্ব করিয়া মার্জারপ্রমাণ হইলেন। তাঁহার মূর্ত্তি অতি অপূর্ব্ব। তিনি ঐ প্রদোষকালে সত্বর উত্থিত হইয়া রমণীয় লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। ঐ পুরীর পথ সকল প্রশস্ত; সর্ব্বত্র প্রাসাদ; স্বর্ণের স্তম্ভ ও স্বর্ণজাল; কোন স্থানে সাপ্তভৌমিক ভবন, কোথাও বা অষ্টতল গৃহ; কুট্টিম সকল স্বর্ণ ও স্ফটিকে ভূষিত, স্থানে স্থানে বিচিত্র কনকময় তোরণ। হনুমান ঐ গন্ধর্ব্বনগরতুল্য পুরী নিরীক্ষণ করিয়া, একান্ত বিষণ্ন হইলেন, এবং জানকীদর্শনের ঔৎসুক্যে যার পর নাই হৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে সহস্ররশ্মি ভগবান চন্দ্র জ্যোৎস্নারূপ চন্দ্রাতপে সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া, হনুমানের সাহায্যবিধানের জন্যই যেন উদিত হইলেন। তিনি শঙ্খধবল ক্ষীরবর্ণ ও মৃণালকান্তি; স্বয়ং তারকাগণমধ্যে বিরাজমান আছেন। হনুমান উহাঁকে অম্বরতলে উত্থিত দেখিয়া মনে করিলেন, যেন সরোবরে রাজহংস সন্তরণ করিতেছে।

তৃতীয় সর্গ।

অনন্তর ঐ ধীমান রাত্রিকালে একাকী সাহসে নির্ভর করিয়া, পুরপ্রবেশ করিলেন। লঙ্কা গগনস্পর্শী এবং মেঘাকার লম্ব পর্ব্বতে প্রতিষ্ঠিত। ঐ স্থানে কানন সকল রমণীয়, জল স্বচ্ছ এবং প্রাসাদ শারদীয় অম্বুদের ন্যায় ধবল। তথায় রাক্ষসগণ ভীমরবে গর্জ্জন করিতেছে এবং সামুদ্রিক বায়ু নিরন্তর বহমান হইতেছে। দ্বারদেশে বৃহদাকার মত্ত হস্তী এবং চতুর্দ্দিকে মহাবল রাক্ষস-বল। ঐ নগরীকে দেখিলে যেন ভুজগভীষণ সুরক্ষিত পাতাল পুরী বলিয়া বোধ হয়। উহা বিদ্যুৎ ও মেঘে আবৃত এবং গ্রহ-নক্ষত্রে পূর্ণ। উহার স্থানে স্থানে পতাকা কিঙ্কিণীরব বিস্তার পূর্ব্বক উড্ডীন হইতেছে। দ্বার সকল কনকময়; দ্বারবেদি মরকতময় মণিমুক্তাস্ফটিকে খচিত এবং মণিসোপানে শোভিত আছে। উহা অত্যন্তই পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন। তথায় অত্যুৎকৃষ্ট সভাগৃহ উচ্চশিরে শোভা পাইতেছে। ইতস্তত ক্রৌঞ্চ ও ময়ূরের কণ্ঠস্বর, রাজহংসেরা সঞ্চরণ করিতেছে। উহার কোন স্থানে তূর্য্যধ্বনি, কোথাও বা ভূষণ রব। কপিকেশরী মহাবীর হনুমান

ঐ সুসমৃদ্ধ লঙ্কা পুরী নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন। ভাবিলেন, রাক্ষসসৈন্য অস্ত্রশস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক নিরবচ্ছিন্ন এই পুরী রক্ষা করিতেছে, ইহার মধ্যে বলদর্পে প্রবেশ করিতে কাহারই সাধ্য নাই; কিন্তু বলিতে কি, কুমুদ, অঙ্গদ, ও সুষেণ প্রভৃতি বীরগণ এই কার্য্য সহজেই পারিবেন। তৎকালে ঐ বীর, রাম ও লক্ষ্মণের বিক্রম স্মরণ পূর্ব্বক হৃষ্ট ও উৎসাহিত হইতে লাগিলেন। লঙ্কার সর্ব্বত্র দীপালোক; বিমল জ্যোৎস্না অন্ধকার নষ্ট করিতেছে; স্থানে স্থানে গোষ্ঠ ও যন্ত্রাগার; হনুমান উহা দেখিতে দেখিতে ক্রমশই গমন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী রাক্ষসী পুরদ্বারে সহসা উহাঁকে নিরীক্ষণ করিল, এবং বিকৃতমুখে বিকটনেত্রে স্বয়ং উহাঁর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভৈরবনাদে কহিল,বানর! তুই কে? কি জন্য এখানে আসিয়াছিস্? সত্য বল্, নচেৎ এই দণ্ডেই তোর প্রাণসংহার করিব। নিশাচরগণ এই নগরীর চতুর্দ্দিক নিরন্তর রক্ষা করিতেছে, আজ তুই কোনমতে ইহাতে প্রবেশ করিতে পাইবি না।

তখন হনুমান ঐ সম্মুখবর্ত্তিনী রাক্ষসীকে কহিলেন, দারুণে! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসিতেছ, আমি তাহা অবশ্যই কহিব। কিন্তু বল, তুমি কে? কি জন্য এই পুরদ্বারে দণ্ডায়মান আছ? এবং কেনই বা রোষাবেশে আমায় এইরূপ ভৎর্সনা করিতেছ?

কামরূপিণী লঙ্কা হনুমানের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধা-

বিষ্ট হইয়া কঠোর ভাবে কহিতে লাগিল, বানরাধম ' আমি রাক্ষসরাজ রাবণের কিঙ্করী, এই নগরী রক্ষা করিতেছি। তুই আমাকে উপেক্ষা করিয়া আজ কখনই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবি না। আমি স্বয়ং এই লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ; বলিতে কি, আজ তোরে আমার হস্তে নিহত হইয়া এখনই ধরাতলে শয়ন করিতে হইবে।

তখন হনূমান লঙ্কাবিজয়ে যত্নবান এবং পর্ব্বতের ন্যায় অটল ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! আমি এই প্রাকারবেষ্টিত তোরণসজ্জিত লঙ্কা নিরীক্ষণ করিব, এবং ইহার বন, উপবন ও অত্যুচ্চ অট্টালিকা সকল স্বচক্ষে দেখিব, এই কৌতূহলেই এখানে আসিয়াছি।

তখন লঙ্কা রুক্ষস্বরে পুনর্ব্বার কহিল, রে নির্ব্বোধ! মহা-প্রতাপ রাবণ এই নগরী রক্ষা করিতেছেন ; সুতরাং আজ তুই আমাকে জয় না করিয়া, কখন ইহা দেখিতে পাইবি না। তখন হনূমান বিনীতবচনে কহিলেন, ভদ্রে! আমি এই পুরী প্রত্যক্ষ করিয়া পশ্চাৎ স্বস্থানে প্রস্থান করিব।

লঙ্কা হনূমানের এইরূপ নির্বন্ধাতিশয় দর্শনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল, এবং ভীম রব পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে উহাঁকে এক চপেটাঘাত করিল। তখন হনূমানও রোষে ঘোর গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, এবং বাম মুষ্টি উত্তোলন পূর্ব্বক অনতিবেগে

উহাকে প্রহার করিলেন। লঙ্কা স্ত্রীলোক, সুতরাং তৎকালে তিনি উহার প্রতি অতিমাত্র ক্রোধপ্রকাশ করিলেন না। তখন নিশাচরী লঙ্কা প্রহারবেগে বিহ্বল হইয়া তৎক্ষণাৎ বিকটাস্যে বিকৃতদৃশ্যে ভূতলে পড়িল। তদ্দর্শনে হনুমানও স্ত্রীবোধে যার পর নাই দুঃখিত হইলেন।

অনন্তর লঙ্কা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া গদগদকণ্ঠে বিনীতবচনে কহিতে লাগিল, বীর! প্রসন্ন হও, আমায় রক্ষা কর; বীর পুরুষেরা কখন শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না। আমি এই নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এক্ষণে তুমিই আমাকে বলবীর্য্যে পরাজয় করিলে। যাহা হউক, অতঃপর আমি কোন একটী পূর্ব্বকথার উল্লেখ করিতেছি শুন। একদা ভগবান স্বয়ম্ভু আমাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন, রাক্ষসি! যখন তুমি কোন বানরের হস্তে পরাজিত হইবে, তখনই জানিও, নিশাচরগণের ভাগ্যে ভয় উপস্থিত। বীর! বুঝিলাম, আজ তোমার আগমনে সেই সময় আসিয়াছে। প্রজাপতির যেরূপ নির্ব্বন্ধ, কদাচই তাহা খণ্ডন হইবার নহে। এক্ষণে এক জানকীর জন্য দুরাত্মা রাবণের এবং অন্যান্য রাক্ষসগণের সর্ব্বনাশ ঘটিল। এই পুরী অভিশাপে দূষিত হইয়া আছে, আজ তুমি স্বচ্ছন্দে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বত্র সেই সতী সীতাকে অন্বেষণ কর।

চতুর্থ সর্গ।

অনন্তর হনূমান রাত্রিযোগে অদ্বার দিয়া প্রাকার উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তৎকালে তাঁহার এই অসম সাহসের কার্য্য দেখিয়া বোধ হইল, যেন তিনি বিপক্ষ রাবণের মস্তকে বাম পদ অর্পণ করিলেন। লঙ্কার রাজপথ সুপ্রশস্ত ও কুসুমাকীর্ণ, হনূমান উহা আশ্রয় পূর্ব্বক ক্রমশ গমন করিতে লাগিলেন। নগরীর কোথাও হাস্যের কোলাহল উত্থিত হইতেছে, এবং কোথাও বা তূর্য্যনিনাদ; উহা রাক্ষসগণের গৃহসমূহে মেঘাবৃত গগনের ন্যায় নিরন্তর শোভিত হইতেছে। ঐ সমস্ত গৃহ সুধাধবল ও মাল্যশোভিত, এবং পদ্ম ও স্বস্তিকাদি প্রণালীক্রমে নির্ম্মিত; উহাতে বজ্র ও অঙ্কুশের প্রতিকৃতি চিত্রিত আছে, এবং হীরকের গবাক্ষ সকল জ্যোতি বিস্তার করিতেছে। হনূমান ঐ পুরী নিরীক্ষণ পূর্ব্বক রামের কার্য্যসাধন উদ্দেশে ক্রমশ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তৎকালে উহাঁর মনে যার পর নাই হর্ষ উপস্থিত হইল। তিনি গৃহ হইতে গৃহান্তর দর্শন করিতে লাগিলেন। তথায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী প্রমদা সকল

মদনাবেশে উন্মত্ত হইয়া, মন্দ্র, মধ্য, ও তার স্বরে সুমধুর সঙ্গীত করিতেছে। কোন স্থানে কাঞ্চীরব, কোথাও নূপুরধ্বনি, এবং কোথাও বা সোপানশব্দ। এক স্থানে কেহ করতালি দিতেছে, অন্যত্র সিংহনাদ করিতেছে। কোন গৃহে বেদমন্ত্র জপ এবং কোথাও বা বেদ পাঠ হইতেছে। স্থানে স্থানে রাক্ষসগণ ঘোর-রবে রাবণের স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মহাবীর হনুমান গতি-প্রসঙ্গে এই সমস্ত শুনিতে পাইলেন। দেখিলেন, মধ্যম গুল্মে গুপ্তচর সকল দলবদ্ধ হইয়া আছে। উহাদের মধ্যে কেহ দীক্ষিত, কাহারও মস্তকে জটাযূট এবং কেহ বা মুণ্ডিত। অনেকে গোচর্ম্ম পরিধান করিয়াছে, কেহ দিগম্বর, এবং কেহ বা বস্ত্রধারী। ঐ সমস্ত রাক্ষসের মধ্যে কেহ কূটাস্ত্র, কেহ মুদ্গর, কেহ দণ্ড, কেহ কুশমুষ্টি, কেহ অগ্নিকুণ্ড, কেহ কার্ম্মুক, কেহ খড়্গ, কেহ শতঘ্নী, কেহ মুসল, কেহ শক্তি, কেহ বৃক্ষ, কেহ বজ্র, কেহ পট্টিশ, কেহ ক্ষেপনী, কেহ পাশ এবং কেহ বা পরিঘ ধারণ করিয়া আছে। সকলের সর্ব্বাঙ্গ বর্ম্মে আবৃত। কাহারও বক্ষঃস্থলে একটীমাত্র স্তনচিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে। উহাদের বর্ণ নানাপ্রকার; কেহ ভীম-দর্শন, কেহ চীরধারী, কেহ বিকলাঙ্গ এবং কেহ বা বামন। উহারা অতিস্থূল বা অতিকৃশ নহে, অতিদীর্ঘ বা অতিহ্রস্ব নহে, এবং অতিগৌর বা অতিকৃষ্ণও নহে। উহারা বিরূপ ও বহুরূপ এবং সুরূপ ও সুতেজ। উহাদিগের গলে উৎকৃষ্ট মাল্য এবং অঙ্গে

বিচিত্র অনুলেপ। সকলে বিবিধ বেশভূষায় সজ্জিত আছে। কাহারও হস্তে ধ্বজদণ্ড এবং কাহারও বা পতাকা। উহারা স্বেচ্ছাচারে পরাঙ্‌মুখ নহে। হনুমান অন্তঃপুরসান্নিধ্যে এই সমস্ত রাবণনির্দ্দিষ্ট রক্ষক দেখিতে পাইলেন।

অনন্তর ঐ মহাবীর ক্রমশঃ দ্বারদেশে প্রবেশ করিলেন। তথায় অশ্বগণ হ্রেষারব করিতেছে; ইতস্ততঃ চতুর্দন্তশোভিত সুসজ্জিত শ্বেত হস্তী; কোন স্থানে রথ, যান, ও বিমান; মৃগ-পক্ষিগণ উন্মত্ত হইয়া কলরব করিতেছে। ঐ দ্বার মহামূল্য মণিমুক্তায় খচিত, এবং রাক্ষসসৈন্যে সুরক্ষিত আছে। উহার চতুর্দ্দিকে স্বর্ণপ্রাকার; কালাগুরু ও চন্দনের সৌরভ উহার সর্ব্বত্র সুরভিত করিতেছে।

পঞ্চম সর্গ।

ঐ সময় ভগবান শশাঙ্ক গগনতলে যেন জ্যোৎস্নাজাল উদ্গার করিতেছিলেন। তিনি শঙ্খধবল ও মৃণালবর্ণ; উহাঁর চতুর্দ্দিক তারকাস্তবকে বেষ্টিত আছে; তিনি গোষ্ঠে মদমত্ত বৃষের ন্যায় ব্যোমে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সকলের দুঃখসন্তাপ দূর হইয়া গেল, মহাসমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, এবং জীবলোক আলোকে রঞ্জিত হইতে লাগিল। যে শ্রী গিরিবর মন্দরে, প্রদোষে সাগরে, এবং দিবসে কমলবনে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, তিনিই প্রিয়দর্শন নিশাকরে বিরাজ করিতে লাগিলেন। হংস যেমন রৌপ্য পিঞ্জরে, সিংহ যেমন গিরিগুহায়, এবং বীর যেমন গর্ব্বিত কুঞ্জরে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ চন্দ্র গগনপথে নিরীক্ষিত হইলেন। উহাঁর অঙ্কদেশে পূর্ণ কলঙ্ক, সুতরাং তিনি তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষের ন্যায় এবং উচ্চশিখর শ্বেত পর্ব্বতের ন্যায় শোভিত হইলেন। সূর্য্যের জ্যোতিঃসঞ্চারে উহাঁর নৈসর্গিক অন্ধকার দূর হইয়াগেল। তিনি স্বয়ং প্রকাশশ্রীসম্পন্ন হইয়া, শিলাতলে সিংহের ন্যায়, রণস্থলে মাতঙ্গের ন্যায়, এবং

স্বরাজ্যে রাজার ন্যায় গগনতলে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন। প্রদোষশ্রী প্রাদুর্ভূত হইল ; রমণীগণের প্রণয়কোপ দূর হইয়া গেল, এবং রাক্ষসেরা অবৈধ হিংসা দ্বারা মাংসাহারে প্রবৃত্ত হইল। চতুর্দ্দিকে সুমধুর বীণারব ; কামিনীরা প্রিয়তমকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক শয়ন করিয়াছে, এবং রজনীচর হিংস্র জন্তুগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে।

এদিকে মহাবীর হনূমান গমনকালে দেখিলেন, কোন স্থানে পানগোষ্ঠীর কোলাহল হইতেছে, কোথাও বিবিধ যান, অশ্ব ও স্বর্ণাসন এবং কোথাও বা বীরদর্প। কোন স্থানে পরস্পর পরস্পরকে তিরস্কার করিতেছে। কোন বীর বাহ্বাস্ফোটনে ব্যস্ত, এবং কেহ বা অনবরত বক্ষ আস্ফালন করিতেছে। কোন নায়ক প্রেয়সীর কোমল অঙ্গে করন্যাস, এবং কেহ বা বেশবিন্যাস করিতেছে। কেহ অঙ্গরাগ রচনায় উন্মত্ত ; কেহ রুচির মুখে নিরবচ্ছিন্ন হাস্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কেহ শরাসন আকর্ষণে নিযুক্ত, এবং কেহ বা ক্রোধভরে হ্রদমধ্যস্থ হস্তীর ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছে। কোন স্থানে বৃহদাকার মাতঙ্গের গর্জন ; কোথাও বা সাধুসকল একত্র উপবিষ্ট আছেন। হনূমান এই সকল দর্শন করিয়া, যার পর নাই পরিতুষ্ট হইলেন। তিনি দেখিলেন, নিশাচরগণ বিচক্ষণ মধুরভাষী ও আস্তিক। উহাদিগের নাম সুমধুর ও সুশ্রাব্য ; উহারা জগতের প্রধান ; ইহা-

দের প্রত্যেকেই বিভিন্ন প্রকার বেশবিন্যাস করিয়াছে এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ যদিও বিরূপ, কিন্তু বেশসৌষ্ঠবে সুরূপবৎ শোভা পাইতেছে। উহারা গুণবান এবং গুণানুরূপ কার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। উহাদিগের পরিণীত পত্নী সকল শুদ্ধস্বভাব মহানুভাব পানাসক্ত ও প্রিয়ানুরক্ত। ঐ সমস্ত স্ত্রী উৎকৃষ্ট বসন ভূষণে নিরন্তর সজ্জিত হইয়া, স্বসৌন্দর্য্যে তারকার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। তাহারা একান্ত লজ্জাশীল, তন্মধ্যে কেহ হর্ম্ম্যতলে এবং কেহ বা প্রিয়তমের অঙ্কদেশে মনের উল্লাসে উপবিষ্ট আছে। উহারা ভর্ত্তার মনোনীত ও ভর্ত্তৃসেবায় নিযুক্ত। উহাদের মধ্যে কেহ উত্তরীয়শূন্য, কেহ স্বর্ণবর্ণ এবং কাহারও বা কান্তি শশাঙ্কের ন্যায় উজ্জ্বল। কেহ প্রিয়বিরহে উৎকণ্ঠিত, কেহ প্রিয়সমাগমে পুলকিত আছে। সকলের মুখকমল চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, এবং সকলেরই পক্ষ্মশোভী নেত্র কিছু বক্র। ঐ সমস্ত রমণী পুষ্পমাল্যে সুশোভিত আছে। উহাদিগের ভূষণজ্যোতি বিদ্যুতের ন্যায় জ্বলিতেছে। মহাবীর হনুমান উহাদিগকে দেখিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু তন্মধ্যে কুসুমিত সুজাত লতার ন্যায় সুশোভন সীতার সন্দর্শন পাইলেন না। সীতা ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজকুলে বিধাতার মন হইতে সৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি একান্ত পতিপরায়ণা; হৃদয়ে রামকে নিরন্তর চিন্তা করিতেছেন। তিনি সমস্ত রমণী

অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বিরহতাপ তাঁহাকে একান্তই ক্লিষ্ট করিয়াছে। তাঁহার বাক্য বাষ্পভরে গদ্গদ ; তিনি যে কণ্ঠে রুচির আভরণ ধারণ করিতেন, এখন তাহা শূন্য রহিয়াছে। সেই রামমনোহারিণী কামিনী বনবিহারিণী ময়ূরীর ন্যায় কলকণ্ঠে আলাপ করিয়া থাকেন। তিনি অস্ফুট চন্দ্রলেখার ন্যায়, ধূলিধূসরিত কনকরেখার ন্যায়, ক্ষতোৎপন্ন শরচিহ্নের ন্যায় এবং বায়ুভরে ভগ্ন স্বর্ণযষ্টির ন্যায় সুদৃশ্য। হনুমান তাঁহাকে না দেখিয়া আপনাকে অকর্ম্মণ্য বোধে যার পর নাই দুঃখিত হইলেন।

ষষ্ঠ সর্গঃ

অনন্তর তিনি সপ্ততল প্রাসাদে ত্বরিতপদে [illegible] করিতে অদূরে রাবণের আলয় দেখিতে পাইলেন। [illegible] রক্তবর্ণ উজ্জ্বল প্রাকারে বেষ্টিত; মৃগরাজ সিংহ যেমন মহা[illegible] করিয়াথাকে, সেই রূপ ভীমরূপ রাক্ষসেরা [illegible] নিরন্তর রক্ষা করিতেছে। উহার স্থানে [illegible] কনকচিত্রিত বিচিত্র তোরণ এবং সুবিস্তীর্ণ [illegible] গজা-রোহী মহামাত্র, শ্রমসুপটু বীর এবং দুর্নিবার অশ্ব দৃষ্ট হইতেছে। রথ সকল দ্বিরদদন্ত স্বর্ণ ও রজতের প্রতিকৃতি দ্বারা শোভিত হইয়া, ঘর্ঘর রবে ভ্রমণ করিতেছে। ঐ গৃহ বহুরত্নপূর্ণ এবং উৎকৃষ্ট আসনে সুসজ্জিত। তথায় মহারথগণ বাস করিতেছেন। উহার সর্ব্বত্র দৃশ্য পদার্থ অতি সুন্দর; মৃগ-পক্ষিরা অনবরত কলরব করিতেছে; প্রান্তদেশে বিনীত অন্তপালগণ দণ্ডায়মান; সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনীরা নিরন্তর আমোদ প্রমোদ করিতেছে। উহাদের ভূষণরবে সমস্ত গৃহ মুখরিত। তথায় রাজব্যবহার্য্য উপকরণ সমুদায় সঞ্চিত

আছে। স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট চন্দনের সৌরভ; মহারণ্যে সিংহ যেমন অবস্থান করে, তদ্রূপ মহাজনেরা তন্মধ্যে বাস করিতেছেন। উহার কোথাও শঙ্খনিনাদ, কোথাও ভেরীরব, এবং কোথাও বা মৃদঙ্গধ্বনি। ঐ স্থানে নিশাচরগণ প্রতিপর্ব্বে যজ্ঞার্থ সোমরস প্রস্তুত করিতেছে, এবং দেবতারা প্রতিনিয়ত পূজিত হইতেছেন। ঐ গৃহ সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, এবং সমুদ্রবৎ ঘোররবে নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে। উহা নানারূপ পরিচ্ছদ এবং নানারূপ রত্নে পরিপূর্ণ; মহাবীর হনুমান ঐ দিব্য নিকেতন নিরীক্ষণ পূর্ব্বক উহাকে লঙ্কার অলঙ্কার মনে করিলেন।

অনন্তর তিনি উহার প্রাকারে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, গৃহের পর গৃহ ও উদ্যান সকল অশঙ্কিত মনে দর্শন করিতে লাগিলেন এবং নিশাচর প্রহস্তের আলয়ে মহাবেগে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তথা হইতে মহাপার্শ্বের গৃহে উপস্থিত হইলেন। পরে মহাবীর কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, মহোদর, বিরূপাক্ষ, বিদ্যুজ্জিহ্ব, বিদ্যুন্মালী, বজ্রদংষ্ট্র, শুক, সারণ, ইন্দ্রজিত, জম্বুমালী, সুমালী, রশ্মিকেতু, সূর্য্যশত্রু, বজ্রকায়, ধূম্রাক্ষ, সম্পাতি, বিদ্যুদ্রূপ, ভীম, ঘন, বিঘন, শুকনাভ, চক্র, শঠ, কপট, হ্রস্বকর্ণ, দংষ্ট্র, লোমশ, যুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, ধ্বজগ্রীব, সাদি, দ্বিজিহ্ব, হস্তিমুখ, করাল, বিশাল, ও রক্তাক্ষ প্রভৃতি বীরগণের গৃহে অনুক্রমে গমন

করিলেন। ঐ সমস্ত নিশাচর অতিশয় ধনবান্, হনূমান পর্য্যটন প্রসঙ্গে উহাদিগের ঐশ্বর্য্য দেখিতে লাগিলেন। অদূরে রাক্ষসরাজ রাবণের আলয়; তিনি অন্যান্য সকলের গৃহ অতিক্রম করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, অনেকানেক বিকৃতনয়না রাক্ষসী এবং মহাকায় রাক্ষস শূল, মুদ্গর, শক্তি, ও তোমর ধারণ পূর্ব্বক পর্য্যায়ক্রমে রাবণের শয়নস্থান রক্ষা করিতেছে। উহার কোথাও বিচিত্রবর্ণ বায়ুবেগগামী অশ্ব এবং কোথাও বা সুদৃশ্য ও সৎকুলজাত হস্তী। ঐ সকল দুর্দ্দান্ত হস্তীর গণ্ডযুগল হইতে নিরবচ্ছিন্ন মদধারা প্রবাহিত হওয়াতে, উহারা বর্ষণশীল মেঘ ও উৎসশোভী পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। উহাদের বিক্রম ঐরাবতের অনুরূপ; উহারা মেঘগম্ভীর রবে গর্জন পূর্ব্বক শত্রুসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন এবং প্রতিপক্ষ মাতঙ্গকে পরাস্ত করিয়া থাকে।

ঐ সুরম্য নিকেতনের কোথাও সেনা সুসজ্জিত; কোথাও স্বর্ণজালজড়িত তরুণসূর্য্যকান্তি নানারূপ শিবিকা; কোথাও বিচিত্র লতাগৃহ, কোথাও ক্রীড়াগৃহ, কোথাও রতিগৃহ, এবং কোথাও বা দিনবিহারগৃহ। উহার এক স্থানে চিত্রশালা, অন্যত্র দারুনির্ম্মিত ক্রীড়াপর্ব্বত শোভা পাইতেছে। ঐ সুন্দর গৃহ অচলরাজ মন্দরবৎ দৃশ্যমান। উহার স্থানে স্থানে ময়ূরের বাসযষ্টি ও ধ্বজদণ্ড উচ্ছ্রিত আছে; কোথাও অনন্ত রত্ন ও

নিধি সঞ্চিত রহিয়াছে। ধীর পুরুষেরা নিধিরক্ষার্থ মহিষাদি বলি প্রদান করিতেছে। ঐ দিব্য নিকেতন সুসমৃদ্ধ বলিয়া যক্ষেশ্বর কুবেরের গৃহবৎ অনুমান হইয়া থাকে। উহা রত্নের কিরণচ্ছটা এবং রাবণের তেজে যেন সূর্য্যপ্রভা বিস্তার করিতেছে। ঐ গৃহে ভোজন পাত্র মণিময় এবং পর্য্যঙ্ক ও আসন স্বর্ণময়। উহা মদজলে নিরন্তর পঙ্কিল হইয়া আছে; কামিনীগণের কাঞ্চীরব, নূপুরধ্বনি এবং মৃদঙ্গের মধুর নিনাদে সততই ধ্বনিত হইতেছে। উহার প্রাসাদ সকল ঘনসন্নিবেশে শোভিত, এবং কক্ষ্যা সকল সুবিস্তীর্ণ।

সপ্তম সর্গ।

হনুমান দেখিলেন, রাবণের গৃহ মরকতখচিত স্বর্ণময় গবাক্ষে বিদ্যুৎমণ্ডিত বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহা প্রশস্ত শস্ত্র ও অস্ত্রে পরিপূর্ণ; উহার উপরিভাগে একটী বিস্তীর্ণ মনোহর শিরোগৃহ নিরীক্ষিত হইতেছে। ঐ সর্ব্বদোষশূন্য সুসমৃদ্ধ নিকেতন সুরাসুরেরও প্রশংসনীয়; রাক্ষসরাজ রাবণ স্বীয় বলবীর্য্যে ইহা অধিকার করিয়াছেন। পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গৃহ আর নাই। ইহা বহুপ্রযত্নে নির্ম্মিত, যেন দানবশিল্পী ময় মায়াবলে প্রস্তুত করিয়াছেন। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর একটী গৃহ আছে; তাহার আর উপমা নাই। ঐ গৃহ বিস্তীর্ণ মেঘাকার, গগণচারী হংসবাহন সুরচিত বিমানের ন্যায় সুদর্শন; দেখিলে বোধ হয় যেন, ভূতলে স্বর্গ অবতীর্ণ হইয়াছে। উহা রত্নখচিত শ্রীসৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল এবং রাজপ্রভাবের অনুরূপ। ঐ স্থানে নানারূপ বৃক্ষ পুষ্পস্তবকে শোভিত আছে; ঐ সমস্ত পুষ্পের পরাগ বায়ুভরে সর্ব্বত্র উড্ডীন হইতেছে। তথায় মেঘমধ্যে সৌদামিনীর ন্যায় কামিনী সকল বিরাজমান,

এবং রাবণের পুষ্পক রথও শোভমান আছে। ঐ রথ ধাতু-চিত্রিত শৈলশিখরের ন্যায়, নক্ষত্রখচিত নভোমণ্ডলের ন্যায়, এবং নানারাগলাঞ্ছিত মেঘের ন্যায় সুদৃশ্য। উহার শূন্য স্থান স্বর্ণপর্ব্বতে পূর্ণ, পর্ব্বত বৃক্ষে সমাকীর্ণ, বৃক্ষ পুষ্পে অলঙ্কৃত, এবং পুষ্পও দল ও কেসরে শোভিত আছে। ঐ রথে শ্বেতকান্তি গৃহ, প্রফুল্লসরোজ সরোবর, এবং বিচিত্র বন দৃষ্ট হইতেছে। উহা অন্যান্য বিমান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; উহাতে রত্নময় বিহঙ্গ, স্বর্ণময় ভুজঙ্গ, এবং জীবিতবৎ তুরঙ্গ শোভা পাইতেছে। বিহঙ্গের পক্ষ ঈষৎ সঙ্কুচিত ও বক্র, উহাতে রত্নময় পুষ্প খোদিত রহিয়াছে। হস্তী সকল যেন ব্যস্ত সমস্ত ; উহাদের দেহে পদ্মপরাগ এবং শুণ্ডে পদ্মপত্র। কোথাও বা পদ্মের উপর দেবী কমলা পদ্মহস্তে বিরাজ করিতেছেন।

রাক্ষসরাজ রাবণের গৃহ এইরূপ নানারূপ উপকরণে সজ্জিত ; উহা গুহাশোভিত গিরি ও বসন্তকালীন চারুকোটর তরুর ন্যায় একান্ত রমণীয় ; মহাবীর হনুমান ঐ গৃহ দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তিনি তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু পূজ্যস্বভাব বিনীত নীতিনিষ্ঠ রামের গুণানুরাগিণী দুঃখিনী জানকীরে না দেখিয়া অত্যন্তই কাতর হইলেন।

অষ্টম সর্গ।

অনন্তর ধীমান হনূমান ঐ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া, বারংবার পুষ্পক রথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। উহা মণিরত্নখচিত স্বর্ণ-গবাক্ষশোভিত এবং রমণীয় প্রতিমূর্ত্তিতে সুসজ্জিত; দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা আপনার সমস্ত সৃষ্টিমধ্যে ইহাকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ঐ রথ ব্যোমমার্গে উত্থিত হইয়া, সূর্য্যের গমনাগমন পথপর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াথাকে। উহার সমস্ত অংশ প্রযত্ননির্ম্মিত এবং সমস্তই মহামূল্য। উহার মধ্যে যেরূপ রচনা-নৈপুণ্য আছে, দেববিমানেও তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। উহার প্রত্যেক উপকরণ সবিশেষ গুণসম্পন্ন। রাক্ষসরাজ রাবণ তপোলব্ধ বীর্য্যপ্রভাবে ঐ পুষ্পক অধিকার করিয়াছিলেন। উহা আরোহীর ইচ্ছানুরূপ স্থানে অপ্রতিহতগমনে বিচরণ করিয়া থাকে। ঐ রথের নির্ম্মাণপ্রণালী নিতান্ত বিস্ময়কর; উহা নানা-স্থানসঞ্চিত নানারূপ উৎকৃষ্ট পদার্থে রচিত হইয়াছে। পুষ্পক বায়ুবেগগামী এবং অকৃতপুণ্যের একান্ত দুর্লভ; যাহারা সুসমৃদ্ধ যশস্বী ও সুখী, উহা কেবল তাঁহাদিগকেই বহন করিয়া থাকে।

উহা গতিবিশেষ অবলম্বন পূর্ব্বক আকাশের স্থানবিশেষে গমন করিতে পারে। উহাতে নানারূপ বিচিত্র পদার্থের সমবায় দৃষ্ট হয়। উহা বহুসংখ্য গৃহে পূর্ণ এবং গিরিশিখরের ন্যায় উচ্চ। কুণ্ডলশোভিত গগনচারী ভোজনপটু রাত্রিচর ভূতগণ বিঘূর্ণিত ও নির্নিমেষ লোচনে উহাকে বহন করিয়া থাকে। উহা বসন্তের পুষ্পবৎ চারুদর্শন এবং বসন্তশ্রী অপেক্ষাও সুন্দর।

নবম সর্গ।

অনন্তর হনুমান ঐ জনসাধারণ গৃহের মধ্যে আর একটী গৃহ দেখিতে পাইলেন। তথায় রাক্ষসরাজ রাবণ বাস করিয়া আছেন! ঐ গৃহ বহুসংখ্য প্রাসাদে বিভক্ত, অর্দ্ধযোজন বিস্তীর্ণ, ও এক যোজন দীর্ঘ। হনুমান আকর্ণলোচনা সীতার অন্বেষণ-প্রসঙ্গে উহার মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, রাবণের বাসগৃহ একান্ত প্রশস্ত; উহার স্থানে স্থানে ত্রিদন্তধারী চতুর্দন্তমণ্ডিত মাতঙ্গেরা শোভমান; রক্ষকগণ অস্ত্র শস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক উহার সর্ব্বত্র নিরন্তর রক্ষা করিতেছে। কোন স্থানে রাবণের রাক্ষসী পত্নী এবং বীর্য্যসমাহৃত রাজকন্যাগণ বিরাজমান। ঐ গৃহকে দেখিলে যেন, তরঙ্গসঙ্কুল নক্রকুম্ভীর-ভীষণ তিমিঙ্গিলপূর্ণ মহাসাগরের ন্যায় নিতান্ত গম্ভীর বোধ হইয়া থাকে। যক্ষরাজ কুবেরের যে শোভা, চন্দ্রের যে শোভা, উহার মধ্যে তাহাই স্থিরভাবে নিয়তকাল প্রতিষ্ঠিত আছে। কুবের, যম, ও বরুণের যেরূপ সমৃদ্ধি, রাবণের তদ্রূপ, বা তদপেক্ষাও অধিক হইবে। তাঁহার হর্ম্মের মধ্যস্থলে পুষ্পক

রথ; পুষ্পকের নির্ম্মাণবৈচিত্র দেখিলে বিস্ময় জন্মে। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা সুরলোকে ব্রহ্মার নিমিত্ত ঐ দিব্য রথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহা বহুরত্নখচিত; যক্ষাধিপতি কুবের তপোবলে প্রজাপতি ব্রহ্মা হইতে উহা লাভ করেন। পরে রাক্ষসরাজ রাবণ স্বীয় বলবীর্য্যে কুবেরকে পরাস্ত করিয়া উহা হস্তগত করিয়াছেন। ঐ দিব্য রথের স্তম্ভ সকল স্বর্ণময় ও সুরচিত, তদুপরি ব্যাঘ্রের প্রতিকৃতি খোদিত রহিয়াছে। রথ শ্রীসৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল; গগনস্পর্শী কূটাগার ও বিহারগৃহে শোভা পাইতেছে। উহা স্বর্ণময় সোপান, স্ফটিকময় গবাক্ষ এবং ইন্দ্রনীলময় বেদিসমূহে অলঙ্কৃত; মহামূল্য পদ্মরাগ এবং নিরূপম মুক্তাস্তবকে খচিত আছে। উহার কুট্টিম সকল সুদৃশ্য; এবং স্থানে স্থানে পবিত্রগন্ধী রক্তচন্দন অরুণরাগ বিস্তার করিতেছে।

তখন মহাবীর হনুমান ঐ তরুণসূর্য্যপ্রকাশ পুষ্পক রথে আরোহণ করিলেন, এবং উহাতে উপবেশন পূর্ব্বক অন্নপানসম্ভূত সর্ব্বব্যাপী দিব্য গন্ধ আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বায়ু স্বয়ংই যেন ঐ গন্ধসম্পর্কে গন্ধবৎ পদার্থের স্বারূপ্য লাভ করিয়াছেন। হনুমানের সর্ব্বাঙ্গ সেই বায়ুসংসর্গে সুগন্ধি, তখন বন্ধু যেমন বন্ধুকে সেইরূপ তিনি তাঁহাকে আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন, এবং কেবল ঐ গন্ধ দ্বারাই রাক্ষসরাজ রাবণের গৃহ অনুমান করিয়া লইলেন।

অনন্তর তিনি পুষ্পক রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক রাবণের শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। ঐ গৃহ একান্ত রমণীয়; উহার সোপান মণিময়, গবাক্ষ স্বর্ণময়, এবং কুট্টিম স্ফটিকময়; স্থানে স্থানে হস্তিদন্তনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি সকল শোভা পাইতেছে। চতুর্দ্দিকে রত্নরচিত সরল ও সুদীর্ঘ স্তম্ভ; দেখিলে বোধ হয়, যেন, ঐ দিব্য নিকেতন পক্ষসংযোগে গগনে উড্ডীন হইতেছে। উহার কুট্টিমতলে চতুষ্কোণ সুবিস্তীর্ণ চিত্র আস্তরণ; স্থানে স্থানে বিহঙ্গেরা হর্ষভরে কলরব করিতেছে। উহা হংসধবল ও অগুরুধূপে ধূম্রবর্ণ। উহা পত্র ও পুষ্পে সুসজ্জিত বলিয়া বশিষ্ঠধেনু শবলার ন্যায় নানাবর্ণে রঞ্জিত আছে। ঐ গৃহে দৃষ্টিপাতমাত্র সকলেই উল্লসিত হয়। উহার প্রভায় লোকের কান্তি পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। তৎকালে উহা জননীর ন্যায় রূপ, রস প্রভৃতি পঞ্চ পদার্থ দ্বারা হনুমানের চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। তিনি ঐ দিব্য গৃহ দর্শনে মনে করিলেন, ইহা কি ভোগভূমি স্বর্গ, না বরুণাদি লোক, ইন্দ্রপুরী অমরাবতী না কোন গন্ধর্ব্বের মায়া? দেখিলেন, স্বর্ণস্তম্ভোপরি দীপশিখা মহাধূর্ত্তের কপটে পাশক্রীড়ায় পরাজিত ধূর্ত্তের ন্যায় ধ্যান করিতেছে। তৎকালে দীপালোক, রাবণের তেজ ও ভূষণজ্যোতিতে সমস্ত গৃহ যার পর নাই উজ্জ্বল রহিয়াছে।

তথায় বহুসংখ্য সুরূপা রমণী নানাবিধ বসন ভূষণ ও উৎকৃষ্ট মাল্যে সুসজ্জিত হইয়া, চিত্র আস্তরণে শয়ন করিয়া আছে। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত; উহারা ক্রীড়াকৌতুকে বিরত হইয়া, পানভরে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। উহাদের ভূষণশব্দ আর শ্রুতিগোচর হয় না, সুতরাং সমস্ত গৃহ ভৃঙ্গ-রবশূন্য পদ্মবনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহাদের নেত্র মুদ্রিত, মুখে পদ্মগন্ধ; ঐ সকল মুখশ্রী দিবসে বিকসিত এবং রাত্রিকালে মুকুলিত পদ্মের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। তদ্দৃষ্টে হনুমান এইরূপ অনুমান করিলেন, বুঝি, মদমত্ত ভ্রমরেরা এই সমস্ত মুখ পদ্মবোধে নিয়তই প্রার্থনা করিয়া থাকে। ফলত তৎকালে তিনি গুণগৌরবে উহাদের মুখ পদ্মেরই অনুরূপ বোধ করিতে লাগিলেন।

রাবণের শয়নগৃহ ঐ সকল রমণীতে পূর্ণ; সুতরাং উহা নক্ষত্র-খচিত শারদীয় নির্ম্মল নভোমণ্ডলের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারীসমূহে সততই পরিবৃত; তিনি তারকাবেষ্টিত শ্রীমান শশাঙ্কের ন্যায় বিরাজিত আছেন। তখন হনুমান রাজপত্নীগণকে দেখিয়া মনে করিলেন, পুণ্য-ক্ষয় হইলে যে সকল তারকা গগনতল হইতে স্খলিত হয়, তাহারাই বুঝি এস্থলে মিলিত হইয়াছে। ফলত উহাদিগের রূপ লাবণ্য ও উজ্জ্বলতা তারকারই অনুরূপ। পানপ্রমোদে

উহাদের কেশপাশ আলুলিত ও অলঙ্কার শ্লথ হইয়াছে। সকলেই ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন ; কাহারও তিলক বিলুপ্ত, কাহারও নূপুর চরণচ্যুত, কাহারও হার পার্শ্বলম্বিত, কাহারও মুক্তাদাম ছিন্ন, কাহারও বসন স্খলিত, এবং কাহারও বা কাঞ্চীগুণ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। উহারা আসবরসে অলস হইয়া, ভারবহনক্লান্ত বড়বার ন্যায় শয়ান। কোন রমণীর কর্ণে কুণ্ডল নাই এবং কাহারও বা মাল্য ছিন্ন ও মর্দিত হইয়াছে। সকলেই অরণ্যে মাতঙ্গদলিত পুষ্পিত লতার ন্যায় প্রিয়দর্শন। কাহারও জ্যোৎস্নাধবল মুক্তাহার স্তনযুগলের মধ্যে স্তূপাকার হইয়া নিদ্রিত হংসের ন্যায়, কাহারও নীলকান্তহার জলকাকের ন্যায়, এবং কাহারও বা স্বর্ণহার চক্রবাকের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। উহারা নদীবৎ শোভিত ; উহাদিগের জঘনস্থান পুলিন, কিঙ্কিণীজাল তরঙ্গ, মুখ কনকপদ্ম, এবং বিলাসই নক্রকুম্ভীররূপে অনুমিত হইতেছে। কামিনীগণের মধ্যে কাহারও সুকুমার অঙ্গে এবং কাহারও বা স্তনমণ্ডলে বিহারচিহ্ন ভূষণের ন্যায় শোভিত। কাহারও অঞ্চল মুখমারুতে চঞ্চল হইয়া বারংবার মুখেরই উপর পড়িতেছে ; দেখিলে বোধ হয়, যেন মুখমূলে স্বর্ণসূত্ররচিত নানাবর্ণের পতাকা উড্ডীন হইতেছে। কোন রমণীর কুণ্ডল শ্বাসপবনে মৃদু মন্দ আন্দোলিত ; তৎকালে ঐ মধুগন্ধী স্বভাবসুরভি সুখকর নিশ্বাসবায়ু রাবণকে

সেবা করিতেছে। কেহ নিদ্রাবেশে রাবণবোধ করিয়া পুনঃপুন স্বপত্নীর মুখ আঘ্রাণ করিতেছে। উহাদের মধ্যে সকলেই রাবণের প্রতি একান্ত অনুরক্ত, এবং সকলেই পানসম্পর্কে হতজ্ঞান; সুতরাং ঐ স্বপত্নীও আবার উহাকে রাবণবোধে চুম্বন করিতেছে। কেহ বলয়মণ্ডিত ভুজলতা এবং রমণীয় বসন উপধান করিয়া শয়ান; এক জন অন্যের বক্ষঃস্থলে মস্তক রাখিয়াছে; আর এক জনও আবার উহার বাহুমূলে আশ্রয় লইয়াছে; এক জন অন্যের ক্রোড়ে নিপতিত, আর এক জনও আবার উহার স্তনমণ্ডলের উপর নিদ্রিত। এইরূপে সকলে পরস্পর পরস্পরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আশ্রয় পূর্ব্বক ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দেহ সংস্পর্শে সুখী। উহারা ভুজসূত্রে পরস্পর গ্রথিত হইয়া, মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। তদ্দর্শনে বোধ হইল, যেন, লতা সকল বসন্তের প্রাদুর্ভাবে কুসুমিত, বায়ুভরে পরস্পর মালাকারে গ্রথিত, বৃক্ষের স্কন্ধে সংসক্ত এবং ভৃঙ্গসঙ্কুল হইয়া শোভিত আছে। তৎকালে কামিনীগণ পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া শয়ান, উহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও বসন ভূষণের আর কিছুমাত্র প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে না। রাবণ নিদ্রিত, সুতরাং প্রজ্জ্বলিত স্বর্ণ-প্রদীপ নির্নিমেষলোচনে নির্ভয়েই যেন ঐ সমস্ত রমণীকে দেখিতেছে। রাজর্ষি, ব্রাহ্মণ, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসের কন্যা সকল

উহারা তদীয় শ্রীসৌন্দর্য্যের একান্ত পক্ষপাতিনী হইয়া, স্মরাবেশে স্বয়ংই উপস্থিত হইয়াছে। উহাদিগের মধ্যে এক জানকী ব্যতীত কেহই অন্য পুরুষে অনুরাগিণী নহে। ঐ সকল রাজপত্নী সৎকুলোৎপন্ন ও রূপসম্পন্ন। উহারা রূপগুণে রাবণের একান্ত মনোহারিণী হইয়া আছে। তখন হনূমান এইরূপ অনুমান করিলেন, যদি রামের সহধর্ম্মিণী এই সমস্ত রাজপত্নীর ন্যায় রাজভোগ্যা হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে রাবণের পক্ষে একপ্রকার শ্রেয় ছিল ; কিন্তু তিনি একান্ত পতিপরায়ণা, রাবণ মায়ারূপ ধারণ পূর্ব্বক, তাঁহাকে অতি ক্লেশেই হরণ করিয়াছে।

দশম সর্গ।

পরে হনুমান শয়নগৃহের ইতস্তত দৃষ্টি প্রসারণ পূর্ব্বক, এক স্ফটিকনির্ম্মিত বেদি নিরীক্ষণ করিলেন। উহা রত্নখচিত ও একান্ত রমণীয়, ভূলোকে উহার উপমা বিরল। ঐ বেদির উপর নীলকান্তময় পর্য্যঙ্ক বিন্যস্ত রহিয়াছে। পর্য্যঙ্কের পদ সকল হস্তিদন্তরচিত ও স্বর্ণমণ্ডিত, সর্ব্বোপরি মহামূল্য আস্তরণ অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে। পর্য্যঙ্ক একান্ত উজ্জ্বল ও অশোক মাল্যে অলঙ্কৃত; উহার একদেশে একটী শশাঙ্কসদৃশ শ্বেত ছত্র আছে; সর্ব্বত্র যন্ত্রনির্ম্মিত পুত্তলিকা চামর বীজন করিতেছে; উহা বিবিধ গন্ধদ্রব্যে সুরভিত এবং অগুরুধূপে সুবাসিত; উহাতে একান্ত মৃদুল ঊর্ণায়ুচর্ম্ম আস্তীর্ণ রহিয়াছে।

ঐ পর্য্যঙ্কে রাক্ষসরাজ রাবণ নিদ্রিত আছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সুগন্ধি রক্তচন্দনে চর্চ্চিত, বর্ণ ঘন মেঘের ন্যায় নীল, নেত্রযুগল আরক্ত, কর্ণে উজ্জ্বল কুণ্ডল, পরিধান স্বর্ণখচিত বস্ত্র, এবং অঙ্গে নানারূপ উৎকৃষ্ট অলঙ্কার। তিনি সন্ধ্যারাগরঞ্জিত বিদ্যুদ্গণজড়িত জলদের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন, তরুলতাসঙ্কুল মন্দরগিরি ধরাপৃষ্ঠে

পতিত আছে। তিনি কামরূপী ও সুরূপ; পানপ্রমোদে বিরত হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন, এবং মাতঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন।

তখন হনুমান লঙ্কাধিপতি রাবণকে দর্শন করিয়া, ভীতবৎ শঙ্কিতমনে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলেন। পরে সোপানপর্ব্বে ক্রমশঃ আরোহণ পূর্ব্বক, বারংবার ঐ মদবিহ্বল মহাবীরকে দেখিতে লাগিলেন। মহাপ্রতাপ রাবণ নির্ঝরজলে গন্ধগজবৎ শয়নতলে নিপতিত; তাঁহার ভুজযুগল ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় প্রসারিত আছে। উহা কেয়ূরমণ্ডিত স্থূল ও দৃঢ়; দেখিতে অর্গলতুল্য ও করিশুণ্ডাকার। ঐ ভুজদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ শোভন নখে ও অঙ্গুরীয়কে সুশোভিত; উহা পঞ্চশীর্ষ উরগের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। উহা করিবর ঐরাবতের দন্তপ্রহারব্রণে অঙ্কিত, বজ্রাস্ত্রে খণ্ডিত এবং বিষ্ণুচক্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। উহা সুশীতল সুগন্ধি রক্তচন্দনে চর্চ্চিত; ঐ হস্ত রণস্থলে সুরাসুরকেও নিবারণ করিয়া থাকে। উহা মন্দরপার্শ্বস্থ রোষদৃপ্ত ভুজগের ন্যায় ভীষণ। পর্ব্বতপ্রমাণ রাবণ ঐ দুই গিরিশৃঙ্গবৎ হস্তে একান্ত শোভিত আছেন। তাঁহার মুখ হইতে পুন্নাগসুরভি বকুলসুবাস মদগন্ধবাহী নিশ্বাসবায়ু, সমস্ত গৃহ পূর্ণ করিয়াই যেন নির্গত হইতেছিল। তাঁহার মুখ কুণ্ডলশোভিত, মস্তকে মণিমুক্তাখচিত ঈষৎস্খলিত স্বর্ণকিরীট, বিশাল বক্ষে রক্তচন্দনলিপ্ত মণিহার, এবং পরিধান

পীতবর্ণ পট্টবাস। তৎকালে উহাঁকে দেখিলে বোধ হয়, যেন, জাহ্নবীগর্ভে একটী মাতঙ্গ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছে।

ঐ সময় শয্যাগৃহের চতুর্দ্দিকে চারিটি স্বর্ণপ্রদীপ দীপ্যমান; তদ্দ্বারা বিদ্যুদ্গুণে জলদের ন্যায় রাবণের কৃষ্ণ কলেবর সুস্পষ্ট নিরীক্ষিত হইতেছিল। পত্নীগণ উহাঁর পদতলে নিপতিত; উহাদিগের মুখশ্রী শশাঙ্কসুন্দর, কর্ণে নীলকান্তখচিত স্বর্ণকুণ্ডল, হস্তে হীরকশোভিত কেয়ূর, এবং গলে অম্লান মাল্য। উহাদিগের মুখশ্রীতে পর্য্যঙ্ক তারকাকীর্ণ গগনের ন্যায় শোভিত আছে। উহারা নৃত্যগীতে অতিশয় পটু; ক্রীড়াকৌতুকে পরিশ্রান্ত হইয়া প্রসুপ্ত রহিয়াছে। উহাদিগের মধ্যে কেহ নৃত্যকালে সুললিত অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন পূর্ব্বক ক্লান্ত; কেহ বীণা আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে; তদ্দৃষ্টে বোধ হয়, যেন স্রোতোবিহারিণী নলিনী যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত একটী পোতের আশ্রয় লইয়াছে। কেহ মড্ডুক বাদ্য কক্ষে লইয়া, বালবৎসা জননীর ন্যায় শয়ান; কেহ মৃদঙ্গ, এবং কেহ বা পণব গ্রহণ পূর্ব্বক প্রসুপ্ত; কেহ সম্মুখে ও পৃষ্ঠে ডিণ্ডিম রাখিয়া, যেন, স্বামী ও পুত্রের সহিত নিদ্রিত আছে; কেহ আড়ম্বর লইয়া শয়িত; কেহ স্বীয় স্বর্ণকলশতুল্য কুচযুগল বাহুপাশে বেষ্টন, এবং কেহ বা অন্যকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক নিদ্রিত।

অনন্তর হনুমান ঐ সমস্ত কামিনীর মধ্যে রাবণের প্রিয়মহিষী

মন্দোদরীকে নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি এক স্বতন্ত্র শয্যায় শয়ান, মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কারে সুসজ্জিত, আপনার শ্রীসৌন্দর্য্যে যেন শয়নগৃহ শোভিত করিতেছেন। তাঁহার বর্ণ কনকগৌর, তিনি সমস্ত অন্তঃপুরের অধীশ্বরী। হনুমান ঐ মন্দোদরীকে দেখিয়া উহাঁর রূপ ও যৌবন প্রভাবে এইরূপ অনুমান করিলেন বুঝি ইনিই জানকী হইবেন।

তখন হনুমানের মুখ সহসা প্রফুল্ল হইল, এবং মনের হর্ষ উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় কপিপ্রকৃতি প্রদর্শন পূর্ব্বক কখন বাহ্বাস্ফোটন, কখন পুচ্ছচুম্বন, কখন ক্রীড়া, কখন গান, ও কখন বা স্তম্ভে আরোহণ করিতে লাগিলেন।

একাদশ সর্গ।

অনন্তর হনুমান কপিবুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থিরভাবে ভাবিলেন, জানকী রামের প্রতি একান্ত অনুরক্ত, তিনি যে এই বিরহদশায় পানাহার ও নিদ্রা প্রভৃতি ভোগসুখে আসক্ত হইবেন, এরূপ কখন বোধ হয় না; বেশবিন্যাস তাঁহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব; অন্য ব্যক্তিকে, অধিক কি, সুররাজ ইন্দ্রকেও যে তিনি প্রার্থনা করিবেন, ইহাও বিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হইতেছে না। রাম সর্ব্বপ্রধান, দেবগণের মধ্যেও কেহ তাঁহার তুল্যকক্ষ নাই। সুতরাং, এক্ষণে এই যে রমণীকে দেখিতেছি, ইনি বোধ হয়, অন্য কেহ হইতে পারেন।

মহাবীর হনুমান এইরূপ অনুমান করিয়া, পানভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তথায় কোন কামিনী পাশক্রীড়ায় শ্রান্ত হইয়া শয়ান, কেহ নৃত্য, কেহ গীতে ক্লান্ত, এবং কেহ বা অতিপানে বিহ্বল হইয়া পতিত আছে। উহাদিগের মধ্যে কেহ স্বপ্নাবেশে কাহারও রূপবর্ণনা করিতেছে; কেহ গীতার্থ সুসঙ্গতরূপ ব্যাখ্যা করিয়া দিতেছে; এবং কেহ বা দেশকাল সংক্রান্ত নানা বিষয় উল্লেখ করিতেছে। ঐ পানগৃহে

বিবিধরূপ আহার্য্য বস্তু প্রস্তুত; মৃগ, মহিষ, ও বরাহমাংস স্তূপাকারে সঞ্চিত আছে। প্রশস্ত স্বর্ণপাত্রে অভুক্ত ময়ূর ও কুক্কুটমাংস, দধিলবণসংস্কৃত বরাহ ও বাধ্রীনসমাংস, শূলপক্ক মৃগমাংস, নানারূপ কৃকল, ছাগ, অর্দ্ধভুক্ত শশক, এবং সুপক্ক একশল্য মৎস্য প্রচুর পরিমাণে আহৃত আছে। এক স্থানে বিবিধ লেহ্য ও পেয়, অন্যত্র লবণাম্লমিশ্রিত পূপ, এবং কোথাও বা নানারূপ ফলমূল দৃষ্ট হইতেছে। পানভূমি পুষ্পোপহারে সুরভিত এবং ঘনসংশ্লিষ্ট শয্যা ও আসনে সুসজ্জিত; তৎকালে উহা অগ্নিসংযোগ ব্যতীতও যেন প্রদীপ্ত হইতেছে। উহার কোথাও রাশীকৃত মাল্য, কোথাও স্বর্ণকলশ এবং কোথাও বা মণিময় ও স্ফাটিক পানপাত্র। ঐ সমস্ত পাত্রে সুরা পরিপূর্ণ আছে। সুরা শর্করা, মধু, পুষ্প, ও ফল হইতে উৎপন্ন, এবং চূর্ণ গন্ধদ্রব্য সমূহে সুবাসিত। তথায় কোন পাত্রের মদ্য অর্দ্ধাবশিষ্ট, কোন পাত্রের সমস্তই নিঃশেষে পীত, এবং কোনটী এককালে অস্পৃষ্ট আছে। তৎসমুদায় লোক ব্যবস্থাক্রমে প্রণালী পূর্ব্বক স্থাপিত। তথায় বহুসংখ্য শয্যা লোকশূন্য দৃষ্ট হইতেছে; কামিনীগণ পরস্পর পরস্পরের আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ, এক জন অন্যের বস্ত্র গ্রহণ ও তদ্দ্বারা আপনার সর্ব্বাঙ্গ আবরণ পূর্ব্বক নিদ্রিত আছে। বায়ু শীতল চন্দন, মধুর মদ্য, এবং বিবিধ প্রকার মাল্য ও ধূপের গন্ধ হরণ পূর্ব্বক প্রবাহিত হইতেছে। তৎকালে

হনুমান ঐ অন্তঃপুরের সমস্ত স্থান পর্য্যটন করিলেন, কিন্তু কোথাও জানকীরে পাইলেন না। তিনি রাবণের পত্নীগণকে দেখিয়া ধর্ম্ম-লোপভয়ে শঙ্কিত হইলেন। ভাবিলেন, নিদ্রাবস্থায় পরস্ত্রীদর্শন অবশ্যই আমার দোষাবহ হইবে। আমি জন্মাবচ্ছিন্নে কখন পর-নারী দেখি নাই ; বিশেষত আজ এই পরদারপরায়ণ রাবণকেও নিরীক্ষণ করিলাম, ইহাতে নিশ্চয়ই আমার পাপস্পর্শ হইবে। তিনি আরও ভাবিলেন, আমি এই স্থানে রাবণের পত্নীদিগকে অসঙ্কুচিত অবস্থায় দেখিলাম, কিন্তু ইহাতে আমার ত কিছুমাত্র চিত্তবিকার উপস্থিত হইল না। মনই পাপপুণ্যে ইন্দ্রিয়কে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে ; কিন্তু আমার মন অটল। আরও স্ত্রীজা-তির মধ্যে স্ত্রীকে অনুসন্ধান করা আবশ্যক, অনুদিষ্ট স্ত্রীলোককে কে কোথায় মৃগীর মধ্যে অন্বেষণ করিয়া থাকে। সুতরাং ইহাতে কদাচই আমার ধর্ম্মলোপ হইবে না। আমি পবিত্র মনে এ স্থানে প্রবেশ করিয়াছি। এক্ষণে এই অন্তঃপুরের সকল স্থানই দেখি লাম, কিন্তু কোথাও জানকীরে পাইলাম না।

হনুমান দেবকন্যা ও নাগকন্যা সকল অবলোকন করিলেন কিন্তু তাহাদের মধ্যে জানকীর উদ্দেশ পাইলেন না। পরি-শেষে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং অন্যত্র সীতার অন্বেষ-ণার্থ প্রস্থান করিলেন।

দ্বাদশ সর্গ।

অনন্তর হনুমান তৎকালে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি এই লঙ্কাপুরীর নানা স্থান অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও সেই চারুদর্শনা সীতাকে দেখিতে পাইলাম না। এক্ষণে বোধ হয়, সাধ্বী সীতা দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আপনার পাতিব্রত্য ধর্ম্ম রক্ষায় একান্ত যত্নবতী, হয়ত দুরাচার রাবণ তজ্জন্য ভগ্নমনোরথ হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছে। রাবণের পত্নীগণ দীর্ঘাঙ্গী, উহাদের দৃশ্য বিকট এবং আস্য বিশাল, হয়ত জানকী ঐ সমস্ত রাক্ষসী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ভয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। হা! এক্ষণে তাঁহার দর্শন পাইবার উপায়ান্তর নাই! আমার এই সমুদ্রলঙ্ঘনের শ্রম ব্যর্থ হইল, এবং অন্বেষণের নিরূপিত কালও অতিক্রান্ত হইয়া গেল; অতঃপর সেই উগ্রস্বভাব সুগ্রীবের নিকট গমন করা আমার পক্ষে নিতান্তই দুষ্কর হইতেছে। আমি এই অন্তঃপুরের সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিলাম, রাবণের পত্নীদিগকে দেখিলাম, কিন্তু কোথাও সেই পতিপ্রাণাকে পাইলাম না। আমার সমস্ত পরি-

শ্রম পণ্ড হইল। আমি সমুদ্র পার হইলে, বৃদ্ধ জাম্ববান ও অঙ্গদ প্রভৃতি বীরগণ আমায় কি বলিবেন! আমি জিজ্ঞাসিত হইয়াই বা উহাদিগের নিকট কি প্রত্যুত্তর করিব। এক্ষণে অন্বেষণের নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইয়াছে, অতএব প্রায়োপ-বেশনই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। অথবা নিজের দেহ নষ্ট করা সুসঙ্গত নহে। উৎসাহ শ্রীলাভের মূল, উৎসাহ অনির্ব্বচনীয় সুখ, উৎসাহ কার্য্যপ্রবর্ত্তক, এবং উৎসাহই কার্য্যসম্পাদক, সুতরাং উৎসাহ অবলম্বন করা আমার উচিত হইতেছে। আমি পানগৃহ, পুষ্পাগার, চিত্রশালা, ক্রীড়াভূমি, বিমান, ভূমধ্যস্থ গৃহ, চৈত্যস্থান, এবং উদ্যান ও প্রাসাদের মধ্যবর্ত্তী পথসকল অনুসন্ধান করিয়াছি, এক্ষণে যে সমস্ত স্থান দেখি নাই, তাহাই অন্বেষণ করা আমার আবশ্যক হইতেছে।

হনুমান এইরূপ অবধারণ পূর্ব্বক লঙ্কার ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কখন ঊর্দ্ধে উত্থিত, কখন বা নিপ-তিত হইতে লাগিলেন, কখন কোন স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন, কখন বা কএক পদ গমন করিলেন, কখন কোথাও দ্বাররোধ করিয়া দিলেন, কখন বা কোথাও দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। এইরূপে ঐ মহাবীর অন্তঃপুরের তিলার্দ্ধ ভূমিও দেখিতে অবশিষ্ট রাখিলেন না। চৈত্যবেদি, ভূবিবর ও সরোবর অনুসন্ধান করিলেন; বিকৃত বিরূপ নানারূপ রাক্ষসী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী

বিদ্যাধরী এবং পূর্ণচন্দ্রাননা নাগকন্যা অবলোকন করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি সেই পতিপ্রাণা সীতার দর্শন পাইলেন না। তখন তাঁহার মনে অত্যন্ত বিষাদ উপস্থিত হইল। তিনি বানরগণের উদ্যোগ ও সমুদ্রলঙ্ঘন বিফল দেখিয়া যার পর নাই চিন্তিত হইতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ।

অনন্তর হনূমান রাবণের অন্তঃপুর হইতে প্রাকারে আরোহণ পূর্ব্বক তড়িতের ন্যায় ঝটিতি কিয়দ্দূর গমন করিলেন। ভাবিলেন, আমি রামের শুভসংকল্পে এই লঙ্কার সকল স্থানই অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও জানকীর সন্দর্শন পাইলাম না। আমরা পৃথিবীর সরিৎ, সরোবর, ও দুর্গম পর্ব্বত সকল পর্য্যটন করিলাম, কিন্তু কোথাও সেই পতিপ্রাণাকে দেখিতে পাইলাম না। বিহগরাজ সম্পাতি কহিয়াছিলেন, এই লঙ্কাতেই জানকী আছেন, এ কথা কি মিথ্যা হইবে? রাবণ বল পূর্ব্বক সীতাকে আনিয়াছে: সীতা এখন ত সম্পূর্ণ পরাধীন, তথাচ যে রাবণের ভোগ্যা হইবেন, ইহা সম্ভাপর হইতেছে না। বোধ হয়, দুরাত্মা রাবণ জানকীরে অপহরণ পূর্ব্বক অপসরণকালে রামের সুতীক্ষ্ণ-শর-পাতে ভীত হইয়া মহাবেগে গগনপথে উত্থিত হইয়াছিল, সেই সময় সীতা পথিমধ্যে উহার করভ্রষ্ট হইয়া থাকিবেন। অথবা তিনি ব্যোমমার্গ হইতে মহাসাগর নিরীক্ষণ পূর্ব্বক স্ত্রীজনসুলভ ভয়েই বিনষ্ট হইয়াছেন; কিম্বা সেই সুকুমারী, রাবণের গমনবেগ ও বাহুপীড়নে ক্লান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ

করিয়াছেন। জানকী রাবণের রথে লুণ্ঠিত হইতেছিলেন, গতি-পথে বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র, বোধ হয়, তিনি রথ হইতে স্খলিত হইয়া ঐ গভীর জলে নিপতিত হইয়া থাকিবেন। না,— দুর্দ্দান্ত রাবণ নিতান্ত ক্ষুদ্রাশয়, সে ঐ অনাথাকে পাতিব্রত্য রক্ষায় যত্নবতী দেখিয়া, কুপিতমনে ভক্ষণ করিয়াছে। অথবা রাবণের পত্নীগণ অত্যন্ত দুষ্ট-স্বভাব, হয় ত তাহারাই সেই অসিতলোচনাকে গ্রাস করিয়া থাকিবে। হা! জানকী আর নাই, তিনি পদ্মপলাশ-লোচন রামের দুঃসহ বিরহ-তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহারই মুখচন্দ্র ধ্যান করিতে করিতে দেহপাত করিয়াছেন। তিনি নিরবচ্ছিন্ন, হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা অযোধ্যা! এই বলিয়া করুণকণ্ঠে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে আপনার প্রাণান্ত করিয়াছেন। অথবা যদিও তিনি জীবিত থাকেন তাহা হইলে পঞ্জরস্থ শারিকার ন্যায় এই স্থানে অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেছেন। সেই জনকনন্দিনা রামের সহধর্ম্মিণী তিনি যে রাবণের বশবর্ত্তিনী হইবেন কখনই এরূপ বোধ হয় না। হা! এক্ষণে আমি পত্নীগতপ্রাণ রামের নিকট গিয়া কি কহিব? জানকীরে দেখি নাই, কি দেখিয়াছি, অথবা তিনি বিনষ্ট হইয়াছেন, এই সমস্ত কথার কোনটীই তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিতে পারিব না। যদি কোন কথা বলি তাহাতে দোষ, যদি না বলি তাহাতেও দোষ। হা! এক্ষণে আমার গ্রহবৈগুণ্যে কি সঙ্কটই উপস্থিত হইল!

অনন্তর হনুমান পুনর্ব্বার মনে করিলেন, যদি আমি সীতার উদ্দেশ না লইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করি তাহাতে আমার পুরু ষার্থ কি? শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার শ্রম ও যত্ন ব্যর্থ হইল; লঙ্কা প্রবেশ, এবং নিশাচর দর্শনও নিষ্ফল হইয়া গেল। জানি না, এক্ষণে কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিলে, সুগ্রীব আমায় কি বলিবেন! বানরগণ কি কহিবে! এবং সেই রাম ও লক্ষ্মণই বা কি কহিবেন! হা! যদি আমি রামকে গিয়া বলি, যে, জানকীরে কোথাও দেখিতে পাইলাম না, তবে তদ্দণ্ডেই তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। এই কথা নিতান্ত নিদারুণ, বলিতে কি, রাম শ্রবণ করিলে কোন ক্রমেই আর বাঁচিবেন না। লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠভক্তি-পরায়ণ রামের মৃত্যু হইলে তিনিও নিশ্চয় মরিবেন। অনন্তর ভরত এই দুঃসম্বাদে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন, এবং শত্রু-ঘ্নও উহাঁর অনুগামী হইবেন। পরে দেবী কৌশল্যা, কৈকেয়ী, ও সুমিত্রা পুত্রশোকে একান্ত অধীর হইয়া শরীরপাত করিবেন। সুগ্রীব কৃতজ্ঞ ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ, তিনি উপকারী রামের বিয়োগ-দুঃখে ব্যাকুল হইয়া, কোনমতে প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবেন না। পরে রুমা পতিশোকে দুর্ম্মনা ও দীনা হইয়া নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন। তারা একে বালির জন্য কাতরা আছেন, তাহাতে আবার সুগ্রীবের বিচ্ছেদ; তিনি এই অপ্রাতিকর ঘটনায় নিশ্চয়ই মরিবেন। কুমার অঙ্গদ জনক

জননীর অদর্শন এবং সুগ্রীবের লোকান্তরগমন এই দুই কারণে দেহবিসর্জন করিবেন। অনন্তর বানরগণ প্রভুবিরহে অধীর হইয়া, মুষ্টিপ্রহার ও চপেটাঘাতে স্ব স্ব মস্তক চূর্ণ করিবে। কপিরাজ সুগ্রীব সাম, দান, ও সম্মানে ঐ সকল বানরকে প্রতিনিয়ত লালন পালন করিতেন; এক্ষণে তাহারা বন, পর্ব্বত, বা গুহায় আর বিহার করিবে না, এবং ভর্তৃবিনাশশোকে পুত্রকলত্রের সহিত শৈলশিখর হইতে সম ও বিষমস্থলে দেহপাত করিবে। তাহাদিগের মধ্যে কেহ বিষপানে, কেহ উদ্বন্ধনে কেহ অগ্নিপ্রবেশে, কেহ উপবাসে, এবং কেহ বা শস্ত্রাঘাতে মৃত্যুলাভ করিবে। বোধ হয়, আমি কিষ্কিন্ধায় প্রবেশ করিলে একটী তুমুল রোদন শব্দ উত্থিত হইবে, সুতরাং এক্ষণে তথায় গমন করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য হইতেছে। আমি জানকীর উদ্দেশ না লইয়া, সুগ্রীবের নিকট কোনক্রমেই যাইতে পারিব না। বরং যদি কিষ্কিন্ধায় না যাই, তাহা হইলে ধর্ম্মপরায়ণ রাম, লক্ষ্মণ ও বানরগণ আশাবলে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিবেন। সুতরাং আমি এই স্থানে বাণপ্রস্থাশ্রম আশ্রয় পূর্ব্বক তরুতলে বাস করিব; বৃক্ষ হইতে যে সমস্ত ফল আমার হস্তে ও মুখে যদৃচ্ছাক্রমে পতিত হইবে, আমি তাহা ভক্ষণ করিয়া দিনপাত করিব। অথবা এই জীবনেই বা প্রয়োজন কি? আমি সাগরতীরে জ্বলন্ত চিতা প্রস্তুত করিয়া

এই দেহ ভস্মসাৎ করিব, কিম্বা তথায় এই সঙ্কট হইতে মুক্তির জন্য প্রায়োপবেশন করিয়া থাকিব; প্রায়োপবিষ্ট হইলে শৃগাল, কুক্কুর ও কাকেরা আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিবে। জলপ্রবেশই ঋষিনির্দ্দিষ্ট মৃত্যু, আমি তাহাও স্বীকার করিব। হা! আমার সমুদ্রলঙ্ঘনরূপ যশস্কর ও সুন্দর কীর্ত্তি সীতার অদর্শনে চির দিনের জন্য বিলুপ্ত হইল! আত্মহত্যা মহাপাপ; জীব দেহ রক্ষা করিলে সর্ব্বপ্রকারে শুভ ফল উপভোগ করিয়া থাকে; সুতরাং আমি প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিব, ইহাতে নিশ্চয়ই আমার শ্রেয়োলাভ হইবে।

অনন্তর হনূমান ধৈর্য্য ও সাহস আশ্রয় পূর্ব্বক পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি মহাবল রাবণকে বিনাশ করিব। ঐ দুরাচার, সীতাকে হরণ করিয়াছে, এক্ষণে উহার বধসাধন পূর্ব্বক নিশ্চয়ই বৈরশুদ্ধি করিব। অথবা উহার দেহ সমুদ্রবক্ষে উৎক্ষেপণ করিতে করিতে পর পারে লইয়া পশুপতির নিকট পশুর ন্যায় রামকে উপহার দিব। আমি যতদিন না জানকীর সন্দর্শন পাইতেছি, তাবৎ এই লঙ্কাপুরী বারংবার অনুসন্ধান করিব। যদি সম্পাতির বাক্যে বিশ্বাস করিয়া এই স্থানে রামকে আনয়ন করি, আর তিনি আসিয়া যদি জানকীরে দেখিতে না পান, তবে নিশ্চয়ই কুপিত হইয়া আমা-

দিগকে দগ্ধ করিবেন। সুতরাং এই প্রদেশে মিতাহারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, কেবল বাস করি। আমি [illegible] স্থান নাই [illegible]। একমাত্র আমার ব্যতিক্রমে যে, সমস্ত নর বানরের প্রাণ সঙ্কট উপস্থিত হইবে, ইহা উপেক্ষা করা কোনক্রমে উচিত হইতেছে না। ঐ অদূরে একটী সুবিস্তীর্ণ ও বৃক্ষবহুল অশোক বন দেখিতেছি, উহা আমার অনুসন্ধান করা হয় নাই, এক্ষণে আমি ঐ বনে গমন করিব। বসু, রুদ্র, আদিত্য, বায়ু ও অশ্বিনীকুমার-যুগলকে নমস্কার করিয়া ঐ বনে গমন করিব। আমি রাক্ষস-দিগকে পরাজয় পূর্ব্বক, তাপসকে তপঃসিদ্ধির ন্যায়, নিশ্চয়ই রামের হস্তে জানকী অর্পণ করিব।

মহাবীর হনূমান এইরূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়া, উদ্বিগ্নমনে উত্থিত হইলেন, এবং রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, ও সুগ্রীবকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, চতুর্দ্দিক অবলোকন পূর্ব্বক অশোক বনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, ঐ নিবিড় বন সুপরিচ্ছন্ন ও রাক্ষসে পরিপূর্ণ; প্রহরীগণ নিরবচ্ছিন্ন উহার বৃক্ষ রক্ষা করিতেছে। পবনদেবও ঐ বনে প্রবলবেগে বহমান হইতে পারেন না। আমি রাবণের দৃষ্টিপরিহার ও রামের উপকার সঙ্কল্পে দেহসংক্ষেপ করিয়াছি। এক্ষণে দেবতা ও ঋষিগণ আমার কার্য্যসিদ্ধি করিয়া দিন। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য্য ও অশ্বিনীকুমার আমার কার্য্যসিদ্ধি করিয়া দিন।

ভূতগণ, প্রজাপতি, এবং আর আর অনির্দিষ্ট দেবতা সকল আমার কার্য্যসিদ্ধি করিয়া দিন। হা! কবে আমি জানকীর সেই অকলঙ্ক মুখচন্দ্র—সেই উন্নত নাসা, শুভ্র দন্ত, মধুর হাস্য ও বিশাললোচনে শোভিত মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিব! ক্ষুদ্র শয় নিকৃষ্ট ক্রূররূপী রাবণ সেই অবলাকে বল পূর্ব্বক হরণ করিয়াছে, আজ আমি কিরূপে তাঁহার সন্দর্শন পাইব।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

অনন্তর হনুমান মহূর্ত্ত কাল ধ্যান এবং জানকীরে স্মরণ পূর্ব্বক অশোক কাননের প্রাকারে লম্ফ প্রদান করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিল। দেখিলেন নানারূপ বৃক্ষ বসন্তাদি সমস্ত ঋতুর ফলপুষ্পে শোভিত হইতেছে। শাল, অশোক চম্পক উদালক, নাগকেসর, ও আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ এবং নানারূপ লতাজাল পুষ্পশ্রী বিস্তার করিতেছে। হনুমান শরাসনচ্যুত শরের ন্যায় মহাবেগে বৃক্ষবাটিকায় লম্ফ প্রদান করিলেন। ঐ স্থান সুরম্য, ইতস্তত স্বর্ণ ও রজতের বৃক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, সর্ব্বত্র মৃগ ও বিহঙ্গের কলরব, ভৃঙ্গ ও কোকিলগণ উন্মত্ত হইয়া সঙ্গীত করিতেছে। বৃক্ষশ্রেণী ফলপুষ্পে অবনত; ময়রগণ কেকারবে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে। তথাকার জন প্রাণী সকলই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হনুমান ঐ বৃক্ষবাটিকায় প্রবিষ্ট হইয়া জানকীর অনুসন্ধানার্থ সুখসুপ্ত বিহঙ্গগণকে প্রবোধিত করিতে লাগিলেন। পক্ষি সকল উড্ডীন হইল, উহাদের পক্ষপবনে বৃক্ষশাখা কম্পিত এবং নানাবর্ণের পুষ্প পতিত হইতে লাগিল। তৎকালে হনুমান ঐ সমস্ত পুষ্পে

আচ্ছন্ন হইয়া পুষ্পময় পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তদ্দর্শনে জীবগণ উহাঁকে সাক্ষাৎ বসন্ত বলিয়া অনুমান করিতে লাগিল। বনভূমি বৃক্ষচ্যুত পুষ্পে সমাকীর্ণ হইয়া সুবেশা রমণীর ন্যায় শোভিত হইয়া উঠিল। বৃক্ষের পত্র সকল স্খলিত এবং পুষ্প ও ফল পতিত হইতে লাগিল, তৎকালে উহা ক্রীড়ানির্জ্জিত বিবস্ত্র ধূর্ত্তের ন্যায় সম্পূর্ণই হতশ্রী হইয়া গেল। মহাবীর হনুমান কর চরণ ও লাঙ্গূল দ্বারা ঐ বন ভগ্ন করিতে লাগিলেন। [illegible] পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল, বৃক্ষ সকল শাখাপত্রশূন্য এবং স্কন্ধ-মাত্রাবশিষ্ট হইয়া বায়ুবেগে কম্পিত হইয়া উঠিল। বর্ষা-কালে বায়ু যেমন জলদজালকে লইয়া যায়, তদ্রূপ হনুমান অঙ্গসংলগ্ন লতা সকল বেগে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। অশোক বনের কোন স্থানে মণিভূমি কোথাও রজতভূমি ও কোথাও বা স্বর্ণভূমি; স্থানে স্থানে স্বচ্ছসলিলপূর্ণ দীর্ঘিকা আছে, উহার চারিদিকে মণি-সোপান, মুক্তা-রেণু, প্রবালের বালুকা এবং স্ফটিকের কুট্টিম; তীরে স্বর্ণময় তরুশ্রেণী শোভা পাইতেছে পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া আছে এবং হংস সারস প্রভৃতি জলচরগণ বিচরণ করিতেছে। কোন স্থানে স্বচ্ছসলিলা [illegible] তীর কোথাও কল্পবৃক্ষ কোথাও গুল্ম, এবং কোথাও বা লতাজাল। অদূরে একটী

মেঘশ্যামল গগনস্পর্শী পর্ব্বত আছে। উহা রমণীয় এবং নানা-রূপ বৃক্ষে পরিপূর্ণ; উহার স্থানে স্থানে শিলাগৃহ আছে, এবং উহা হইতে প্রিয়তমের অঙ্কচ্যুত রমণীর ন্যায় একটী নদী নিপতিত হইতেছে। উহার প্রবাহবেগ তীরস্থ বৃক্ষের সন্নত শাখায় রুদ্ধ, যেন কোন ক্রুদ্ধ কামিনীকে তদীয় বন্ধুজন গমনে নিবারণ করিতেছে। ঐ নদীর অদূরে বিহঙ্গসঙ্কুল সরোবর, এবং কোথাও বা সুশীতলসলিলপূর্ণ কৃত্রিম দীর্ঘিকা, উহার অবতরণ-পথ মণিময়, তীরে রমণীয় কানন, মৃগগণ চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদ, দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা তৎসমুদায় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইতস্তত কৃত্রিম কানন, তন্মধ্যে বৃক্ষ সকল ছত্রাকার ও ফলপুষ্পে পূর্ণ, মূলে স্বর্ণময় বেদি নির্ম্মিত আছে। অদূরে একটী স্বর্ণবর্ণ শিংশপা বৃক্ষ, উহা লতাজালজড়িত ও পত্রবহুল, উহার মূলদেশে একটী কনক-রচিত বেদি শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে বহুসংখ্য সুদৃশ্য স্বর্ণবৃক্ষ, তৎসমুদায় নিরবচ্ছিন্ন অনলের ন্যায় জ্বলিতেছে। হনুমান ঐ সকল বৃক্ষের প্রভাপুঞ্জে আপনাকে সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় স্বর্ণময় অনুমান করিতে লাগিলেন। স্বর্ণবৃক্ষ বায়ুভরে কম্পিত এবং উহাতে নৈসর্গিক কিঙ্কিণীজাল ধ্বনিত হইতেছিল, উহা কুসুমিত এবং কোমল অঙ্কুর ও পল্লবে শোভিত; তদ্দর্শনে হনুমান যার পর নাই বিস্মিত হইলেন।

অনন্তর তিনি ঐ শিংশপা বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, বোধ হয় জানকী রামের দর্শনলাভ লালসায় দুঃখিতমনে স্বেচ্ছাক্রমে ইতস্তত বিচরণ করিতেছেন, আমি এই বৃক্ষ হইতে সেই অনাথাকে নিরীক্ষণ করিব। এই ত দুরাত্মা রাবণের সুরম্য অশোক কানন, এই বিহগসঙ্কুল সরোবর, রামমহিষী জানকী নিশ্চয়ই এই স্থানে আগমন করিবেন। তিনি অরণ্য-সঞ্চারে সুনিপুণ, এই বনও তাঁহার অপরিচিত নহে, এক্ষণে তিনি নিশ্চয়ই এই স্থানে আগমন করিবেন। সেই সাধ্বী রাম-চিন্তায় ব্যাকুল, এবং রামের শোকে একান্ত কাতর, এক্ষণে তিনি নিশ্চয়ই এই স্থানে আগমন করিবেন। বনচরগণ তাঁহার প্রীতিভাজন, সন্ধ্যাবন্দন কালও উপস্থিত, এক্ষণে তিনি নিশ্চয়ই এই নদীতে আগমন করিবেন। এই অশোক তাঁহারই বিচরণের যোগ্য স্থান এক্ষণে যদি তিনি জীবিত থাকেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই শীত-সলিলা নদীতে আগমন করিবেন। হনুমান এইরূপ অনুমান করিয়া তথায় সীতার প্রতীক্ষায় থাকিলেন, এবং বৃক্ষের পত্রাবরণে প্রচ্ছন্ন হইয়া চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ সর্গ।

হনুমান শিংশপা বৃক্ষে প্রচ্ছন্ন হইয়া, জানকীরে দেখিবার জন্য ইতস্তত দৃষ্টিপ্রসারণ করিতে লাগিলেন। অশোক বন কল্পবৃক্ষে সুশোভিত, তথায় দিব্য গন্ধ ও রস সততই নির্গত হইতেছে। ঐ বন নানারূপ উপকরণে সুসজ্জিত, দেখিবামাত্র নন্দন কানন বলিয়া বোধ হয়। উহার ইতস্ততঃ হর্ম্ম্য ও প্রাসাদ, কোকিলেরা মধুর কণ্ঠে নিরন্তর কুহূরব করিতেছে। সরোবর স্বর্ণপদ্মে শোভমান, অশোক বৃক্ষ সকল কুসুমিত হইয়া সর্ব্বত্র অরুণশ্রী বিস্তার করিতেছে। ঐ স্থানে সকল রূপ ফলপুষ্পই সুলভ, নানারূপ উৎকৃষ্ট আসন ও চিত্র কম্বল ইতস্তত: আস্তীর্ণ রহিয়াছে। কাননভূমি সুবিস্তীর্ণ; বৃক্ষের শাখা প্রশাখা সকল বিহঙ্গগণের পক্ষপুটে সমাচ্ছন্ন, সহসা যেন পত্রশূন্য বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। পক্ষিগণ নিরন্তর বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উপবেশন করিতেছে, এবং অঙ্গসংলগ্ন পুষ্পে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিতেছে। অশোকের শাখা প্রশাখা সমস্তই পুষ্পিত; কর্ণিকার পুষ্পভরে ভূতল স্পর্শ করিতেছে;

কিংশুক সকল পুষ্পস্তবকে শোভিত; কাননভূমি ঐ সমস্ত বৃক্ষের প্রভায় যেন প্রদীপ্ত হইতেছে। পুন্নাগ, সপ্তপর্ণ, চম্পক ও উদ্দালক বৃক্ষ সকল কুসুমিত। কাননমধ্যে বহুসংখ্য অশোক নিরীক্ষিত হইতেছে। তন্মধ্যে কোনটী স্বর্ণবর্ণ, কোনটী অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত, এবং কোনটী নীলাঞ্জনতুল্য সুন্দর। ঐ অশোক বন দেবকানন নন্দনের ন্যায় এবং ধনাধিপতি কুবেরের উদ্যান চিত্ররথের ন্যায় সুদৃশ্য; বলিতে কি, উহা তদপেক্ষাও অধিকতর মনোহর; উহার শোভাসমৃদ্ধি মনে ধারণা করা যায় না। উহা যেন দ্বিতীয় আকাশ, পুষ্প সকল গ্রহ নক্ষত্রের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। উহা যেন পঞ্চম সমুদ্র, নানারূপ পুষ্পই যেন রত্নশ্রী প্রদর্শন করিতেছে। ঐ অশোক বনে নানারূপ পবিত্র গন্ধ, উহা গন্ধপূর্ণ হিমাচল এবং গন্ধমাদনের ন্যায় বিরাজিত আছে। অদূরে অত্যুচ্চ চৈত্যপ্রাসাদ, উহা গিরিবর কৈলাসের ন্যায় ধবল, উহার চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র স্তম্ভ শোভিত হইতেছে; সোপান সকল প্রবালরচিত, এবং বেদি সকল স্বর্ণময়, উহা শ্রীসৌন্দর্য্যে নিরন্তর প্রদীপ্ত হইতেছে, এবং লোকের দৃষ্টি যেন অপহরণ করিতেছে। উহা গগনস্পর্শী ও নির্ম্মল।

মহাবীর হনুমান ঐ অশোক বনের মধ্যে সহসা একটী কামিনীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি রাক্ষসগণে পরিবৃত; উপবাসে

যার পর নাই কৃশ ও দীন। ঐ রমণী পুনঃপুনঃ সুদীর্ঘ দুঃখনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। নানারূপ সংশয় ও অনুমানে তাঁহাকে চিনিতে পারা যায়। তিনি শুক্লপক্ষীয় নবোদিত শশিকলার ন্যায় নির্ম্মল; তাঁহার কান্তি ধূমজালজড়িত অগ্নিশিখার উজ্জ্বল; সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারশূন্য ও মললিপ্ত, পরিধান একমাত্র পীতবর্ণ মলিন বস্ত্র। তিনি সরোজশূন্য দেবী কমলার ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছেন। তাঁহার দুঃখসন্তাপ অতিশয় প্রবল, নয়নাগল হইতে অনর্গল বারিধারা বহিতেছে; তিনি কেতু-গ্রহনিপীড়িত রোহিণীর ন্যায় একান্ত দীন; শোকভরে যেন নিরন্তর হৃদয় মধ্যে কাহাকে চিন্তা করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে প্রীতি ও স্নেহের পাত্র কেহ নাই, কেবলই রাক্ষসী; তৎ-কালে তিনি যূথভ্রষ্ট কুক্কুরপরিবৃত কুরঙ্গীর ন্যায় দৃষ্ট হইতে-ছেন। তাঁহার পৃষ্ঠে কালভুজঙ্গীর ন্যায় একমাত্র বেণী লম্বিত, তিনি বর্ষার অবসানে সুনীল বনরেখায় অঙ্কিত অবনীর ন্যায় শোভিত হইতেছেন।

হনুমান ঐ বিশাললোচনাকে নিরীক্ষণ করিয়া, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কারণে সীতা বলিয়া অনুমান করিলেন। ভাবিলেন, কামরূপী রাক্ষস যে অবলাকে বল পূর্ব্বক লইয়া আইসে, তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, ইনি অবিকল সেইরূপই লক্ষিত হইতেছেন।

জানকীর মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন; স্তনযুগল বর্ত্তুল

ও সুন্দর। তিনি স্বীয় প্রভাপুঞ্জে সমস্ত দিক তিমিরমুক্ত করিতেছেন। তাঁহার কণ্ঠে মরকতরাগ, ওষ্ঠ বিম্ববৎ আরক্ত, কটিদেশ ক্ষীণ এবং গঠন অতি সুদৃশ্য। তিনি স্বসৌন্দর্য্যে স্মরকামিনী রতির ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। তিনি পৌর্ণমাসী চন্দ্রপ্রভার ন্যায় জগতের প্রীতিকর। তিনি ব্রতপরায়ণা তাপসীর ন্যায় ধরাসনে উপবেশন করিয়া আছেন, এবং এক এক বার কালভুজঙ্গীর ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। তিনি সন্দেহাত্মক স্মৃতির ন্যায়, পতিত সমৃদ্ধির ন্যায়, স্খলিত শ্রদ্ধার ন্যায়, নিস্কাম আশার ন্যায়, বিঘ্নবহুল সিদ্ধির ন্যায়, কলুষিত বুদ্ধির ন্যায়, এবং অমুলক অপবাদে কলঙ্কিত কীর্ত্তির ন্যায়, যার পর নাই শোচনীয় হইয়াছেন। তিনি রামের অদর্শনে ব্যথিত, এবং নিশাচরগণের উপদ্রবে নিপীড়িত। তিনি চপললোচনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তাঁহার মুখ অপ্রসন্ন ও নেত্রজলে ধৌত, এবং পক্ষ্মরাজি কৃষ্ণবর্ণ ও কুটিল। তিনি নীল নীরদে আবৃত চন্দ্রপ্রভার ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছেন।

হনুমান জানকীরে এইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া অতিমাত্র সন্দিহান হইলেন। জানকী অভ্যাসদোষে বিস্মৃত বিদ্যার ন্যায়, এবং সংস্কারহীন অর্থান্তরগত বাক্যের ন্যায় দুর্ব্বোধ হইয়া আছেন। হনুমান ঐ অনিন্দনীয়া নৃপনন্দিনীকে দেখিয়া এইরূপ বিতর্ক

করিতে লাগিলেন, রাম যে সমস্ত অলঙ্কারের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, দেখিতেছি, সেগুলি জানকীর অঙ্গে বিন্যস্ত রহিয়াছে। ইহাঁর কর্ণে সুরচিত কুণ্ডল ও ত্রিকর্ণ, এবং হস্তে প্রবালখচিত আভরণ। এই সকল অলঙ্কার দৈহিক মলসংস্রবে মলিন হইয়াছে। যাহাই হউক, রাম যে গুলির উল্লেখ করিয়াছিলেন, বোধ হয়, এইই সেই সমস্ত অলঙ্কার; তিনি যে অঙ্গে যে আভরণের কথা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, আমি তাহাও প্রত্যক্ষ করিলাম। তন্মধ্যে জানকী ঋষ্যমূকে যাহা নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন, এক্ষণে কেবল তাহাই দেখিতেছি না। পূর্ব্বে এই কামিনীই অত্যুৎকৃষ্ট ভূষণসকল ভূতলে ঝন ঝন রবে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এবং বানরগণ ইহাঁরই অঙ্গ হইতে একখানি পীতবর্ণ উত্তরীয় স্খলিত ও বৃক্ষে আসক্ত দেখিয়াছিল। জানকী এই বস্ত্র বহুদিন যাবৎ পরিধান করিয়া আছেন, তজ্জন্য ইহা মলিন ও ম্লান হইয়াছে, কিন্তু ইহা সেই উত্তরীয়বৎ সুদৃশ্য এবং ইহার পীতরাগও অবিকৃত রহিয়াছে। এই কনককান্তি কামিনী রামের প্রণয়িনী, ইনি এক্ষণে দূরবর্ত্তিনী হইলেও তাঁহার মনে নিরন্তর বাস করিতেছেন। ইহাঁর বিরহে করুণা, শোক, দয়া ও কাম, মহাত্মা রামের হৃদয়কে বারংবার অধিকার করিতেছে। সঙ্কটকালে স্ত্রী রক্ষিত হইল না বলিয়া করুণা, একান্ত আশ্রিতের প্রতি উচিত ব্যবহার না হইবার

জন্য দয়া, পত্নীবিয়োগ নিবন্ধন শোক, এবং প্রণয়িনী দূরান্তরে আছেন বলিয়া কাম, মহাত্মা রামকে যার পর নাই কষ্ট প্রদান করিতেছে। এই দেবীর যেরূপ রূপ, এবং যে প্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব, রামেরও তদ্রূপ; সুতরাং ইনি যে তাঁহারই সহধর্ম্মিণী হইবেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ হইতেছে না। ইহাঁর মন রামের প্রতি এবং রামের মন ইহাঁর প্রতি অনুরক্ত, তজ্জন্য রাম জীবিত রহিয়াছেন, নচেৎ মুহূর্ত্তের জন্যও বাঁচিতেন না। তিনি ইহাঁর বিয়োগদুঃখ সহ্য করিয়া যে দেহ রক্ষা করিতেছেন এবং শোকে যে অবসন্ন হইতেছেন না, বলিতে কি, ইহা অত্যন্তই দুষ্কর।

হনূমান তৎকালে সীতার দর্শন লাভ করিয়া হৃষ্টমনে রামকে চিন্তা এবং বারংবার তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ষোড়শ সর্গ।

অনন্তর মহাবীর হনূমান জানকী ও রামের পুনঃপুনঃ প্রশংসা করিলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া সজলনয়নে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন. জানকী সুশিক্ষিত লক্ষ্মণের গুরুপত্নী ও পূজ্যা, তিনিও যে দুঃখে এইরূপ কাতর হইয়াছেন, ইহা কেবল দুরতিক্রমণীয় কালেরই মহিমা। জানকী, রাম ও লক্ষ্মণের বলবিক্রম বিলক্ষণ অবগত আছেন, তজ্জন্যই বোধ হয়, বর্ষার প্রাদুর্ভাবে জাহ্নবীর ন্যায় স্থির ও গম্ভীরভাবে কাল যাপন করিতেছেন। ইহাঁর আভিজাত্য কুলশীল ও বয়স রামের অনুরূপ, সুতরাং ইহাঁরা যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত, ইহা উচিতই হইতেছে। এই আকর্ণলোচনা জানকীর জন্য মহাবল বালী এবং রাবণসম কবন্ধ নিহত হইয়াছে; ইহাঁরই জন্য রাম স্ববীর্য্যে মহাবীর বিরাধকে বধ করিয়াছেন; ইহাঁরই জন্য খর, দূষণ, ও ত্রিশিরা, চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস-সৈন্যের সহিত সুশাণিত শরে জনস্থানে নিহত হইয়াছে; ইহাঁরই জন্য যশস্বী সুগ্রীব, মহাবল বালি হইতে দুর্লভ কপি-রাজ্য অধিকার করিয়াছেন, এবং ইহাঁরই জন্য আমি মহা-

সাগর লঙ্ঘন ও এই লঙ্কাপুরীও দর্শন করিলাম। এক্ষণে বোধ হইতেছে, মহাবীর রাম এই জানকীর নিমিত্ত সমগ্র পৃথিবী, অধিক কি, যদি বিশ্বসংসারও সংহার করেন, তাহা অনুচিত হইবে না। এক দিকে বিশ্বরাজ্য, অন্য দিকে জানকী, কিন্তু বিশ্বরাজ্য ইহাঁর শতাংশের একাংশও স্পর্শ করিতে পারে না। এই কামিনী রাজর্ষি জনকের কন্যা এবং পতিপরায়ণা; ইনি হলকর্ষিত যজ্ঞক্ষেত্র হইতে পদ্মপরাগতুল্য ধূলিজালে ধূসরিত হইয়া উত্থিত হইয়াছেন। ইনি প্রবলপ্রতাপ পূজ্যস্বভাব রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ, ধর্ম্মশীল রামের প্রণয়িনী; ইনি ভর্তৃস্নেহের বশবর্ত্তিনী হইয়া, ভোগস্পৃহা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নির্জ্জন অরণ্যের কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। যিনি স্বামিসেবার জন্য ফলমূলমাত্রে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া, গৃহের ন্যায় বনেও সুখানুভব করিতেন, এবং যিনি ক্লেশের লেশও জ্ঞাত নহেন, হা! এক্ষণে তিনিই এইরূপ দুঃখ ভোগ করিতেছেন! বলবতী পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইলে যেমন সরোবর দর্শনের ইচ্ছা হয়, সেইরূপ রাম এই সুশীলাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আছেন। রাজ্যভ্রষ্ট রাজা পূর্ব্বসমৃদ্ধি পাইলে যেমন প্রীত হন, সেইরূপ রাম ইহাঁকে প্রাপ্ত হইলে, যার পর নাই সন্তুষ্ট হইবেন। এই জানকী স্বজনহীন এবং ভোগসুখে বঞ্চিত, এক্ষণে কেবল রামের সমাগম লাভ উদ্দেশ করিয়াই জীবিত রহিয়াছেন। ইনি এই সমস্ত

রাক্ষসীকে নিরীক্ষণ করিতেছেন না, এবং এই বৃক্ষ পুষ্প ও ফলও দেখিতেছেন না, ইনি একান্তমনে কেবল রামকেই হৃদয়ে চিন্তা করিতেছেন। স্বামী স্ত্রীজাতির ভূষণ অপেক্ষাও শোভা-বর্দ্ধন, এক্ষণে এই জানকী তদ্ব্যতীত হতশ্রী হইয়াছেন। রাম ইহাঁর বিরহে যে দেহ ধারণ করিতেছেন, এবং দুঃখাবেগে যে অবসন্ন হইতেছেন না, ইহা অত্যন্ত দুস্কর। এই কৃষ্ণকেশী সীতাকে দুঃখিতা দেখিয়া, বলিতে কি, আমারও মন একান্ত ব্যথিত হইতেছে। যিনি ক্ষমাগুণে পৃথিবীর তুল্য, যাঁহাকে রাম ও লক্ষ্মণ সতত রক্ষা করিতেন, এক্ষণে তাঁহাকে বিকৃতনয়না রাক্ষসীরা বৃক্ষমূলে বেষ্টন করিয়া আছে! এই জানকী দুঃখে নিপীড়িত, সুতরাং নীহারহত নলিনীর ন্যায় ইহাঁর শোভা নষ্ট হইয়াছে। ইনি সহচরবিহীন চক্রবাকীর ন্যায় দীন দশায় নিপতিত; এই পুষ্পভারাবনত অশোক বসন্ত কালীন প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় ইহাঁর শোক একান্ত উদ্দীপিত করিতেছে।

সপ্তদশ সর্গ।

অনন্তর এক দিবস অতীত হইয়া গেল : পরদিন রাত্রিকাল উপস্থিত. কুমুদধবল ভগবান শশাঙ্ক স্বীয় প্রভা বিস্তার পূর্ব্বক হনুমানকে সাহায্য দিবার জন্যই যেন সুনীল সলিলে হংসের ন্যায় নির্ম্মল নভোমণ্ডলে উদিত হইলেন। তিনি সুশীতল করজালে ঐ মহাবীরকে পুলকিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎ-কালে পূর্ণচন্দ্রাননা জানকী গুরুভারে মগ্নপ্রায় নৌকার ন্যায় শোকভরে আচ্ছন্ন আছেন। উহাঁর অদূরে বহুসংখ্য ঘোর-রূপা রাক্ষসী। উহাদের মধ্যে কাহারও চক্ষু একমাত্র, কেহ এককর্ণ, কাহারও কর্ণ নাই, কাহারও কর্ণ সুবিস্তীর্ণ এবং কাহা-রও বা কর্ণ শঙ্কুতুল্য। কোন নিশাচরীর নাসারন্ধ্র ঊর্দ্ধভাগে নিবিষ্ট আছে; কাহারও দেহের উত্তরার্দ্ধ অতিপ্রমাণ; কাহারও গ্রীবা সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ; কাহারও কেশজাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; কেহ সর্ব্বাঙ্গব্যাপী কেশে যেন কম্বলে সংবৃত হইয়া আছে; কাহারও ললাটদেশ সুপ্রশস্ত; কাহারও ওষ্ঠ চিবুকে সন্নিবিষ্ট আছে; এবং কাহারও বা মুখ ও জানু সুদীর্ঘ।

উহাদিগের মধ্যে কেহ দীর্ঘ, কেহ কুব্জ, কেহ বিকট, এবং কেহ বা বামন। কাহারও চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, কাহারও মুখ বিকৃত; কেহ ছিন্ন বস্ত্র ধারণ করিতেছে; কেহ কৃষ্ণকায়, কেহ পিঙ্গলবর্ণ, কেহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ, এবং কেহ বা কলহপ্রিয়। কেহ লৌহশূল উদ্যত করিয়া আছে, কেহ কূটাস্ত্র এবং কেহ বা মুদ্গর। ঐ সমস্ত রাক্ষসীর মুখ নানারূপ দৃষ্ট হইতেছে; কেহ বরাহ-মুখ, কেহ মৃগ-মুখ, কেহ শার্দ্দূল-মুখ, কেহ মহিষ-মুখ, কেহ ছাগ-মুখ ও কেহ বা শৃগাল-মুখ। কাহারও মস্তক বক্ষে নিবিষ্ট আছে। কেহ গোপদ, কেহ হস্তিপদ, কেহ অশ্বপদ এবং কেহ বা উষ্ট্রপদ; কেহ একহস্ত, এবং কেহ বা একপদ। উহাদের কর্ণ বিভিন্ন প্রকার; কাহারও কর্ণ গর্দ্দভের ন্যায়, কাহারও অশ্বের ন্যায়, কাহারও কর্ণ কুক্কুরের ন্যায়, কাহারও বৃষের ন্যায়, কাহারও কর্ণ হস্তীর ন্যায়, এবং কাহারও বা সিংহের ন্যায়। কোন রাক্ষসীর নাসা সুদীর্ঘ, কাহারও বা বক্র; কাহারও নাসা করিশুণ্ডাকার এবং কাহারও বা উহা এককালে নাই। কোন রাক্ষসীর কেশপাশ পদতল স্পর্শ করিতেছে। কাহারও জিহ্বা লোল ও দীর্ঘ; এবং কাহারও কেশ করাল ও ধূম্র। উহারা নিরন্তর সুরা পান করিতেছে। সুরা মাংস ও শোণিত উহাদিগের একান্ত প্রিয়। কেহ মাংস ও শোণিতে অবগুণ্ঠিত হইয়া আছে।

মহাবীর হনুমান প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, ঐ সমস্ত ভীমদর্শন রাক্ষসী-

গণকে দেখিতে লাগিলেন। উহারা শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন শিংশপাকে বেষ্টন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান আছে। ঐ বৃক্ষের মূলদেশে জানকী; তিনি শোকসন্তাপে একান্ত নিষ্প্রভ হইয়াছেন; তাঁহার কেশপাশ মললিপ্ত এবং চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত। তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলে বোধ হয়, যেন একটী তারকা পুণ্যক্ষয় নিবন্ধন গগনতল হইতে স্খলিত হইয়াছে। ভর্ত্তৃদর্শন তাঁহার ভাগ্যে যারপর নাই অসুলভ; তিনি পাতিব্রত্য-কীর্ত্তিতে সমস্ত জগৎ মোহিত করিতেছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারশূন্য, তিনি কেবল ভর্ত্তৃবাৎসল্যে শোভা পাইতেছেন। তাঁহার নিকট আত্মীয় স্বজন কেহই নাই, তিনি রাবণের অশোক বনে অবরুদ্ধ, সুতরাং যূথভ্রষ্ট সিংহনিরুদ্ধ করিণীর ন্যায় শোচনীয় হইয়াছেন। তিনি শারদীয় মেঘে আবৃত শশিকলার ন্যায় প্রিয়দর্শন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মলদিগ্ধ, সুতরাং পঙ্কলিপ্ত কমলিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন এবং নাও পাইতেছেন। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ক্লিষ্ট ও মলিন, মুখে দীনভাব, এবং হৃদয় ভর্ত্তৃপ্রভাব স্মরণে একান্ত ওজস্বী। পাতিব্রত্যই নিরন্তর তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। তিনি চকিত মৃগীর ন্যায় চতুর্দ্দিক দেখিতেছেন, এবং নিশ্বাসে যেন শাখা পল্লবপূর্ণ বৃক্ষ সকল দগ্ধ করিতেছেন। তিনি স্বয়ং শোকের মূর্ত্তি, এবং দুঃখের উত্থিত তরঙ্গ। তিনি বিনা বেশে শোভা পাইতেছেন, তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কৃশ ও সুপ্রমাণ।

মহাবীর হনুমান ঐ পতিপ্রাণাকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র হৃষ্ট হইলেন। তাঁহার নেত্র হইতে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল; তিনি উদ্দেশে রাম ও লক্ষ্মণকে বারংবার নমস্কার করিলেন, এবং শিংশপা বৃক্ষের আবরণে বিলীন হইয়া রহিলেন।

অষ্টাদশ সর্গ।

শর্ব্বরী অল্পমাত্র অবশিষ্ট। রাত্রিশেষে বেদবেদাঙ্গবিৎ যজ্ঞশীল ব্রহ্মরাক্ষসগণ বেদধ্বনি করিতে লাগিল। মঙ্গলবাদ্য ও সুললিত মঙ্গলগীত উত্থিত হইল। মহাবীর রাবণ প্রবোধিত হইলেন। তাঁহার মাল্যদাম ছিন্ন ভিন্ন এবং পরিধেয় বসন স্খলিত হইয়াছে। তিনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক জানকীরে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্ত জানকীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, ঐ সময় স্মরবেগ সংবরণ করা তাঁহার পক্ষে অতিশয় দুষ্কর হইয়া উঠিল।

অনন্তর তিনি বৃক্ষশ্রেণীর শোভা দর্শন করিতে করিতে অশোক বনে চলিলেন। তথাকার বৃক্ষ সকল সর্ব্বপ্রকার ফল-পুষ্পে শোভিত; স্থানে স্থানে সুপ্রশস্ত সরোবর, সুদৃশ্য পক্ষিগণ মধুমদে মত্ত হইয়া কলরব করিতেছে; তরুতল যদৃচ্ছাক্রমে নিপতিত ফলপুষ্পে আচ্ছন্ন, রমণীয় মৃগ ও পক্ষিগণ ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। রাক্ষসরাজ রাবণ কামমদে বিহ্বল; দেব-গন্ধর্ব্ব-কামিনীরা যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের অনুসরণ করে, সেই রূপ বহুসংখ্য রমণী উহাঁর অনুগমন করিতেছে। উহাদিগের

মধ্যে কাহারও হস্তে স্বর্ণপ্রদীপ, কাহারও করে চামর, এবং কাহারও বা তালবৃন্ত; কোন রমণী জলপূর্ণ ভৃঙ্গার লইয়া অগ্রে অগ্রে যাইতেছে; কেহ পশ্চাৎ পশ্চাৎ মণ্ডলাকার স্বর্ণাসন বহন করিতেছে; কেহ মদ্যপূর্ণ রত্নপাত্র, এবং কেহ বা স্বর্ণদণ্ড-মণ্ডিত হংসধবল পূর্ণচন্দ্রাকার ছত্র লইয়া চলিয়াছে। রাক্ষস-রাজ রাবণের সমভিব্যাহারে বহুসংখ্য রাজপত্নী; সৌদামনী যেমন জলদের অনুগামিনী হয়, তদ্রূপ উহারা স্নেহ ও অনু-রাগভরে উহাঁর অনুসরণ করিতেছে। উহাদের হার ও কেয়ূর কিঞ্চিৎ স্খলিত অঙ্গরাগ বিলুপ্ত কেশপাশ আলুলিত এবং নয়ন-যুগল নিদ্রাবেশ ও পানাবশেষে বিঘূর্ণিত হইতেছে। উহাদিগের মুখকমল ঘর্ম্মজলে আর্দ্র, মাল্য ম্লান এবং কটাক্ষ উন্মাদকর, কামাসক্ত রাবণ জানকীচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া মৃদুমন্দ গমনে যাইতেছেন।

ইত্যবসরে হনুমান সহসা রমণীগণের কাঞ্চীরব ও নূপুরধ্বনি শ্রবণ করিলেন। দেখিলেন, অচিন্ত্যবিক্রম রাক্ষসরাজ রাবণ অশোক বনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার অগ্রে অগ্রে অত্যুজ্জ্বল বহুসংখ্য গন্ধতৈলের প্রদীপ; তিনি কাম, দর্প ও মদ্যে বিহ্বলপ্রায়; তাঁহার নেত্র কুটিল ও আরক্ত; তিনি যেন স্বয়ং কন্দর্প; তাঁহার হস্তে শরাসন নাই, স্কন্ধে পুষ্পবাসসুরভি অমৃতফেনধবল উত্তরীয় বস্ত্র, উহা এক এক বার স্কন্ধ হইতে

স্খলিত ও অঙ্গদকোটিতে সংলগ্ন হইতেছে, আর তিনি তাহা বিমুক্ত করিয়া দিতেছেন। তৎকালে হনুমান শিংশপা বৃক্ষের শাখায় যেন বিলীন, তিনি দেখিলেন, ঐ বীর ক্রমশই সন্নিহিত হইতেছেন। হনুমান ব্যক্তিগ্রহ করিবার জন্য যত্নবান হইলেন। রাবণের সঙ্গে বহুসংখ্য রূপবতী যুবতী; তিনি উহাদিগকে লইয়া ঐ মৃগবহুল পক্ষিসঙ্কুল স্ত্রীজনযোগ্য অশোক বনে প্রবেশ করিলেন। তথায় শঙ্কুকর্ণ নামা এক জন মদমত্ত অলঙ্কৃত দ্বার-রক্ষক ছিল। সে দেখিল, রাবণ রমণীগণের সহিত তারকাবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় আসিতেছেন। হনুমান এতক্ষণ উহাঁকে চিনিতে পারেন নাই, এক্ষণে রাবণ বলিয়া জানিতে পারিলেন। ভাবি-লেন, আমি পুরমধ্যে যাঁহাকে সেই সুরম্য গৃহে শয়ান দেখি-য়াছিলাম, ইনিই সেই বীরপুরুষ। তখন ঐ ধীমান এক লক্ষ প্রদান করিয়া বৃক্ষের অগ্রশাখায় উত্থিত হইলেন। তৎকালে রাবণের তেজ তাঁহার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি ঐ শিংশপা বৃক্ষের শাখাপল্লবে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। ইত্যব-সরে রাবণও সীতাদর্শনার্থী হইয়া, ক্রমশই সন্নিহিত হইতে লাগিলেন।

একোনবিংশ সর্গ।

অনন্তর জানকী মহাবীর রাবণকে দেখিবামাত্র বায়ুভরে কদলীর ন্যায় ভয়ে নিরবচ্ছিন্ন কম্পিত হইতে লাগিলেন, এবং উরুযুগলে উদর ও করদ্বয়ে স্তনমণ্ডল আচ্ছাদন পূর্ব্বক জলধারাকুল লোচনে উপবেশন করিয়া রহিলেন। তিনি একান্ত দীন, এবং শোকে যার পর নাই কাতর; রাক্ষসীরা নিরন্তর তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। রাবণ ঐ বিশাললোচনার সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন, তিনি অর্ণবোপরি জীর্ণ নৌকার ন্যায় অবসন্ন হইয়া আছেন। তিনি ধরাসনে নিষণ্ণ, কুঠারচ্ছিন্ন ভূতলপতিত বৃক্ষশাখার ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মলদিগ্ধ, বেশভূষার লেশমাত্র নাই; তিনি পঙ্কলিপ্ত নলিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন, এবং নাও পাইতেছেন। রাবণের মৃত্যুকামনাই তাঁহার একান্ত ব্রত; তিনি মানস-রথে সংকল্প-অশ্ব যোজনা করিয়া যেন রাজকেশরী রামের নিকট চলিয়াছেন। শোকতাপে তাঁহার শরীর শুষ্ক ও কৃশ; তিনি ধ্যানে নিমগ্ন, একাকিনী কেবলই রোদন করিতেছেন। রামের প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগ, তিনি তৎকালে আপনার দুঃখসাগরের অন্ত

দেখিতেছেন না ; যেন কোন একটী কালভূজঙ্গী মন্ত্রবলে নিরুদ্ধ হইয়া ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। তিনি ধূমকেতু-নিপীড়িত রোহিণীর ন্যায় শোচনীয়। তাঁহার পিতৃকুল ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সদাচারনিরত, তাঁহার ঐরূপ বংশে জন্ম এবং বিবাহাদি সংস্কারও সম্পন্ন হইয়াছে ; কিন্তু বেশমালিন্য দেখিলে বোধ হয়, যেন তিনি কোন নীচ বংশে উৎপন্ন হইয়াছেন। ঐ রাজনন্দিনী অবসন্ন কীর্ত্তির ন্যায়, অনাদৃত শ্রদ্ধার ন্যায়, ক্ষীণ বুদ্ধির ন্যায়, উপহত আশার ন্যায়, বিমানিত আজ্ঞার ন্যায়, উৎপাতপ্রদীপ্ত দিক্‌বধূর ন্যায়, বিঘ্নবিনষ্ট পূজার ন্যায়, ম্লান কমলিনীর ন্যায়, নির্বীর সৈন্যের ন্যায়, অন্ধকারাচ্ছন্ন সূর্য্যপ্রভার ন্যায়, দূষিত বেদীর ন্যায়, এবং প্রশান্ত অগ্নিশিখার ন্যায় একান্ত শোচনীয় হইয়া আছেন। তিনি রাহুগ্রস্তচন্দ্র পূর্ণিমা রজনীর ন্যায় মলিন ও ম্লান। তিনি করিকরদলিত ছিন্নপত্র ও ভৃঙ্গশূন্য পদ্মিনীর ন্যায় অতিশয় হতশ্রী হইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন, তিনি একটী নদী, উহা প্রবাহপ্রতিরোধ নিবন্ধন অন্যত্র অপনীত ও শুষ্ক হইয়াছে। তিনি ভর্ত্তৃশোকে একান্ত কাতর ও অঙ্গসংস্কার শূন্য, সুতরাং কৃষ্ণপক্ষীয় রাত্রির ন্যায় মলিন হইয়া আছেন। তিনি সুকুমারী, তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুদৃশ্য, রত্নগর্ভ গৃহে বাস করাই তাঁহার অভ্যাস। তিনি উত্তাপতপ্ত অচিরোদ্ধৃত পদ্মিনীর ন্যায় ম্লান ও মসৃণ ;

যেন একটী করিণী ধৃত স্তম্ভে বদ্ধ ও যূথপতিশূন্য হইয়া, দুঃখ-ভরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে। জানকীর পৃষ্ঠে একটি সুদীর্ঘ বেণী লম্বিত, শরতে ঘননীল বনরেখায় অবনী যেমন শোভা পায়, সেইরূপ তিনি তদ্দ্বারা অযত্নসুলভ শোভায় দীপ্তি পাইতেছেন। তিনি অনাহার শোক ও চিন্তায় যার পর নাই কৃশ। তাঁহার মনে নিরন্তর নানারূপ আতঙ্ক উপস্থিত হইতেছে। তিনি দুঃখে একান্ত কাতর, যেন কুলদেবতার নিকট কৃতাঞ্জলি-পুটে রাবণবধ প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহার নেত্রযুগল ক্রোধে আরক্ত এবং উহার প্রান্তভাগ কিঞ্চিৎ শুক্ল। তিনি সজলনয়নে পুনঃ পুনঃ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

বিংশ সর্গ।

অনন্তর রাবণ ঐ রাক্ষসীপরিবৃত জানকীর সমক্ষে গিয়া, তাঁহাকে মধুর বাক্যে প্রলোভন প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, অয়ি করিকরজঘনে! তুমি আমাকে দেখিবামাত্র স্তনদ্বয় ও উদর গোপন করিলে, এক্ষণে বোধ হয়, যেন ভয়েই লুক্কায়িত হইবার ইচ্ছা করিতেছ। বিশাললোচনে! আমি তোমার প্রণয় ভিক্ষা করিতেছি, তুমি আমাকে সম্মান কর; এই অশোক বনে মনুষ্য বা কামরূপী রাক্ষস কেহ নাই, সুতরাং অন্য পুরুষের সঞ্চারভয় দূর কর। পরস্ত্রীগমন এবং পরস্ত্রীকে বল পূর্ব্বক হরণ রাক্ষসের স্বধর্ম্ম, কিন্তু বলিতে কি, তুমি অনিচ্ছুক, আমি এই জন্য তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিতেছি না। এক্ষণে অনঙ্গদেব যতই কেন আমার উপর বিক্রম প্রকাশ করুন না, তথাচ আমা হইতে কদাচ কোন রূপ ব্যতিক্রম ঘটিবে না। দেবি! তুমি আমাকে বিশ্বাস কর, কিছুমাত্র ভীত হইও না; আমাকে সম্মান কর, কিছুমাত্র শোকাকুল হইও না। একবেণী

ধারণ, ধরাতলে শয়ন, উপবাস, মলিন বস্ত্র পরিধান ও ধ্যান তোমার সঙ্গত হইতেছে না। তুমি আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া ভোগসুখে আসক্ত হও। সুচারু মাল্য, অগুরু চন্দন, উত্তম বস্ত্র ও উত্তম অলঙ্কারে বেশ রচনা কর। শয্যা, আসন, মদ্য, নৃত্য, গীত ও বাদ্য প্রভৃতি বিলাস সামগ্রী লইয়া সুখে কালহরণ কর। তুমি একটী স্ত্রীরত্ন, ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিও না, সর্ব্বাঙ্গ সুবেশে সজ্জিত কর, আমার প্রণয়প্রার্থিনী হইলে, তোমার আর কোন বিষয়েরই অনির্বৃতি থাকিবে না। তোমার এই যৌবনশ্রী সুন্দর জন্মিয়া অল্পে অল্পে অতিক্রম করিতেছে, ইহা নদীস্রোতের ন্যায় একবার গেলে আর ফিরিবে না। বোধ হয়, রূপস্রষ্টা বিধাতা তোমাকে নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্বকার্য্যে বিরত হইয়াছেন, এই জন্যই জগতে তোমার এই রূপের আর উপমা দৃষ্ট হয় না। তুমি সুরূপা ও যুবতী, তোমাকে পাইলে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মারও মন চঞ্চল হইয়া উঠে। প্রিয়ে! আমি তোমার যে যে অঙ্গ দেখিতেছি, বলিতে কি, সেই সেই অঙ্গ হইতে চক্ষু আর কিছুতেই প্রত্যাহার করিতে সমর্থ নহি। এক্ষণে তুমি বুদ্ধিমোহ দূর কর। আমার অন্তঃপুরে অনেকানেক সুরূপা রমণী আছে, তুমি তাহাদের অধীশ্বরী হইয়া থাক। আমি স্ববিক্রমে যে সমস্ত ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছি, তৎসমুদায় এবং বিশ্বসাম্রাজ্যও তোমাকে অর্পণ করিতেছি;

তোমার প্রীতির জন্য এই গ্রামনগরপূর্ণ পৃথিবী অধিকার করিয়া, তোমার পিতাকে রাজা করিতেছি, তুমি আমার ভার্য্যা হইয়া থাক। দেখ, আমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া উঠে, ত্রিভুবনে এমন আর কেহই নাই। দেবি! তুমি আমার অপ্রতিহত বলবীর্য্যের পরিচয় শুন। একদা সমস্ত সুরাসুর আমার প্রতিযোদ্ধা হইয়া রণক্ষেত্রে তিষ্ঠিতে পারে নাই; আমি তাহাদের ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়াছি; এবং তাহাদিগকে বারংবার ছিন্ন ছিন্ন করিয়া দিয়াছি। সুন্দরি! আজ তুমি আমার প্রতি অনুরাগিণী হও, এবং অঙ্গে বেশ বিন্যাস কর; আমি তোমাকে সুবেশে একটিবার চক্ষে দেখিব। তুমি কৃপা করিয়া বাসনানুরূপ ভোগবিলাসে প্রবৃত্ত হও, এবং পানাহার কর। নানারূপ ধন রত্ন ও বিশ্বরাজ্য আমার অধিকারে আছে, তুমি যে রূপ ইচ্ছা বিতরণ কর, অশঙ্কিত মনে আমার প্রণয়ের আকাঙ্ক্ষী হও, এবং এই প্রগল্‌ভকে আজ্ঞা কর। প্রেয়সি! আমার রাজ্য ঐশ্বর্য্য যে কিরূপ, তুমি তাহা স্বচক্ষে দেখ, চীরবাসী রামকে লইয়া আর কি হইবে! সে এখন হতশ্রী হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতেছে; জয়লাভ তাহার পক্ষে সুদূরপরাহত; সে ব্রতপরায়ণ ও স্থণ্ডিলশায়ী; সে জীবিত আছে কি না সন্দেহ, যদিও থাকে, তাহা হইলে সমাগমের কথা কি, তোমাকে দেখিবারও সুযোগ পাইবে না; বক পক্ষী কিরূপে মেঘান্তরিত জ্যোৎস্নাকে নিরী-

ক্ষণ করিবে? হিরণ্যকশিপু যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের হস্ত হইতে ভার্য্যাকে লাভ করিয়াছিল, তদ্রূপ রাম তোমাকে আমার হস্ত হইতে কদাচ পাইবে না। অয়ি বিলাসিনি! বিহগরাজ গরুড় যেমন ভুজঙ্গকে হরণ করে, সেইরূপ তুমি আমার মনোহরণ করিতেছ। তোমার এই কৌশেয় বস্ত্র অতিশয় মলিন, দেহ উপবাসে কৃশ ও অলঙ্কারশূন্য, তথাচ তোমাকে দেখিয়া আর আমার স্বভার্য্যায় অনুরাগ নাই। এক্ষণে আমার অন্তঃপুরে যে সমস্ত গুণবতী রমণী আছে, তুমি উহাদের অধিশ্বরী হও। অপ্সরোগণ যেমন দেবী কমলার পরিচারণা করে, সেইরূপ ঐ সকল ত্রিলোকসুন্দরী তোমার সেবা করিবে। তুমি, যক্ষেশ্বরের যা কিছু ঐশ্বর্য্য আছে তৎসমুদায় এবং পৃথিব্যাদি সপ্তলোক আমার সহিত ভোগ কর। দেবি! রাম, তপস্যা বল বিক্রম ও ধনে আমার তুল্য নয়, এবং তাহার তেজ এবং যশও আমার সদৃশ হইবে না। ঐ সমুদ্রতীরে সুরম্য কানন আছে, তুমি স্বর্ণহারে শোভিত হইয়া, তন্মধ্যে আমার সহিত বিহার কর।

একবিংশ সর্গ।

তখন জানকী উগ্রস্বভাব রাবণের এইরূপ বাক্য শ্রবণে কম্পিত হইয়া অবিরল রোদন করিতে লাগিলেন। রামচিন্তা তাঁহার মনে নিরন্তর জাগরূক; তিনি একটী তৃণ ব্যবধানে রাখিয়া উহাঁকে কাতর স্বরে কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসাধিনাথ! তুমি আমায় অভিলাষ করিও না, স্বভার্য্যায় অনুরাগী হও; পাপাত্মার পক্ষে মুক্তিপদার্থের ন্যায় তুমি আমাকে সুলভ বোধ করিও না। পরপুরুষস্পর্শ পতিব্রতার একান্তই দূষণীয়, আমি মহৎ বংশে জন্মিয়া এবং যৌনসম্বন্ধে পবিত্র কুলে পড়িয়া কিরূপে তদ্বিষয়ে সম্মত হইব।

পরে জানকী রাবণকে পশ্চাৎ করিয়া বসিলেন, এবং পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, দেখ্, আমি অন্যের সহধর্ম্মিণী ও সাধ্বী, তুই আমাকে সামান্য ভোগ্যা স্ত্রী বোধ করিস্ না। ধর্ম্মকে শ্রেয় জ্ঞান কর্, এবং সৎব্রতচারী হ। রাক্ষস! নিজের ন্যায় পরের স্ত্রীকেও রক্ষা করা উচিত, তুই এই আত্মপ্রমাণ লক্ষ্য

করিয়া আপনার স্ত্রীতে অনুরাগী হ। যে পুরুষ স্বভার্য্যায় সন্তুষ্ট নয়, সেই অজিতেন্দ্রিয় চঞ্চল পরস্ত্রীর নিকট অপমানিত হইয়া থাকে, এবং সজ্জনেরাও তাহার বুদ্ধিতে ধিক্কার করেন। যখন তোর বুদ্ধি এইরূপ বিপরীত ও ভ্রষ্ট, তখন বোধ হয়, এই মহানগরী লঙ্কায় সজ্জন নাই, থাকিলেও তুই তাঁহাদিগের কোনরূপ সংশ্রব রাখিস্ না। কিম্বা বিচক্ষণেরা তোকে যা কিছু হিত কথা কহেন, রাক্ষসকুল উৎসন্ন দিবার জন্য তাহা অসার বোধে নিশ্চয়ই উপেক্ষা করিয়া থাকিস্। দেখ্, কুক্রিয়াসক্ত নির্ব্বোধের রাজ্য ঐশ্বর্য্য কিছুই থাকে না। এক্ষণে এই ধনরত্নপূর্ণ লঙ্কা একমাত্র তোর দোষে অচিরাৎ ছারখার হইবে। অদূরদর্শী দুরাচার স্বীয় কর্ম্মদোষে বিনষ্ট হইলে সকলেই হর্ষ প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং অনেকে তোর বিপদ দেখিয়া হৃষ্টমনে এইরূপ কহিবে, ভাগ্যক্রমেই এই নিষ্ঠুর শীঘ্র উৎসন্ন হইল।

রাবণ! প্রভা যেমন সূর্য্যের আমিও সেইরূপ রামের, সুতরাং তুই আমাকে ঐশ্বর্য্য বা ধনে কদাচ প্রলোভিত করিতে পারিবি না। আমি সেই লোকনাথের হস্ত মস্তকের উপধান করিয়া, এক্ষণে বল্, কিরূপে অন্যের বাহু আশ্রয় পূর্ব্বক শয়ন করিব। ব্রতপারগ বিপ্রের ব্রহ্মবিদ্যার ন্যায়, আমাতে সেই তত্ত্বদর্শী মহারাজের সম্পূর্ণ অধিকার। রাবণ! তুই এক্ষণে

এই দুঃখিনীকে রামের সঙ্গিনী করিয়া দে। যদি লঙ্কার শ্রী রক্ষায় ইচ্ছা থাকে, যদি স্ববংশে বাঁচিবার বাসনা থাকে, তবে সেই শরণাগতবৎসল রামকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা কর্। দেখ্, যদি তুই আমাকে লইয়া তাঁহার হস্তে দিস্, তবেই তোর মঙ্গল, নচেৎ ঘোর বিপদ। বজ্রাস্ত্র তোকে সংহার নাও করিতে পারে, কৃতান্ত চিরদিনের জন্য তোরে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু সেই লোকাধিপতি রামের হস্তে কিছুতেই তোর নিস্তার নাই। তুই অচিরাৎ ইন্দ্রের বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় রামের ভীষণ শরাসনের টঙ্কার শুনিতে পাইবি। এই লঙ্কায় তাঁহার নামাঙ্কিত শরজাল জ্বলন্ত উরগের ন্যায় মহাবেগে আসিয়া পড়িবে। ঐ সমস্ত শর কঙ্কপত্রলাঞ্ছিত, তদ্দ্বারা এই স্থান আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে এবং রাক্ষসগণ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। সেই রামরূপ বিহঙ্গরাজ রাক্ষসরূপ ভুজঙ্গদিগকে মহাবেগে লইয়া যাইবেন। যেমন বামনদেব ত্রিপদ নিক্ষেপে অসুরগণ হইতে সুরশ্রী উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাম তোর হস্ত হইতে শীঘ্রই আমাকে উদ্ধার করিবেন। দেখ্, জনস্থান উচ্ছিন্ন হইয়াছে, রাক্ষসসৈন্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, এখন তুই ত অক্ষম, সুতরাং যে কার্য্য করিয়াছিস্, তাহা নিতান্তই গর্হিত। সেই নরবীর মৃগগ্রহণের জন্য ভ্রাতার সহিত অরণ্যে গিয়াছিলেন, তুই তাঁহার শূন্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়া যে কার্য্য করিয়াছিস, তাহা অত্যন্ত ঘৃণিত।

তুই তাঁহাদিগের গন্ধ আঘ্রাণ করিলে, ব্যাঘ্রের নিকট কুক্কুরের ন্যায় কদাচ তিষ্ঠিতে পারিবি্স্ না। বৃত্রাসুরের এক হস্ত ইন্দ্রের দুই হস্তের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিল* তোর অদৃষ্টে নিশ্চয় সেই রূপই ঘটিবে। যখন রামের সহিত বৈরপ্রসঙ্গ হইয়াছে, তখন তোর সহায় সম্পদ অকিঞ্চিৎকর হইবে, সন্দেহ নাই। সূর্য্যের পক্ষে যেমন জলবিন্দু শোষণ, সেইরূপ আমার প্রাণনাথের পক্ষে তোর প্রাণ হরণ। এক্ষণে তুই কৈলাসে যা, বা পাতালেই প্রবিষ্ট হ, রামের হস্তে বজ্রাগ্নিদগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় তোর কিছুতেই আর নিস্তার নাই।

* পুরাণে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, বৃত্রাসুর এক হস্ত ছিন্ন হইলে অপর হস্তে বহুকাল ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করেন।

দ্বাবিংশ সর্গ।
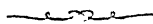
অনন্তর রাবণ প্রিয়দর্শনা জানকীরে অপ্রিয় বাক্যে কহিতে লাগিলেন, জানকি! পুরুষ স্ত্রীলোককে যেরূপ সমাদর করে, সে সেই পরিমাণে তাহার প্রিয়পাত্র হয়; কিন্তু আমি তোমাকে যতটুকু সমাদর করিয়াছি, তুমি সেই পরিমাণে আমার অপমান করিয়াছ। যেমন সুনিপুণ সারথি বিপথগামী অশ্বকে নিরোধ করিয়া রাখে, সেইরূপ প্রবল কাম তোমার প্রতি ক্রোধ এককালে রোধ করিতেছে। বলিতে কি, কাম নিতান্তই বাম, ইহা যে রমণীর আসঙ্গ ইচ্ছা করে, তাহার প্রতি স্নেহ ও দয়া জন্মাইয়া দেয়। সুন্দরি! তুমি অকারণ আমার উপর বীতরাগ হইয়াছ। তুমি বধ ও অপমানের যোগ্য, কিন্তু উৎকট কামই আমাকে এই সংকল্প হইতে পরাঙ্মুখ করিতেছে। তুমি এক্ষণে যেরূপ কঠোর কথা কহিলে, ইহাতেই তোমাকে বধদণ্ড প্রদান করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর রাবণ কুপিত মনে জানকীরে পুনর্ব্বার কহিলেন, দেখ, আমি তোমার কথাপ্রমাণ আর দুই মাস অপেক্ষা করিয়া থাকিব, কিন্তু পরে আমার পর্য্যঙ্কোপরি তোমাকে আরোহণ

করিতে হইবে। যদি এই নির্দ্দিষ্ট কালের অন্তে তুমি আমার প্রতি অনুরাগিণী না হও, তবে পাচকগণ আমার প্রাতর্ভক্ষ্য বিধানের জন্য নিশ্চয়ই তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিবে।

তখন দেবগন্ধর্ব্বরমণীগণ রাবণের এই বাক্যে যার পর নাই বিষণ্ণ হইল, এবং কেহ ওষ্ঠাগ্র উৎক্ষেপণ, কেহ নেত্রের ইঙ্গিত ও কেহ বা মুখভঙ্গী করিয়া, জানকীরে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিল। তখন জানকী কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া, রাবণের শুভসংকল্প পূর্ব্বক পাতিব্রত্য তেজ ও পতির বীর্য্যগর্ব্বে কহিতে লাগিলেন, রে নীচ! তোর শুভাকাঙ্ক্ষা করে, বোধ হয়, এই নগরীতে এমন কেহই নাই, থাকিলে সে তোরে অবশ্যই এই গর্হিত কার্য্যে নিবারণ করিত। শচী যেমন সুররাজ ইন্দ্রের, আমিও সেইরূপ ধর্ম্মশীল রামের ধর্ম্মপত্নী, তুই ভিন্ন ত্রিলোকে আর কেহই আমাকে মনেও কামনা করিতে পারে না। রে পামর! তুই এক্ষণে আমায় যে সকল পাপ কথা কহিলি, বল্ কোথায় গিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইবি? রাম গর্ব্বিত মাতঙ্গ, আর তুই তাঁহার পক্ষে একটী ক্ষুদ্র শশক, সুতরাং তাঁহার সহিত যুদ্ধে তোরে অবশ্যই পরাস্ত হইতে হইবে। এক্ষণে যাবৎ না রামের দৃষ্টিপথে পড়িতেছিস্, তাবৎ তাঁহার নিন্দা করিতে কি তোর লজ্জা হইতেছে না? তুই আমাকে কুদৃষ্টিতে দেখিতেছিস্, তোর ঐ বিকৃত ক্রূর চক্ষু ভূতলে কেন স্খলিত হইল না? আমি

রামের ধর্ম্মপত্নী এবং রাজা দশরথের পুত্রবধূ, আমাকে অবাচ্য কহিয়া তোর জিহ্বা কেন বিশীর্ণ হইয়া গেল না? আমি পাতিব্রত্য তেজে এখনই তোকে ভস্ম করিতে পারি, কিন্তু তপোরক্ষা এবং রামের অনুমতির অপেক্ষায় তাহাতে নিরস্ত থাকিলাম। দেখ্, তুই আমাকে হরণ ও গোপন করিয়া কদাচই রাখিতে পারিবি না, যত দূর করিয়াছিস্, তোর মৃত্যুর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইবে। তুই কুবেরের ভ্রাতা এবং বীর পুরুষ, তুই কি জন্য মারীচের মায়ায় রামকে দূরবর্ত্তী করিয়া চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা তাঁহার স্ত্রীকে আনিলি।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ ক্রূর দৃষ্টি বিঘূর্ণিত করিয়া জানকীরে দেখিলেন। তাঁহার দেহ কৃষ্ণমেঘাকার, বাহুযুগল প্রকাণ্ড, গ্রীবা অত্যুচ্চ, জিহ্বা প্রদীপ্ত এবং নেত্র বিকট। তাঁহার বল বিক্রম সিংহের ন্যায় এবং গতি অত্যন্ত মন্থর; তিনি রক্ত মাল্য ও রক্ত বসনে শোভা পাইতেছেন; তাঁহার হস্তে স্বর্ণ কেয়ূর, মস্তকে কম্পিত কনক-কিরীট, এবং কটিতটে রত্ন কাঞ্চী; তিনি ঐ কাঞ্চীযোগে সমুদ্র মন্থনকালীন উরগপরিবৃত মন্দরের ন্যায় শোভিত আছেন। তাঁহার কর্ণে মণি-কুণ্ডল, তিনি তদ্দারা অশোকের রক্তবর্ণ পুষ্পপল্লবে প্রদীপ্ত পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। তিনি স্বয়ং কল্পবৃক্ষের অনুরূপ এবং দেখিতে যেন মূর্ত্তিমান বসন্ত, তিনি সুবেশেও শ্মশানস্থ চৈত্যের ন্যায় ভীষণ

হইয়া আছেন। তাঁহার নেত্রযুগল ক্রোধে আরক্ত, তিনি ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস ফেলিতেছেন। তাহার মুখ ভ্রুকুটীকুটিল, তিনি রোষভরে জানকীর প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, তুমি দুর্নীতিনিষ্ঠ, তোমার ভাল মন্দ কিছুমাত্র বিচার নাই; এক্ষণে সূর্য্য যেমন অন্ধকারকে সংহার করেন, সেইরূপ আমি অদ্যই তোমার বধ সাধন করিব। এই বলিয়া রাবণ ঘোরদর্শন রাক্ষসীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তথায় একাক্ষী, এককর্ণা, কর্ণপ্রাবরণা, গোকর্ণী, হস্তিকর্ণী, লম্বকর্ণী, অকর্ণিকা, হস্তিপদী, অশ্বপদী, গোপদী, পাদচূলিকা একপদী, পৃথুপদী, অপদী, দীর্ঘশিরোগ্রীবা, দীর্ঘকুচোদরী, দীর্ঘনেত্রা, দীর্ঘজিহ্বা, দীর্ঘনখা, অনাসিকা, সিংহমুখী, গোমুখী, ও শূকরীমুখী প্রভৃতি নিশাচরী দণ্ডায়মান ছিল। রাবণ তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রাক্ষসীগণ! জানকী যেরূপে শীঘ্র আমার বশবর্ত্তিনী হন, তোমরা স্বতন্ত্র বা মিলিত হইয়া তাহার উপায় বিধান কর। প্রতিকুল বা অনুকূল কার্য্য এবং সাম দান ভেদ ও দণ্ডে ইহারে আমার প্রীতিপ্রবণ করিয়া দেও। রাবণ রাক্ষসীদিগকে পুনঃ পুনঃ এইরূপ আদেশ দিয়া, কাম ও ক্রোধে জানকীরে তর্জন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে ধান্যমালিনী নাম্নী এক রাক্ষসী রাবণের নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! তুমি আমার

সহিত ক্রীড়া কর, এই দীনা বিবর্ণা মানুষীকে লইয়া তোমার কি হইবে? দেখ, দেবগণ ইহার ভাগ্যে ভোগ বিধান করেন নাই। এই নারী নিতান্ত বামা, তুমি ইহাকে কামনা করিতেছ বলিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইতেছে। যে স্ত্রী ইচ্ছুক, তাহারে প্রার্থনা করিলেই উৎকৃষ্ট প্রীতি জন্মে। এই বলিয়া ধান্যমালিনী রাবণকে প্রণয়ভরে কিঞ্চিৎ অপসারিত করিয়া দিল। রাবণও হাসিতে হাসিতে তৎক্ষণাৎ প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, এবং নারীগণে বেষ্টিত হইয়া, পদভরে পৃথিবীকে কম্পিত করত তথা হইতে চলিলেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

অনন্তর রাবণ অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলে, বিকৃতাকার রাক্ষসীরা সীতার সন্নিহিত হইল, এবং উহাঁকে ক্রোধভরে কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিল, জানকি! তুমি মোহক্রমে পুলস্ত্যকুলোৎপন্ন মহামান্য রাবণের নিকট পত্নীভাব স্বীকার করা গৌরবের বলিয়া বুঝিতেছ না। পরে একজটা নাম্নী অপর এক রাক্ষসী তাঁহাকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক, রোষরক্ত লোচনে কহিল, দেখ, পুলস্ত্যদেব ব্রহ্মার মানস পুত্র, ছয় জন প্রজাপতির মধ্যে তিনিই চতুর্থ, প্রজাপতিকল্প মহর্ষি বিশ্রবা ঐ পুলস্ত্যেরই মানস পুত্র, মহাবীর রাবণ এই বিশ্রবা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি এই রাবণের পত্নী হও, কি জন্য আমার বাক্যে অনাস্থা করিতেছ? পরে হরিজটা নাম্নী এক বিড়ালাক্ষী রাক্ষসী ক্রোধে নেত্রদ্বয় বিঘূর্ণিত করিয়া কহিল, যিনি দেবগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করিয়াছেন, তুমি সেই রাবণের প্রণয়িনী হও। যিনি বলগর্ব্বিত রণদক্ষ ও বীর, তাঁহার প্রতি কেন তোমার অনুরাগ নাই? মহারাজ রাবণ

সর্ব্বশ্রেষ্ঠা প্রাণপ্রিয়া মন্দোদরীকে ত্যাগ করিয়া তোমার নিকট আসিবেন। তিনি রত্নসজ্জিত রমণীপূর্ণ অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন। পরে বিকটা নাম্নী আর একটী রাক্ষসী কহিল, দেখ, যিনি নাগ গন্ধর্ব্ব ও দানবগণকে পুনঃ পুনঃ জয় করেন, তিনিই তোমার পার্শ্বে আসিয়াছিলেন। রে অধমে! মহাধন মহাত্মা রাবণের পত্নী হইতে কেন তোর ইচ্ছা নাই? পরে দুর্ম্মুখী কহিল, দেখ, যাঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দেন না, বায়ু সঞ্চরণ করেন না, তরুরাজি পুষ্প বৃষ্টি করিয়া থাকে, এবং যাঁহার ইচ্ছাক্রমে পর্ব্বত ও মেঘ বারি বর্ষণ করে, তুমি কি জন্য সেই রাজাধিরাজ রাবণের পত্নী হইতে অভিলাষী নও? জানকি! আমি তোমাকে ভালই কহিতেছি, তুমি কথা রক্ষা কর, অন্যথা মরিবে।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

অনন্তর ঐ সমস্ত করালবদনা রাক্ষসী অপ্রিয় ও কঠোর বাক্যে প্রিয়দর্শনা জানকীরে কহিতে লাগিল, দেখ, রাক্ষসরাজ রাবণের রমণীয় অন্তঃপুরে বহুমূল্য শয্যা সকল সুসজ্জিত আছে, তথায় বাস করিতে কি জন্য তোমার অভিলাষ নাই? তুমি মানুষী, মনুষ্যের পত্নী হওয়া গৌরবের বলিয়া বুঝিতেছ, কিন্তু তোমার এই সংকল্প কোন মতেই সিদ্ধ হইবে না। রাম রাজ্যভ্রষ্ট ভগ্নমনোরথ ও দীন, তুমি তাহার প্রতি বীতরাগ হও। রাবণ বিশ্বরাজ্যের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন, তুমি তাঁহাকে পাইয়া স্বেচ্ছানুরূপ সুখ লাভ কর।

তখন জানকী রাক্ষসীগণের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক অশ্রু-পূর্ণলোচনে কহিলেন, দেখ, তোমরা যে আমাকে পরপুরুষ-সংশ্রবের কথা কহিতেছ, এই ঘৃণিত পাপ কিছুতেই আমার মনে স্থান পাইতেছে না। মানুষী কি প্রকারে রাক্ষসের পত্নী হইবে? বরং তোমরা আমাকে ভক্ষণ কর, কিন্তু আমি কোন মতে তোমাদের অনুরোধ রক্ষা করিব না। আমার পতি রাম

দীন বা রাজ্যহীন হউন, তিনিই আমার পূজ্য। সুবর্চলা যেমন সূর্য্যের, সেইরূপ আমি রামের পক্ষপাতিনী হইয়া আছি। শচী যেমন ইন্দ্রের, অরুন্ধতী যেমন বসিষ্ঠের, রোহিণী যেমন চন্দ্রের, লোপামুদ্রা যেমন অগস্ত্যের, সুকন্যা যেমন চ্যবনের, সাবিত্রী যেমন সত্যবানের, শ্রীমতী যেমন কপিলের, এবং দময়ন্তী যেমন নলের, সেইরূপ আমি রামের অনুরাগিণী হইয়া আছি।

তখন রাক্ষসীগণ জানকীর এই বাক্য শুনিয়া, ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিল এবং রুক্ষভাবে তাঁহারে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর হনুমান শিংশপা বৃক্ষে নীরব হইয়া প্রচ্ছন্ন ছিলেন, তিনি স্বকর্ণে ঐ সমস্ত কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। জানকী ভয়ে কম্পিত, নিশাচরীগণ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া ক্রোধভরে জ্বালাকরাল লম্বিত ওষ্ঠ পুনঃ পুনঃ লেহন করিতে লাগিল এবং শীঘ্র পরশু গ্রহণ পূর্ব্বক কেবল এই কথাই কহিতে লাগিল, এই হতভাগিনী কোন অংশেই মহারাজ রাবণের যোগ্য নয়।

অনন্তর জানকী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জন করিতে করিতে শিংশপা বৃক্ষের মূলে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। রাক্ষসীগণ পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে বেষ্টন করিল। উহাদের মধ্যে বিনতা নাম্নী এক করালদর্শনা নিম্নোদরী নিশাচরী ছিল। সে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া জানকীরে কহিতে লাগিল, ভদ্রে! তুমি

ভর্ত্তৃস্নেহ যত দূর দেখাইলে, এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট, অতিবৃদ্ধি কষ্টের কারণ হইয়া উঠিবে। তুমি কুশলে থাক, আমি তোমার ব্যবহারে যার পর নাই পরিতোষ পাইলাম। মনুষ্যজাতির যাহা কর্ত্তব্য তুমি তাহাই করিয়াছ। কিন্তু এক্ষণে আমার একটী কথা আছে, শুন। রাক্ষসরাজ রাবণ একান্ত প্রিয়বাদী অনুকূল বদান্য ও বীর, তুমি দীন মনুষ্যের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে গিয়া আশ্রয় কর। আজ হইতে দিব্য অঙ্গরাগ ও দিব্য অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া, স্বাহা ও শচীর ন্যায় সকলের অধীশ্বরী হও। নির্জীব দীন রামকে লইয়া তোমার কি লাভ হইবে? এক্ষণে যদি তুমি আমার কথা না রাখ, তবে এই মুহূর্ত্তেই আমরা তোমাকে ভক্ষণ করিব।

অনন্তর লম্বিতস্তনী বিকটা ক্রোধভরে মুষ্টি উত্তোলন করিয়া, তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, জানকি! আমি দয়া ও সৌজন্যে তোমার অনেক বিসদৃশ কথা সহ্য করিলাম, কিন্তু তুমি যে আমাদিগকে উপেক্ষা করিতেছ; ইহাতে তোমার শ্রেয় হইবে না। দেখ, তুমি দুর্গম সমুদ্রপারে আনীত হইয়াছ, রাবণের ঘোর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছ, এই অশোক বনে রুদ্ধ এবং আমাদিগের প্রযত্নে রক্ষিত হইতেছ; সুতরাং এক্ষণে তোমাকে উদ্ধার করিতে স্বয়ং দেবরাজেরও সাধ্য নাই। তুমি আমার কথা শুন, অকারণ শোকাকুল হইয়া রোদন করিও না,

এবং এই চির দীনতা দূর করিয়া প্রফুল্ল হও। জানই ত, স্ত্রীলোকের যৌবন অস্থায়ী, এক্ষণে যত দিন এই যৌবন আছে সুখভোগ করিয়া লও। তুমি রাবণের সহিত সুরম্য উদ্যান, উপবন ও পর্ব্বতোপরি বিচরণ কর। অসংখ্য নারী তোমার বশবর্ত্তিনী হইবে, তুমি রাবণকে কামনা কর। দেখ, যদি তুমি আমার কথা না রাখ, তবে আমি তোমার হৃৎপিণ্ড উৎপাটন পূর্ব্বক নিশ্চয়ই ভক্ষণ করিব।

অনন্তর ক্রূরদর্শনা চণ্ডোদরী এক প্রকাণ্ড শূল বিঘূর্ণিত করিতে করিতে কহিল, এই রমণী অত্যন্ত ভীত, ইহাকে দেখিয়া অবধি আমার বড়ই সাধ হইতেছে, যে, আমি ইহার যকৃৎ, প্লীহা, বক্ষ, হৃৎপিণ্ড, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া খাই।

পরে প্রঘসা কহিল, তোমরা কি জন্য নিশ্চিন্ত আছ? আইস, আমরা এই নিষ্ঠুর নারীকে গলা টিপিয়া মারি। পরে মহারাজকে গিয়া বলিও, সেই মানুষী মরিয়াছে। তিনি এই সংবাদ শুনিলে নিশ্চয়ই কহিবেন, তোমরা তাহাকে খাও।

অজামুখী কহিল, দেখ, এই স্ত্রীকে হত্যা করিয়া ইহার মাংসপিণ্ড তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লও; ইহার সঙ্গে এইরূপ বিবাদ আমার ত ভাল লাগিতেছে না। এক্ষণে যাও, শীঘ্র পানার্থ জল ও প্রচুর মাল্য লইয়া আইস।

শূর্পণখা কহিল, দেখ, অজামুখী ভালই বলিতেছে, আমারও ঐ মত। এক্ষণে শীঘ্র সন্তাপহারিণী সুরা আন, আজ আমরা মনুষ্যমাংস খাইয়া দেবী নিকুম্ভিলার নিকট নৃত্য করিব।

তখন সুরনারীসম সীতা ঐ সমস্ত বিরূপ রাক্ষসীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক অধীর ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

অনন্তর তিনি নিতান্ত ভীত হইয়া, বাষ্পগদ্গদ স্বরে কহিলেন, দেখ, আমি মানুষী, বল, কিরূপে রাক্ষসের পত্নী হইব? বরং তোমরা আমাকে খাও, ক্ষতি নাই, কিন্তু আমি কিছুতেই তোমাদের কথা রাখিতে পারিব না।

জানকীর চতুর্দিকে রাক্ষসী, তিনি ভয়ে নিরন্তর কম্পিত হইতেছেন, এবং ভয়েই যেন নিজের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি অরণ্যে যূথভ্রষ্ট ব্যাঘ্রনিপীড়িত মৃগীর ন্যায় একান্ত বিহ্বল। তৎকালে রাক্ষসীগণের লাঞ্ছনায় তাঁহার মন যার পর নাই অশান্ত হইয়াছে। তিনি শিংশপা বৃক্ষের এক সুদীর্ঘ পুষ্পিত শাখা অবলম্বন পূর্ব্বক ভগ্ন মনে রামকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষের জলধারায় স্তনযুগল সিক্ত হইয়া গেল। কিরূপে যে শোকের শান্তি হইবে, তিনি কেবল এই চিন্তাই করিতেছেন, কিন্তু কিছুতে তাহার আর অন্ত পাইতেছেন না। তাঁহার মুখশ্রী ভয়ক্ষোভে নিতান্ত মলিন। তিনি বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় সতত‍ই কম্পিত হইতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশে একটী সুদীর্ঘ বেণী লম্বিত, ঐ কম্প নিবন্ধন তাহা গমনশীল ভুজঙ্গীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে।

তিনি শোকে জ্ঞানশূন্য এবং দুঃখে একান্ত কাতর; তিনি সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন, এবং হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা কৌশল্যে! হা সুমিত্রে! এই বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কহিলেন, স্ত্রী বা পুরুষ হউক, অকালমৃত্যু কাহারই ভাগ্যে সুলভ নহে, এই যে লোকপ্রবাদ আছে ইহা যথার্থ, নচেৎ কি জন্য আমাকে এই সকল ক্রূর রাক্ষসীর উৎপীড়ন সহিয়া রাম ব্যতীত ক্ষণকালও বাঁচিতে হইবে? আমি অতি মন্দভাগিনী, সমুদ্রে ভারাক্রান্ত নৌকা যেমন প্রবল বায়ুবেগে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ আমি নিতান্ত অনাথার ন্যায় বিনষ্ট হইতেছি। এক্ষণে আমি রাক্ষসীদিগের বশবর্ত্তিনী আছি, রামকেও আর দেখিতেছি না, সুতরাং প্রবাহবেগে নদীর কূল যেমন স্খলিত হয়, সেইরূপ আমি শোকে অতিশয় অবসন্ন হইতেছি। রাম প্রিয়বাদী ও কৃতজ্ঞ, ধন্য ও কৃতপুণ্যেরাই সেই পদ্মপলাশলোচনকে দেখিতেছেন। সুতীক্ষ্ণ বিষপানে যেরূপ হয়, আত্মজ্ঞ রাম ব্যতীত আমার ভাগ্যে তাহাই ঘটিবে। জানি না, আমি জন্মান্তরে কি মহাপাপ করিয়াছিলাম, তাহারই ফলে আমায় এই নিদারুণ যাতনা সহ্য করিতে হইতেছে। এই মনুষ্যজন্মে ধিক্‌, পরাধীনতাকেও ধিক্‌, আমি যে স্বেচ্ছাক্রমে প্রাণত্যাগ করিব, কেবল এই জন্যই তাহা ঘটিতেছে না।

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

জানকী যেন উন্মত্তা, শোকভরে যেন উদ্ভ্রান্তা। তিনি পরিশ্রান্ত বড়বার ন্যায় এক একবার ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন। তাঁহার চক্ষু দুঃখাশ্রুতে পরিপূর্ণ, তিনি অবনত মুখে কেবলই এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, রাম মারীচের মায়ায় মুগ্ধ হন, এই সুযোগে রাবণ আমাকে বল পূর্ব্বক হরণ করিয়াছে। এক্ষণে আমি রাক্ষসীদিগের হস্তে, উহাদের বিস্তর বাক্যযন্ত্রণা সহিতেছি। বলিতে কি, এইরূপ দুঃখ চিন্তায় আর আমার বাঁচিতে সাধ নাই; আমি যখন রামবিহীন হইয়া এই রূপ নিদারুণ ক্লেশে আছি, তখন আমার আর জীবনে কাজ কি? ধন রত্ন ও অলঙ্কারেই বা প্রয়োজন কি? বোধ হয়, আমার এই হৃদয় পাষাণময় এবং অজর ও অমর, কারণ, এরূপ দুঃখেও ইহা বিদীর্ণ হইতেছে না। আমি অনার্য্যা ও অসতী, আমাকে ধিক্, আমি রামব্যতীত মুহূর্ত্তকালও জীবিত রহিয়াছি। রাবণকে কামনা করা দূরে থাক, আমি তাহাকে বামপদেও স্পর্শ করিতেছি না। ঐ দুরাত্মা প্রত্যাখ্যান বুঝে না, এবং আত্মগৌরব ও আপনার কুলমর্য্যাদাও জানে না। সে স্বীয় নিষ্ঠুর

প্রকৃতির পরতন্ত্র, এক্ষণে অন্য দ্বারা আমাকে প্রার্থনা করিতেছে। রাক্ষসীগণ! তোমরা অধিক আর কেন বল, আমাকে ছিন্ন ভিন্ন বা বিদীর্ণ করিয়া ফেল, অথবা অগ্নিতেই দগ্ধ কর, আমি কিছুতেই রাবণের প্রতি অনুরাগিণী হইব না। রাম কৃতজ্ঞ বিজ্ঞ, সুশীল ও দয়ালু. বলিতে কি, তিনি কেবল আমারই অদৃষ্টের দোষে এইরূপ নির্দ্দয় হইয়াছেন। যিনি জনস্থানে একাকী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসসৈন্য পরাস্ত করেন, তিনি কি জন্য আমার নিকট আগমন করিতেছেন না। হীনবল রাবণ আমাকে আনিয়া এই কাননে রুদ্ধ করিয়াছে, রাম যুদ্ধে অনায়াসেই তাহাকে বিনাশ করিবেন। যিনি দণ্ডকারণ্যে বিরাধকে বধ করিয়াছিলেন, তিনি কি জন্য আমার উদ্ধারার্থ আসিতেছেন না। এই মহানগরী লঙ্কার চতুর্দ্দিকে মহাসমুদ্র, সুতরাং ইহা অন্যের অগম্য, কিন্তু রামের শর সর্ব্বত্রগামী. এখানে কদাচই উহার গতিরোধ হইবে না। আমি রামের প্রাণসম পত্নী, দুরাত্মা রাবণ আমাকে বল পূর্ব্বক হরণ করিয়াছে, জানি না, এক্ষণে সেই মহাবীর কি জন্য আমার অন্বেষণে নিশ্চেষ্ট হইয়া আছেন। আমি যে এইস্থানে আছি, বোধ হয়, তিনি তাহা জ্ঞাত নহেন, জানিলে কি এই রূপ অবমাননা সহ্য করিতেন? হা! যিনি তাঁহাকে আমার হরণবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিবেন, রাবণ সেই জটায়ুকেও বধ করিয়াছে। জটায়ু

বৃদ্ধ হইলেও আমার রক্ষার্থ রাবণের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে কি অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন! আমি এখানে রুদ্ধ হইয়া আছি, আজ রাম এ কথা শুনিলে নিশ্চয়ই রোষভরে ত্রিলোক রাক্ষস-শূন্য করিতেন; লঙ্কাপুরী ছার খার করিয়া ফেলিতেন; সমুদ্র শুষ্ক করিতেন এবং নীচপ্রকৃতি রাবণের কীর্ত্তি বিলুপ্ত করিয়া দিতেন। আমি যেমন এক্ষণে কাতরপ্রাণে কাঁদিতেছি, প্রতি গৃহে রাক্ষসীগণ অনাথা হইয়া এইরূপে রোদন করিত। অতঃ-পর মহাবীর রাম লক্ষ্মণের সহিত লঙ্কাপুরী অন্বেষণ করিয়া রাক্ষসদিগের এইরূপ দুরবস্থা করিবেন। বিপক্ষ একবার তাঁহা-দের চক্ষে পড়িলে আর ক্ষণকালও বাঁচিবে না। এই লঙ্কার রাজপথ অচিরাৎ চিতাধূমে আকুল হইয়া উঠিবে, গৃধ্রগণে সঙ্কুল হইবে; অচিরাৎ ইহা শ্মশানতুল্য হইয়া যাইবে এবং অচিরাৎই আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। রাক্ষসীগণ! আমার এই বাক্য অলীক বোধ করিও না, ইহাতে তোমাদেরই অদৃষ্টে বিপদ ঘটিবে। দেখ, এক্ষণে এই লঙ্কায় নানারূপ অশুভ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা শীঘ্রই হতশ্রী হইবে! পাপাত্মা রাবণ বিনষ্ট হইলে এই নগরী বিধবা নারীর ন্যায় শুষ্ক হইয়া যাইবে। আজ ইহাতে নানারূপ আনন্দোৎসব হইতেছে, কিন্তু অবিলম্বেই ইহা নিষ্প্রভ হইবে। আমি শীঘ্রই গৃহে গৃহে রাক্ষসীদিগের দুঃখ শোকের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইব। আমি যে এস্থানে আছি,

যদি মহাবীর রাম কোন প্রসঙ্গে ইহা জানিতে পারেন, তখন দেখিবে, এই লঙ্কাপুরী তাঁহার শরে ছিন্ন ভিন্ন ও ঘোর অন্ধকারে পূর্ণ হইবে এবং রাক্ষসকুলেও আর কেহ অবশিষ্ট থাকিবে না। নির্দ্দয় নীচ রাবণ আমার সহিত যে সময়ের সীমা স্থির করিয়াছে, তাহা ত প্রায় অবসান হইয়া গেল, এখন আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। রাক্ষসগণ পাপাচারী ও বিবেকশূন্য, এক্ষণে ইহাদিগেরই হস্তে আমাকে মৃত্যু দর্শন করিতে হইবে। ঐ সমস্ত মাংসাশী পামর ধর্ম্মের অনুরোধ রক্ষা করে না, ইহাদিগেরই অধর্ম্মে এই লঙ্কায় একটী ঘোরতর উৎপাত ঘটিবে। আমি ত এখন রাক্ষসের প্রাতর্ভক্ষ্য হইতেছি, কিন্তু প্রিয়দর্শন রামকে দেখিতে না পাইলে মৃত্যুকালে কি করিব? তাঁহাকে না দেখিলে সকাতরে কিরূপেই বা প্রাণত্যাগ করিব। আমি যে জীবিত আছি, বোধ হয়, রাম তাহা জানেন না, জানিলে নিশ্চয়ই সমস্ত পৃথিবীতে আমার অন্বেষণ করিতেন। অথবা তিনিই হয় ত আমার শোকে দেহপাত করিয়া থাকিবেন। হা! দেবলোকে দেবগণ এবং ঋষি সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণই ধন্য, তাঁহারা সেই রাজীবলোচনকে দর্শন করিতেছেন। ধীমান রামের ধর্ম্মসাধনই উদ্দেশ্য, তিনি জীবন্মুক্ত রাজর্ষি, বোধ হয়, ভার্য্যাসঙ্গে তাঁহার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই, সেই জন্যই তিনি আমার অনুসন্ধান লইতেছেন না। চক্ষে চক্ষে

থাকিলে প্রীতি এবং অন্তরালে থাকিলেই স্নেহের উচ্ছেদ হয়, এইরূপ একটী প্রবাদ আছে বটে, কিন্তু কৃতঘ্নের পক্ষে এ কথা সঙ্গত, রামের ইহা কদাচই সম্ভবিতেছে না। আমি যখন তাঁহার স্নেহভ্রষ্ট হইয়াছি, তখন বোধ হয়, আমারই কোন দোষ অর্শিয়া থাকিবে, কিম্বা আমার অদৃষ্ট নিতান্তই মন্দ। যাহাই হউক, এক্ষণে আমার বাঁচিবার আর আবশ্যক নাই। হা! বোধ হয়, সেই দুই ভ্রাতা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ফল মূল ভক্ষণ ও বনে বনে বিচরণ করিতেছেন। কিম্বা দুরাত্মা রাবণ কৌশলক্রমে তাঁহাদিগকেও বিনাশ করিয়া থাকিবে। এক্ষণে আমার মৃত্যুই শ্রেয়, কিন্তু দেখিতেছি, এরূপ দুঃখেও আমার অদৃষ্টে মৃত্যু নাই। হা! ব্রহ্মনিষ্ঠ স্বাধীনচিত্ত মহাভাগ মুনিগণই ধন্য, তাঁহারা প্রিয় ও অপ্রিয় কোন বিষয়েরই অনুরোধ রাখেন না। প্রিয় হইতে দুঃখোৎপত্তি হয় না, অপ্রিয় হইতেই তাহা অধিক হইয়া থাকে; যাঁহারা সেই প্রিয় ও অপ্রিয়ের কোন অপেক্ষা রাখেন না, সেই সমস্ত মহাত্মাকে নমস্কার। আমি প্রিয় রামের স্নেহচ্যুত হইয়া রাবণের বশবর্ত্তী হইয়াছি, সুতরাং প্রাণত্যাগ করাই আমার শ্রেয় হইতেছে।

সপ্তবিংশ সর্গ।

তখন রাক্ষসীগণ জানকীর এই সমস্ত বাক্যে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইল, এবং উহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ সকল কথা দুরাত্মা রাবণের গোচর করিবার জন্য তথা হইতে প্রস্থান করিল। অনন্তর অন্যান্য রাক্ষসীগণ জানকীর সন্নিহিত হইয়া রুক্ষস্বরে কহিতে লাগিল, অনার্য্যে! তুই আর এক মাস অপেক্ষা করিয়া থাক্, পরে আমরা তোরে পরম সুখে খণ্ড খণ্ড করিয়া খাইব।

ইত্যবসরে ত্রিজটা নাম্নী এক বৃদ্ধা রাক্ষসী জাগরিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইল, এবং ঐ সমস্ত রাক্ষসীকে সীতার প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে দেখিয়া কহিল, দেখ, জানকী জনকের কন্যা এবং দশরথের পুত্রবধূ, তোমরা ইহাঁকে ভক্ষণ না করিয়া পরস্পর পরস্পরকে খাও। আজ আমি রাত্রিশেষে এক ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়াছি; বোধ হয়, রাক্ষসরাজ রাবণ সবংশে শীঘ্রই বিনষ্ট হইবেন।

তখন রাক্ষসীগণ ত্রিজটার মুখে এই দারুণ স্বপ্নের কথা শুনিয়া যার পর নাই ভীত হইল, কহিল, বল, তুমি আজ রাত্রি-

শেষে কিরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছ? ত্রিজটা কহিল, আমি দেখিলাম, যেন রাম শুক্ল বস্ত্র ও শুক্ল মাল্য ধারণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণের সহিত গজদন্তনির্ম্মিত গগনগামী বিমানে আরোহণ করিয়াছেন, এবং সহস্র অশ্ব তাঁহাকে বহন করিতেছে। ঐ সময় জানকী শুক্ল বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সমুদ্রবেষ্টিত শ্বেত পর্ব্বতের উপর উপবেশন করিয়া আছেন, এবং সূর্য্যের সহিত প্রভা যেমন মিলিত হয়, সেইরূপ তিনি রামের সহিত সমাগত হইয়াছেন। আবার দেখিলাম, রাম লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে এক শৈলপ্রমাণ দংষ্ট্রাকরাল প্রকাণ্ড হস্তীর পৃষ্ঠে উঠিয়াছেন। উহাঁরা সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী এবং স্বতেজে যেন প্রদীপ্ত; উহাঁরা শুক্ল বসন পরিধান পূর্ব্বক জানকীর নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। দেখিলাম, রাম ঐ শ্বেত পর্ব্বতের শিখরদেশে এক হস্তীকে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং কমল-লোচনা জানকী তাঁহার অঙ্কদেশ হইতে উত্থিত হইয়া তদুপরি আরোহণ করিতেছেন। তিনি স্বহস্তে চন্দ্রসূর্য্যকে স্পর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং তাঁহার সহিত রাম ও লক্ষ্মণ লঙ্কার ঊর্দ্ধে এক হস্তীর পৃষ্ঠে আরূঢ় আছেন। রাম একখানি উৎকৃষ্ট রথে আটটী শ্বেতবর্ণ বৃষভে বাহিত হইয়া, লক্ষ্মণের সহিত উপস্থিত হইলেন। এবং সীতাকে লইয়া, অত্যুজ্জ্বল পুষ্পক রথে আরোহণ পূর্ব্বক উত্তর দিকে প্রস্থান করিলেন। দেখিলাম, রাবণ মুণ্ডিত-মুণ্ড ও তৈলাক্ত; তিনি উন্মত্ত হইয়া মদ্য পান করিতেছেন;

তাঁহার পরিধান রক্তাম্বর, গলে করবীর মাল্য; আজ তিনি পুষ্পক রথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন। আবার দেখিলাম, তিনি কৃষ্ণাম্বর পরিধান করিয়াছেন, তাঁহার কণ্ঠে রক্তমাল্য এবং অঙ্গে রক্তচন্দন; একটী স্ত্রীলোক বল পূর্ব্বক তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে। তিনি এক গর্দ্দভযুক্ত রথে আরূঢ় আছেন, তাঁহার চিত্ত উদ্ভ্রান্ত, তিনি কখন হাসিতেছেন, কখন নাচিতেছেন এবং কখন বা তৈল পান করিতেছেন। তিনি গর্দ্দভে আরোহণ পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে যাইতেছেন। আবার একস্থলে দেখিলাম, রাবণ অধঃশিরা হইয়া ভয়বিহ্বল-চিত্তে গর্দ্দভ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন এবং সসম্ভ্রমে পুনরায় উঠিলেন। তাঁহার কটিতটে বস্ত্র নাই, মুখাগ্রে কেবলই দুর্বাক্য; তিনি অনতিবিলম্বে এক দুর্গন্ধ মলপূর্ণ পঙ্কবহুল দুঃসহ ঘোর অন্ধকারময় গর্ত্তে নিমগ্ন হইলেন এবং দক্ষিণাভিমুখী হইয়া এক শুষ্ক হ্রদে প্রবেশ করিলেন। আরও দেখিলাম, তাঁহার নিকট একটী রক্তবসনা কৃষ্ণবর্ণা নারী কর্দমাক্ত হইয়া উপস্থিত, সে তাঁহার কণ্ঠে রজ্জু বন্ধন পূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। আরও দেখিলাম, কুম্ভকর্ণ এবং ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি বীরগণ মুণ্ডিতমুণ্ড ও তৈলাক্ত হইয়াছেন। রাবণ বরাহে ইন্দ্রজিৎ শিশুমারপৃষ্ঠে এবং কুম্ভকর্ণ উষ্ট্রে আরোহণ পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে চলিয়াছেন। কিন্তু দেখিলাম, একমাত্র বিভীষণ

মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিয়া, চারি জন মন্ত্রীর সহিত গগনতলে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে সুসজ্জিত সভা, তন্মধ্যে নানা রূপ গীত বাদ্য হইতেছে। আবার দেখিলাম, এই হস্ত্যশ্বপূর্ণ সুরম্য লঙ্কা পুরীর পুরদ্বার ভগ্ন, ইহা সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছে; রাক্ষসীরা তৈল পান পূর্ব্বক প্রমত্ত হইয়া অট্ট-হাস্যে হাসিতেছে। লঙ্কার সমস্তই ভস্মাবশিষ্ট এবং কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষসেরা রক্তবস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক গোময়-হ্রদে প্রবিষ্ট হইতেছেন। রাক্ষসীগণ! তোমরা এখনই এই স্থান হইতে পলা-য়ন কর, দেখ, মহাবীর রাম জানকীরে নিশ্চয়ই পাইবেন। এক্ষণে যদি তোমরা সীতাকে যন্ত্রণা দেও, রাম তাহা সহ্য করিবেন না, তিনি নিশ্চয়ই তোমাদের সকলকে বিনাশ করিবেন। জানকী তাঁহার প্রাণসমা পত্নী, অরণ্যের সহচরী হইয়াছেন, তোমরা যে ইহাঁকে কখন ভৎসনা এবং কখন যে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছ, রাম তাহা কখনই সহ্য করিবেন না। অতঃপর রুক্ষ কথা পরিত্যাগ কর, ইহাঁকে স্নেহবচনে সান্ত্বনা করা আবশ্যক; আইস, সকলে ইহাঁর নিকট মঙ্গল ভিক্ষা করি; আমার ত ইহাই ভাল বোধ হইতেছে। জানকী শোক সন্তাপে একান্ত কাতর, আমি ইহাঁরই অনুকূল স্বপ্ন দেখিয়াছি; ইনি সমস্ত দুঃখ বিমুক্ত হইয়া প্রিয়লাভে সন্তুষ্ট হউন। রাক্ষসগণের ভাগ্যে রাম হইতে ঘোরতর ভয় উপস্থিত, এক্ষণে অধিক আর

কি, তোমরা যদিও জানকীরে ভৎর্সনা করিয়াছ, তথাচ এক্ষণে ইহাঁর প্রসাদ ভিক্ষা কর। ইনি প্রণিপাতে প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তোমাদিগকে গুরুতর ভয় হইতে রক্ষা করিবেন। দেখ, ইহাঁর সর্ব্বাঙ্গে কোনরূপ কুলক্ষণ দেখিতেছি না, কেবল অঙ্গ-সংস্কার নাই বলিয়া, যেন ইহাঁকে কিঞ্চিৎ দুঃখিত বোধ হই-তেছে। বলিতে কি, এক্ষণে অচিরাৎই ইহাঁর মনোরথ পূর্ণ হইবে; রাক্ষসরাজ রাবণের মৃত্যু এবং রামেরও জয়শ্রী লাভ হইবে। আমরা শীঘ্রই যে জানকীর প্রিয় সংবাদ শুনিতে পাইব, এই স্বপ্নই তাহার মূল। ঐ দেখ, ইহাঁর পদ্মপলাশবৎ বিস্ফারিত চক্ষু স্ফুরিত হইতেছে; বাম হস্ত অকস্মাৎ কণ্টকিত ও কম্পিত হইতেছে; এবং এই করিশুণ্ডাকার বাম ঊরু স্পন্দিত হইয়া, যেন রামের আগমনবার্ত্তা সূচনা করিতেছে। আর ঐ সমস্ত পক্ষীও বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট হইয়া, বারংবার শান্তস্বরে ডাকি-তেছে এবং হৃষ্টমনে রামের প্রত্যুদ্গমনের জন্য যেন সঙ্কেত করিতেছে।

তখন লজ্জাবতী জানকী এই স্বপ্ন-সংবাদে হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, ত্রিজটে! তুমি যাহা কহিলে, ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমি অবশ্যই তোমাদিগকে রক্ষা করিব।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

পরে তিনি রাবণের এই অমঙ্গল সংবাদে শঙ্কিত হইয়া, অরণ্যে সিংহভয়ভীত করিণীর ন্যায় কম্পিত হইলেন, এবং বিজন বনে পরিত্যক্ত বালিকার ন্যায় কাতর হইয়া, এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন, হা! অকাল মৃত্যু যে কাহারই সুলভ নয়, সাধুগণ এ কথা সত্যই কহিয়া থাকেন; তাহা না হইলে, এই পাপীয়সী এই রূপ লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া ক্ষণ কালও জীবিত থাকিতে পারিত না। হা! আজ আমার এই দুঃখপূর্ণ কঠিন হৃদয় বজ্রাহত শৈলশৃঙ্গের ন্যায় চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। অপ্রিয়দর্শন রাবণ কয়েক দিন পরেই ত আমারে বধ করিবে; কিন্তু এক্ষণে যদি আমি নিজের ইচ্ছায় প্রাণত্যাগ করি, তজ্জন্য কেন আমি দোষী হইব। ব্রাহ্মণ যেমন অব্রাহ্মণকে মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পারেন না, তদ্রূপ আমিও ঐ দুরাচারকে মন সমর্পণ করিতে পারিব না। এক্ষণে রাম যদি এ স্থানে না আইসেন, তাহা হইলে চিকিৎসক যেমন অস্ত্র দ্বারা গর্ভস্থ জন্তুকে ছেদন করে, সেইরূপ ঐ নীচ, শাণিত শরে শীঘ্রই আমারে খণ্ড খণ্ড করিবে। আমি একে দীন ও ভর্ত্তৃহীন, ইহার উপরও আবার আমাকে এই বধ-

যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। এক্ষণে এই ঘটনার আর দুই মাস কাল অবশিষ্ট আছে। যে তস্কর রাজাজ্ঞায় বধ্য ও বদ্ধ হইয়া আছে, নিশান্তে তাহার যেমন মৃত্যুর আশঙ্কা জন্মে, এই নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে আমারও সেইরূপ হইবে। হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা কৌশল্যে! হা মাতৃগণ! বুঝি, এই মন্দভাগিনী সমুদ্রে প্রবল বায়ু-প্রতিঘাতে তরণীর ন্যায় বিনষ্ট হয়। হা! রাম ও লক্ষ্মণ আমারই কারণে মৃগরূপী মারীচের হস্তে নিহত হইয়াছেন; আমিই সেই দুর্বৃত্ত রাক্ষসের মায়ায় প্রলোভিত ও মোহের বশীভূত হইয়া, উহাঁদিগকে অরণ্যে প্রেরণ করিয়াছিলাম। রাম! তুমি সত্যনিষ্ঠ, ও হিতকারী, এক্ষণে আমি এই স্থানে রাক্ষসের বধ্য হইয়া আছি, কিন্তু তুমি ইহার কিছুই জানিতেছ না। হা! আমার এই পাতিব্রত্য, ক্ষমা, ভূমিশয্যা, ও নিয়ম সমস্তই নিরর্থক হইল। কৃতঘ্নে কৃত উপকার যেমন নিষ্ফল হইয়া যায়, সেই রূপ এ সমস্তই পণ্ড হইয়া গেল। আমি দুঃখশোকে বিবর্ণ দীন ও কৃশ হইয়াছি, ভর্ত্তৃসমাগমে আমার কিছুমাত্র আশা নাই। রাম! বোধ হয়, তুমি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পিতৃনিদেশ পালন ও ব্রতাচরণ পূর্ব্বক গৃহে প্রতিগমন করিয়াছ, এবং তথায় নির্ভয় ও কৃতার্থ হইয়া বহুসংখ্য আকর্ণলোচনা কামিনীর সহিত সুখে কালক্ষেপ করিতেছ। কিন্তু আমি তোমার একান্ত অনুরাগিণী, এক্ষণে প্রাণান্ত করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমি নিরর্থক

তপ ও ব্রত অনুষ্ঠান করিলাম, অতঃপর প্রাণত্যাগ করিব। হা! আমি অতি মন্দভাগিনী, আমাকে ধিক্। আমি বিষ পান বা শাণিত কৃপাণ দ্বারা আত্মহত্যা করিব, কিন্তু তদ্বিষয়ে আমার সহায়তা করে, এই রাক্ষসপুরীতে এমন আর কাহকেই দেখিতেছি না।

জানকী রামকে স্মরণ পূর্ব্বক এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিলেন। তাঁহার মুখ শুষ্ক; সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে। তিনি ঐ শিংশপা বৃক্ষের নিকটস্থ হইলেন। তাঁহার অন্তরে শোকানল যার পর নাই প্রবল; তিনি অনন্য মনে বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন এবং পৃষ্ঠলম্বিত বেণী গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, আমি শীঘ্রই কণ্ঠে বেণীবন্ধন পূর্ব্বক প্রাণ ত্যাগ করিব। পরে তিনি শিংশপা বৃক্ষের এক শাখা ধারণ করিলেন এবং রাম, লক্ষ্মণ, ও আত্মকুল পুনঃপুনঃ স্মরণ করিতে লাগিলেন।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

জানকী নিতান্ত নিরানন্দ ও দীন; তিনি বৃক্ষশাখা অবলম্বন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান আছেন; ইত্যবসরে নানারূপ শুভ লক্ষণ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তাঁহার কুটিলপক্ষ্ম কৃষ্ণতারক উপান্তশুক্ল প্রান্তলোহিত একমাত্র বাম নেত্র মীনাহত পদ্মের ন্যায় স্পন্দিত হইতে লাগিল। রাম এতদিন যাহা আশ্রয় করিয়া ছিলেন, সেই অগুরুচন্দনযোগ্য সুবৃত্ত স্থূল বাম হস্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। যাহা করিশুণ্ডাকার ও স্থূল সেই বাম ঊরু পুনঃ পুনঃ স্পন্দন পূর্ব্বক যেন রাম সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন, এইরূপ সূচনা করিয়া দিল; এবং যে বস্ত্র স্বর্ণবর্ণ ও ঈষৎ মলিন, তাহাও কিঞ্চিৎ স্খলিত হইয়া পড়িল।

তখন শিখরদশনা জানকী এই সমস্ত বিশ্বাস্য লক্ষণে রৌদ্রবায়ুপ্রণষ্ট বীজ যেমন বৃষ্টিজলে স্ফীত হয়, সেই রূপ হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখ উপরাগমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি বীতশোক হইলেন, এবং তাঁহার জড়তাও বিদূরিত হইল। তখন রজনী যেমন শুক্ল পক্ষে চন্দ্র দ্বারা উদ্ভাষিত হয়, সেইরূপ মুখপ্রসাদ তাঁহাকে একান্তই উজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

ত্রিংশ সর্গ।

হনুমান শিংশপা বৃক্ষে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া এতক্ষণ সমস্তই শ্রবণ করিলেন। তিনি জানকীর বিলাপ, ত্রিজটার স্বপ্ন ও রাক্ষসীদিগের গর্জ্জনও শুনিলেন। অনন্তর ঐ মহাবীর সুরনারীসম জানকীরে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, অসংখ্য বানর যাঁহার জন্য দিক্ দিগন্তে ভ্রমণ করিতেছে, আমি তাঁহাকেই পাইলাম। আমি যাঁহার জন্য সুগ্রীবের প্রচ্ছন্নচারী চর হইয়া শত্রুর শক্তি পরীক্ষা করিতে ছিলাম, আজ তাঁহাকেই পাইলাম। আমি মহাসাগর লঙ্ঘন পূর্ব্বক রাক্ষসগণের বিভব, লঙ্কাপুরী, ও রাবণের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এক্ষণে সেই অসীমশক্তি সকরুণচিত্ত রামের এই অনুরাগিণী পত্নীকে আশ্বস্ত করিব। এই চন্দ্রাননা কখন দুঃখ সহ্য করেন নাই, এক্ষণে অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, আমি ইহাঁকে আশ্বস্ত করিব। যদি আজ ইহাঁকে প্রবোধ দিয়া না যাই, তাহা হইলে আমার প্রতিগমনে সম্পূর্ণই দোষ অর্শিতে পারে। আর এই রাজকুমারীও পরিত্রাণের উপায় না দেখিয়া প্রাণ ত্যাগ করিবেন। রাম ইহাকে দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া

আছেন, তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করা যেমন আবশ্যক, ইহাঁকেও তদ্রূপ। কিন্তু দেখিতেছি, জানকীর চতুর্দিক রাক্ষসীগণে বেষ্টিত, সুতরাং ইহারা থাকিতে ইহাঁর সহিত বাক্যালাপ করা আমার শ্রেয় হইতেছে না। এক্ষণে কি করি, আমি কি সঙ্কটেই পড়িলাম। যদি আমি এই রাত্রিশেষে ইহাঁকে আশ্বাস দান না করিয়া যাই, তবে ইনি নিশ্চয়ই আত্মঘাতী হইবেন। যদি আমি ইহাঁর সহিত কথোপকথন না করিয়া যাই, তাহা হইলে রাম যখন জিজ্ঞাসিবেন, সীতা আমার উদ্দেশে কি কহিলেন, তখন কি বলিয়া তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান হইব। তিনি এইরূপ ব্যতিক্রমে আমাকে নিশ্চয়ই ক্রোধজ্বলিত নেত্রে ভস্মীভূত করিবেন। আমি যদি সুগ্রীবকে বিশেষ সংবাদ না দিয়া সংগ্রামের উদ্যোগ করিতে বলি, তবে তাঁহারও এই স্থানে সসৈন্যে আগমন ব্যর্থ হইবে। যাহাই হউক, এক্ষণে সতর্ক হইলাম, এই সমস্ত রাক্ষসী কিঞ্চিৎ অসাবধান হইলে আজ মৃদুবচনে এই দুঃখিনীকে সান্ত্বনা করিব। আমি ত ক্ষুদ্রাকার বানর, তথাচ আজ মনুষ্যবৎ সংস্কৃত কথা কহিব। কিন্তু যদি ব্রাহ্মণের মত সংস্কৃত কথা কই, তাহা হইলে হয় ত সীতা আমাকে রাবণ জ্ঞান করিয়া অত্যন্ত ভীতা হইবেন। বস্তুতও এক্ষণে অর্থসঙ্গত মানুষী বাক্যে আলাপ করা আমার আবশ্যক হইতেছে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন রূপে ইহাঁকে সান্ত্বনা করা সহজ হইবে না।

জানকী একে ত রাক্ষসভয়ে ভীত হইয়া আছেন, তাহাতে আবার আমার এই মূর্ত্তি দর্শন এবং বাক্য শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই শঙ্কিত হইবেন। পরে আমাকে মায়ারূপী রাবণ অনুমান করিয়া চকিতমনে চীৎকার করিতে থাকিবেন। ইহাঁর চীৎকার শব্দ শুনিবামাত্র করালদর্শন রাক্ষসীগণ তৎক্ষণাৎ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া উপস্থিত হইবে, এবং ইতস্তত অনুসন্ধানে আমাকে প্রাপ্ত হইয়া বধ বন্ধনের চেষ্টা করিবে। তৎকালে আমিও নিজ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বৃক্ষের শাখা প্রশাখা ও স্কন্ধে লম্ফ প্রদান করিতে থাকিব। তদ্দর্শনে রাক্ষসীগণ অত্যন্ত শঙ্কিত হইবে, এবং বিকৃতস্বরে রক্ষাধিকারে নিযুক্ত প্রহরীদিগকে আহ্বান করিবে। পরে প্রহরীরা উহাদিগের উদ্বেগ দর্শনে শূল শর ও অসি গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে উপস্থিত হইবে। আমি তৎক্ষণাৎ অবরুদ্ধ হইব এবং রাক্ষসসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন ও বিদীর্ণ করিতে থাকিব, কিন্তু বলিতে কি ঐ সময় আমি যে পুনর্ব্বার সমুদ্র লঙ্ঘন করিব ইহা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। তখন রাক্ষসগণ আমাকে অনায়াসে গ্রহণ করিবে, এবং জানকীও আমার এই স্থানে আগমন করিবার কারণ কিছুই জানিতে পারিবেন না। রাক্ষসগণ হিংসাপরায়ণ, উহারা ঐ প্রসঙ্গে জানকীর প্রাণনাশেও পরাঙ্মুখ হইবে না। সুতরাং এই সূত্রে রাম ও সুগ্রীবের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে। দেখিতেছি, এই লঙ্কায় আসিবার কোনরূপ পথ নাই, ইহা সমুদ্র-

বেষ্টিত রাক্ষসরক্ষিত ও অত্যন্ত গুপ্ত, জানকী এই স্থানে বাস করিতেছেন, সুতরাং ইহাঁর উদ্ধার সাধনের আর কিছুমাত্র প্রত্যাশা থাকিবে না। আর আমি যদি বধবন্ধনে আত্মসমর্পণ করি, তাহা হইলে রামের একটী উত্তরসাধক বিনষ্ট হইবে। আমার অভাবকালে এই শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে, বিশেষ অনুসন্ধানেও এমন আর কাহাকে দেখিতেছি না। আমি এক্ষণে সহজেই অসংখ্য রাক্ষসকে রণশায়ী করিতে পারি, কিন্তু যুদ্ধশ্রমের পর পুনর্ব্বার যে এই সমুদ্র পার হইব কিছুতেই এরূপ সম্ভব হয় না। আরও যুদ্ধে যে কোন্ পক্ষ জয়ী হইবে তাহারই বা স্থিরতা কি? সুতরাং সংশয়মূলক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। জানি না, অতঃপর কোন্ বিচক্ষণ এই সংশয়ের কার্য্য নিঃসংশয়ে সাধন করিবেন? এক্ষণে আমি যদি জানকীর সহিত কথোপকথন করি, তাহাতে এই সমস্ত বিঘ্ন ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; আর যদি না করি, তাহা হইলে উনি নিশ্চয়ই হতাশ হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। সিদ্ধপ্রায় কার্য্যও দূতের বুদ্ধি-বৈগুণ্যে দেশকালবিরোধী হইয়া সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারবৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। কার্য্যাকার্য্যে কোনরূপ মন্ত্রণা নির্ণীত হইলেও অপটু দূতের দোষে বিশেষ ফল দর্শিতে পারে না। ফলত পণ্ডিতাভিমানী দূতই কার্য্যক্ষতির মূল। এক্ষণে কিসে কার্য্যে ব্যাঘাত না জন্মে, কিসে বুদ্ধিদোষ উপস্থিত না হয় এবং

কিসেই বা এই সমুদ্র লঙ্ঘনের শ্রম ব্যর্থ হইয়া না যায়, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া আমার আবশ্যক। এই জানকী অশঙ্কিত মনে আমার বাক্য শ্রবণ করিবেন এমন কোন সংকল্প স্থির করা আমার আবশ্যক।

হনূমান এইরূপ বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত করিলেন, জানকী অনন্যমনে রামকে চিন্তা করিতেছেন, এক্ষণে যদি সেই মহাবীরের নাম কীর্ত্তন করি, তাহা হইলে ইনি কদাচ শঙ্কিত হইবেন না। সেই ইক্ষ্বাকুকুলতিলক রাম যে সমস্ত ধর্ম্মানুকুল শ্রেয়স্কর কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন, আমি এক্ষণে তৎসমুদায়ের প্রসঙ্গ করিয়া স্ববক্তব্য শান্ত ও মধুরভাবে জ্ঞাপন করিব। জানকী যাহাতে আমাকে বিশ্বাস করিতে পারেন, আমি এইরূপ বাক্যই প্রয়োগ করিব।

একত্রিংশ সর্গ।

হনুমান এইরূপ অবধারণ পূর্ব্বক জানকীর নিকটস্থ হইলেন, এবং মৃদুবাক্যে কহিতে লাগিলেন, দশরথ নামে কোন এক পুণ্যশীল রাজা ছিলেন। তিনি সুসম্পন্ন রাজশ্রীযুক্ত ও পরম সুন্দর। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইক্ষ্বাকুবংশে তাঁহার উৎপত্তি; সমগ্র পৃথিবীতেই তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল। তিনি মিত্রগণকে অত্যন্ত সুখী করিতেন। রাম সেই দশরথের একমাত্র প্রিয় ও জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য স্বজনপালক ও সুশীল। এই জীবলোক তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে; তিনি ধর্ম্মরক্ষক ও জ্ঞানবান্। ঐ মহাত্মা, সত্যনিষ্ঠ বৃদ্ধ পিতার আদেশে ভার্য্যা ও ভ্রাতার সহিত বনবাসে প্রবিষ্ট হন। তিনি যখন মৃগয়াপ্রসঙ্গে অরণ্য পর্য্যটন করেন, তখন তাঁহার বলবীর্য্যে বহুসংখ্য রাক্ষসবীর নিহত হয় এবং খর দূষণ প্রভৃতি নিশাচরগণ জনস্থানস্থ সৈন্যের সহিত উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পরে রাক্ষসরাজ রাবণ এই সংবাদে অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হয় এবং মৃগরূপী মারীচের মায়াবলে রামকে বঞ্চনা করিয়া দেবী জানকীরে অপহরণ করে। পরে রাম জানকীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া

কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ হন, এবং বালীকে বিনাশ করিয়া, সুগ্রীবকে কপিরাজ্যের আধিপত্য প্রদান করেন। অনন্তর বানরগণ সুগ্রীবের নিয়োগে চতুর্দ্দিকে জানকীর অন্বেষণে নির্গত হয়, এবং আমিও এই উপলক্ষ করিয়া সম্পাতির বাক্যে মহাবেগে শতযোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র লঙ্ঘন করি। রামের নিকট জানকীর যেরূপ রূপ, যেরূপ বর্ণ, এবং যেরূপ লক্ষণ শুনিয়াছিলাম, তদনুসারে বোধ হয়, এক্ষণে জানকীরেই পাইলাম। মহাবীর হনুমান এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

জানকী এই সমস্ত কথা শুনিবামাত্র অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন, এবং অলকসংকুল মুখকমল উত্তোলন পূর্ব্বক সভয়ে শিংশপা বৃক্ষে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। রামের সংবাদ পাইয়া তাঁহার মনে যার পর নাই হর্ষ উপস্থিত হইল। তৎকালে তিনি কখন ঊর্দ্ধে কখন অধোতে এবং কখন বা তির্য্যকভাবে দৃষ্টি প্রসারণ করিতেছেন, ইত্যবসরে উদয়োন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় একান্ত উজ্জ্বল ধীমান হনুমান তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইলেন।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

হনুমান ধবলবর্ণ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বৃক্ষশাখায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেন, জানকী তাঁহাকে দেখিবামাত্র চমকিত হইয়া উঠিলেন। হনুমান প্রিয়বাদী ও বিনীত, তাঁহার কান্তি অশোক পুষ্পবৎ আরক্ত এবং চক্ষু স্বর্ণপিঙ্গল। জানকী উহাঁকে বৃক্ষের পত্রাবরণে উপবিষ্ট দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন, ভাবিলেন, এই বানর অত্যন্ত ভীমদর্শন? তিনি উহাকে দুর্নিরীক্ষ্য বোধ করিয়া ভয়ে অতিশয় বিমোহিত হইলেন। তাঁহার মনে নানারূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইল। তিনি দুঃখভরে অস্ফুটস্বরে হা রাম! হা লক্ষ্মণ! এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পুনর্ব্বার ঐ বানরকে দেখিলেন; মনে করিলেন, বুঝি আমি স্বপ্ন দেখিতেছি। তিনি ঐ বানরকে নিরীক্ষণ করিয়া বিপন্ন ও মৃতকল্প হইলেন। পরে বহু বিলম্বে সংজ্ঞা লাভ পূর্ব্বক এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কি দুঃস্বপ্নই দেখিলাম! একটী নিষিদ্ধদর্শন বানর আমার দৃষ্টিপথে পড়িল! যাহাই হউক, রাম, লক্ষ্মণ ও রাজা জনকের সর্ব্বাঙ্গীন স্বস্তি ও শান্তি হউক। অথবা না, ইহা স্বপ্ন নহে, আমি দুঃখ শোকে নিপীড়িত হইয়া

আছি, নিদ্রা আমাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছে, রামের অদর্শনে আমার মনে সুখই নাই। আমি তাঁহাকে নিরন্তর হৃদয়ে চিন্তা করিতেছি, তাঁহার কথা সততই আলাপ করিতেছি, সুতরাং যাহা কিছু শুনি, তাহা ঐ চিন্তা ও আলাপের অনুরূপ করিয়া লই। এক্ষণে যাহা দেখিলাম ইহা কল্পনা নহে, কারণ, কল্পনায় বুদ্ধির সংশ্রব থাকেনা, এবং তাহাতে রূপও প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু আমি এই বানরকে সুস্পষ্ট দেখিতেছি এবং ইহার কথাও সুস্পষ্ট শুনিতেছি। এক্ষণে বৃহস্পতিকে নমস্কার, ইন্দ্রকে নমস্কার, এবং ব্রহ্মা ও অগ্নিকেও নমস্কার। এই বানর আমার নিকট যাহা বলিল তাহা সত্যই হউক।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর হনুমান বৃক্ষ হইতে কিঞ্চিৎ অবতীর্ণ হইলেন, এবং বিনীত ও দীনভাবে জানকীর নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। পরে মস্তকে অঞ্জলি স্থাপন পূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, পদ্মপলাশলোচনে! তুমি কে? কি জন্য মলিন কৌশেয় বস্ত্র ধারণ এবং বৃক্ষশাখা অবলম্বন পূর্ব্বক এই স্থানে দণ্ডায়মান আছ? যেমন কমলদল হইতে জল নিঃসৃত হয় সেইরূপ তোমার নেত্রযুগল হইতে কি জন্য দুঃখের বারিধারা বহিতেছে! তুমি সুরাসুর নাগ গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস ও কিন্নর মধ্যে কোন্ জাতীয় হইবে? রুদ্র মরুৎ বা বসুগণের সহিত কি তোমার কোন সম্পর্ক আছে? বোধ হয়, তুমি দেবী। বোধ হয়, তুমি তারা-প্রধানা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গুণবতী রোহিণী হইবে, এক্ষণে চন্দ্রের স্নেহভ্রষ্ট হইয়া সুরলোক হইতে স্খলিত হইয়াছ? কল্যাণি! তুমি কে? তুমি কি দেবী অরুন্ধতী? ক্রোধ বা মোহ বশত কি বশিষ্ঠদেবকে কুপিত করিয়াছ? তোমার পুত্র কে? এবং তোমার ভ্রাতা, পিতা, ও ভর্ত্তাই বা কে? তুমি কি ইহাঁদিগের মধ্যে কাহারও বিয়োগে এইরূপ শোকাকুল হইয়াছ? রোদন, দীর্ঘনিশ্বাস, ভূমিস্পর্শ,

এবং রামের নাম গ্রহণ এই সমস্ত চিহ্নে তোমাকে দেবী বলিয়া বোধ হইতেছে না। তোমার সর্ব্বাঙ্গে যে সমস্ত লক্ষণ দেখিতেছি, তদ্দ্বারা তোমাকে রাজকন্যা ও রাজমহিষী বলিয়াই আমার হৃৎ-প্রত্যয় জন্মিতেছে। রাবণ জনস্থান হইতে যাঁহাকে বল পূর্ব্বক আনিয়াছে, যদি তুমি সেই সীতা হও, তাহা হইলে আমার বাক্যে প্রত্যুত্তর কর। তোমার যেরূপ অলৌকিক রূপ, যেরূপ দীনতা এবং যেরূপ পবিত্র বেশ তাহা দেখিয়া তোমাকে রামমহিষী বলিয়াই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেছে।

তখন জানকী রামের নাম শ্রবণ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে কহিলেন, আমি রাজাধিরাজ প্রবলপ্রতাপ দশরথের পুত্রবধূ, মহাত্মা জনকের কন্যা, এবং ধীমান রামের ধর্ম্মপত্নী; আমার নাম সীতা। আমি বিবাহের পর দ্বাদশ বৎসরকাল শ্বশুরালয়ে নানারূপ সুখভোগে কালক্ষেপ করি। পরে ত্রয়োদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে, দশরথ উপাধ্যায়গণের সহিত সমবেত হইয়া রামের রাজ্যাভিষেকের সংকল্প করেন। তখন দেবী কৈকেয়ী অভিষেকের আয়োজন দেখিয়া দশরথকে এইরূপ কহিলেন, আমি আজ হইতে পানাহার পরিত্যাগ করিলাম; যদি তুমি রামকে রাজ্য দেও, তাহা হইলে আমি আর কিছুতেই প্রাণ রাখিব না। এক্ষণে রাম বনে যাক, পূর্ব্বে তুমি প্রীতিভরে আমাকে যে কথা কহিয়াছিলে, তাহা সত্য হউক।

তখন বৃদ্ধ দশরথ কৈকেয়ীর এই ক্রূর নিষ্ঠুর কথা শ্রবণ এবং বরপ্রদান বৃত্তান্ত স্মরণ পূর্ব্বক বিমোহিত হইলেন। সত্যে তাঁহার অত্যন্ত নিষ্ঠা, তিনি জলধারাকুললোচনে রামকে এইরূপ কহিলেন, বৎস! তুমি ভরতকে সমস্ত রাজ্যভার দিয়া স্বয়ং বনবাসী হও। তৎকালে পিতার এই আদেশ রামের রাজ্যাভিষেক অপেক্ষাও প্রীতিকর বোধ হইল, এবং তিনি অবিচারিত চিত্তে উহা বাক্যমনে স্বীকার করিলেন। দানেই তাঁহার অনুরাগ, তিনি কখন প্রতিগ্রহ করেন না, সত্যেই তাঁহার নিষ্ঠা, তিনি প্রাণান্তে মিথ্যা কহেন না। পরে ঐ ধর্ম্মশীল, মহামূল্য উত্তরীয় রাখিয়া, রাজ্যসংকল্প বিসর্জন পূর্ব্বক জননীর হস্তে আমায় অর্পণ করিলেন। কিন্তু আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না. এবং শীঘ্রই নির্গত হইয়া তাঁহার সহিত বনচারী হইলাম। বলিতে কি. রাম ব্যতীত স্বর্গসুখেও আমার স্পৃহা নাই। তখন মিত্রবৎসল লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে কুশচীর ধারণ করিলেন। পরে আমরা রাজ-নিয়োগ শিরোধার্য্য করিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব গভীরদর্শন নিবিড় কাননে প্রবেশ করিলাম। আমরা কিছুদিন দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়া আছি, এই অবসরে দুরাত্মা রাবণ আমাকে অপহরণ করিয়া আনে। এক্ষণে সে দুই মাস আমার প্রাণ রক্ষায় অনুগ্রহ করিয়াছে, এই নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইলে আমি নিশ্চয়ই দেহ ত্যাগ করিব।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

তখন কপিবর হনুমান দুঃখাভিভূতা সীতাকে সান্ত্বনাবাক্যে কহিতে লাগিলেন, দেবি! আমি রামের আদেশে তোমার নিকট দূতস্বরূপ আসিয়াছি; এক্ষণে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল, তিনি তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসিয়াছেন। যিনি ব্রাহ্ম অস্ত্র ও সমগ্র বেদের অধিকারী, তিনি তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসিয়াছেন। যিনি তোমার ভর্ত্তার প্রিয় অনুচর, সেই মহাবীর লক্ষ্মণও কাতর মনে তোমার চরণে প্রণাম নিবেদন করিলেন।

তখন জানকী রাম ও লক্ষ্মণের কুশল সংবাদ পাইয়া, যার পর নাই পুলকিত হইলেন। কহিলেন, জীবিত লোক শত বৎসরেও আনন্দ লাভ করে, এই যে লৌকিক প্রবাদ আছে, ইহা এক্ষণে আমার সত্যই বোধ হইল। ফলতঃ সীতা, রাম ও লক্ষ্মণের সন্দর্শন পাইলে যেরূপ প্রীত হন, হনুমানের বাক্যে সেইরূপই প্রীতি লাভ করিলেন এবং বিশ্বস্তমনে উহাঁর সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে হনুমান ক্রমশঃ উহাঁর সন্নিকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তিনি দুই এক পদ অগ্রসর হন, অমনি সীতার মনে আশঙ্কা উপস্থিত হয়। রাবণ

যে ছলনা করিতে আসিয়াছে, এই বিশ্বাসই ক্রমশঃ তাঁহার সুদৃঢ় হইতে লাগিল। তিনি দুঃখিত মনে এইরূপ কহিলেন, হা ধিক্! আমি কেন ইহার সহিত বাক্যালাপ করিলাম, দেখিতেছি, সেই রাবণই মায়াবলে রূপান্তর গ্রহণ পূর্ব্বক আগমন করিয়াছে।

তখন জানকী শিংশপা বৃক্ষের শাখা উন্মোচন পূর্ব্বক ভূতলে উপবিষ্ট হইলেন। হনুমানও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন; কিন্তু তৎকালে সীতা অত্যন্ত ভীতা হইয়া, উহাঁর প্রতি আর দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না, এবং এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মধুর স্বরে কহিতে লাগিলেন, বোধ হয়, তুমি মায়াবী রাবণ, পুনরায় মায়া অবলম্বন করিয়া আমাকে পরিতাপিত করিতে আসিয়াছ, কিন্তু দেখ, ইহা তোমার উচিত হইতেছে না। যে ব্যক্তি জনস্থানে স্বীয় রূপ বিসর্জ্জন এবং পরিব্রাজকের বেশ ধারণ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হয়, তুমি সেই রাবণ, সন্দেহ নাই। রাক্ষস! এক্ষণে আমি উপবাসে কৃশ এবং অত্যন্ত দীন হইয়া আছি, এ সময়ও তুমি যে আমাকে যন্ত্রণা দিবার চেষ্টা করিতেছ, ইহা তোমার উচিত নহে। অথবা আমার এইরূপ আশঙ্কা করা সঙ্গত হইতেছে না; কারণ, তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার মনে বিলক্ষণ প্রীতি সঞ্চার হইতেছে। এক্ষণে তুমি যদি

যথার্থই রামের দূত হও, তবে আমি তাঁহার বিষয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করি বল, তোমার মঙ্গল হউক, রামের কথা আমার একান্তই প্রীতিকর। সৌম্য! তুমি আমার সেই প্রিয়তমের গুণ কীর্ত্তন কর; প্রবল জলবেগ যেমন নদীকূল শিথিল করিয়া দেয়, সেইরূপ তুমি আমার বিশ্বাস এক এক বার হ্রাস করিয়া দিতেছ। হা! স্বপ্ন কি সুখকর! বহুদিন হইল, আমি অপহৃত হইয়াছি, কিন্তু স্বপ্নপ্রভাবেই আজ এই রামদূতকে দেখিলাম; এক্ষণে যদি একবার প্রিয়তম রাম ও লক্ষ্মণের দর্শন পাই, তাহা হইলে আমাকে আর এই রূপ অবসন্ন হইতে হয় না। কিন্তু বলিতে কি, অদৃষ্টদোষে স্বপ্নও আমার শুভদ্বেষী শত্রু হইয়াছে। অথবা না, ইহা স্বপ্ননহে; স্বপ্নে বানরকে দেখিয়া এই রূপ অভ্যুদয় লাভ সম্ভব হয় না। ইহা কি মনের ভ্রম? না বায়ুর ব্যাপার? ইহা কি উন্মাদজ বিকার? না মরীচিকা? অথবা না, ইহা উন্মাদ নহে, উন্মাদবৎ মোহও নহে, কারণ আমি আপনাকে এবং নিকটস্থ বানরকেও সম্যক্‌রূপ বুঝিতেছি।

জানকী নানা বিতর্কের পর ঐ বানরকে মায়াবী রাবণ বলিয়াই বিশ্বাস করিলেন, এবং তৎকালে উহাঁর সহিত বাক্যালাপ করিতে বিরত হইলেন। তখন হনুমান জানকীর মনোগত অভিপ্রায় সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়া, শ্রুতি-সুখকর বাক্যে হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মহাত্মা রাম সূর্য্যের

ন্যায় তেজস্বী, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন। সকলেই তাঁহার প্রতি অসাধারণ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে। তিনি ধনাধিপতি কুবেরের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন, এবং মহাযশা বিষ্ণুর ন্যায় বীর্য্যবান্; তিনি সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় সত্যনিষ্ঠ ও মিষ্টভাষী; তিনি অত্যন্ত রূপবান, যেন মূর্ত্তিমান্ কন্দর্প, তাঁহার রাজদণ্ড যথাস্থানেই উদ্যত হইয়া থাকে। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জীবলোক তাঁহারই বাহুচ্ছায়ায় সুখী হইয়া আছে। দেবি! যে দুরাত্মা সেই মহাবীরকে মৃগরূপে অপসারণ পূর্ব্বক শূন্য আশ্রম হইতে তোমাকে আনয়ন করিয়াছিল, দেখিও, সে অচিরাৎই ইহার ফল লাভ করিবে। তিনি জ্বলন্তঅগ্নিকল্প ক্রোধনির্মুক্ত শরে শীঘ্র তাহারে বিনাশ করিবেন। আমি তাঁহারই আদেশে তোমার সকাশে আসিয়াছি। তিনি তোমার বিরহে অতিমাত্র কাতর হইয়া তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তেজস্বী লক্ষ্মণ অভিবাদন পূর্ব্বক তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। রামের মিত্র কপিরাজ সুগ্রীব তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ইহাঁরা প্রতিনিয়তই তোমাকে স্মরণ করিয়া থাকেন। তুমি রাক্ষসীগণের বশবর্ত্তিনী হইয়া ভাগ্যবলেই জীবিত রহিয়াছ! তুমি অবিলম্বে রাম ও লক্ষ্মণের সন্দর্শন পাইবে। অসংখ্য বানরসৈন্যের মধ্যে কপিরাজ সুগ্রীবকে দেখিতে পাইবে।

আমি তাঁহারই নিয়োগে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছি, এবং স্ববীর্য্যে রাবণের মস্তকে পদার্পণ পূর্ব্বক তোমায় দেখিতে আসিয়াছি। দেবি! আমি মায়াবী রাবণ নহি। তুমি এই আশঙ্কা পরিত্যাগ এবং আমার বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

তখন জানকী হনুমানের নিকট রামের কথা শুনিয়া সান্ত্ব ও মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বানর! রামের সহিত কোথায় তোমার সংশ্রব? তুমি কিরূপে লক্ষ্মণকে জ্ঞাত হইলে? এবং নরবানরের সমাগমই বা কোন্ সূত্রে সংঘটন হইল? আরও, রাম ও লক্ষ্মণের অঙ্গে যে সমস্ত অভিজ্ঞান চিহ্ন আছে, তুমি পুনরায় সেই সকল উল্লেখ কর, শুনিলে অবশ্যই আমি বীতশোক হইব।

তখন হনুমান কহিলেন, দেবি! তুমি যে, আমায় এইরূপ জিজ্ঞাসিতেছ, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। এক্ষণে আমি, রাম ও লক্ষ্মণের যে সমস্ত চিহ্ন দেখিয়াছি, কীর্ত্তন করি, শুন। রাম পদ্মপলাশলোচন, তাঁহার মুখশ্রী পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়-দর্শন, তিনি আজন্ম সুরূপ ও সরল। তিনি তেজে সূর্য্যের ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় এবং যশে ইন্দ্রের ন্যায়। তিনি জীবলোকের রক্ষক ও স্বজনপালক। তিনি ধর্ম্মশীল ও সুশীল, বর্ণচতুষ্টয় তাঁহারই আশ্রয়ে কাল যাপন করিতেছে। তিনি স্বতঃ পরতঃ লোকের মর্য্যাদা বর্দ্ধন

করিয়া থাকেন। তিনি দীপ্তিমান্, সকলেই তাঁহাকে সম্মান করে। ব্রহ্মচর্য্যে তাঁহার অত্যন্ত নিষ্ঠা. তিনি সাধুগণের উপকার ও সৎ কার্য্যের প্রচার করিয়া থাকেন। রাজনীতি তাঁহার কণ্ঠস্থ, বিপ্রসেবায় তাঁহার একান্ত অনুরাগ; তিনি জ্ঞানী ও বিনীত; যজুর্বেদ ধনুর্ব্বেদ ও বেদাঙ্গে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তিনি বেদবিৎগণের পূজিত; তাঁহার স্কন্ধ স্থূল, বাহু দীর্ঘ, গ্রীবা মনোহর, আনন সুন্দর, জক্রু-দ্বয় প্রচ্ছন্ন, চক্ষু তাম্রবর্ণ। তাঁহার স্বর দুন্দুভির ন্যায় গভীর, বর্ণ শ্যামল ও চিক্কণ। তাঁহার মণিবন্ধ, মুষ্টি ও উরু স্থির, মুষ্ক ভ্রু ও বাহু লম্বিত, কেশাগ্র ও জানু সমান। তাঁহার নাভিমধ্য, কুক্ষি ও বক্ষ উন্নত, নেত্রান্ত নখ ও করচরণতল আরক্ত, পদরেখা ও কেশ স্নিগ্ধ। তাঁহার স্বর গতি ও নাভি গভীর, উদর ও কণ্ঠে ত্রিবলী, পদমধ্য, পদরেখা ও স্তনচুচুক নিমগ্ন; তাঁহার পৃষ্ঠ ও জঙ্ঘা হ্রস্ব, মস্তকে তিনটী কেশের আবর্ত্ত, অঙ্গুষ্ঠমূল ও ললাটে চারিটী রেখা, দেহপ্রমাণ চারি হস্ত। তাঁহার বাহু, জানু, উরু ও গণ্ড সমান, ভ্রু নেত্র ও কর্ণ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ স্থান একরূপ, দন্তপংক্তির পার্শ্বে অপর দন্ত। তাঁহার গতি সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী ও বৃষের অনুরূপ; ওষ্ঠ, হনু ও নাসা প্রশস্ত; মুখ নখ ও লোম স্নিগ্ধ। তাঁহার বাহু অঙ্গুলী ও উরু দীর্ঘ, মুখাদি দশ স্থান পদ্মাকার, ললাটাদি দশ স্থান

প্রশস্ত. অঙ্গুলি পর্ব্ব প্রভৃতি নয়টী স্থান সূক্ষ্ম। সত্যধর্ম্মে তাঁহার নিষ্ঠা আছে, তিনি দেশকালজ্ঞ ও প্রিয়বাদী। লক্ষ্মণ নামে তাঁহার এক বৈমাত্র ভ্রাতা আছেন। তিনি অনুরাগ রূপ ও গুণে জ্যেষ্ঠের অনুরূপ। তাঁহার বর্ণ স্বর্ণের মত; তিনি মহাবীর। দেবি! ঐ দুই ভ্রাতা তোমার উদ্দেশ লাভের নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছিলেন, এই প্রসঙ্গে বানরজাতির সহিত তাঁহাদিগের পরিচয় হয়। ঐ সময় কপি-রাজ সুগ্রীব বালির বলবীর্য্যে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, বৃক্ষবহুল ঋষ্যমূক আশ্রয় করিয়াছিলেন। তৎকালে বালির উৎপীড়ন-ভয় তাঁহাকে নিতান্তই কাতর করিয়া তুলে। আমরা তাঁহার পরিচ-র্য্যায় নিযুক্ত ছিলাম। তিনি প্রিয়দর্শন ও সত্যপ্রতিজ্ঞ। তিনি ঋষ্যমূক পর্ব্বতে উপবেশন করিয়া আছেন, ইত্যবসরে ধনুর্ধারী চীরবসন রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হন। কিন্তু তিনি উহাঁদিগকে দেখিবামাত্র অত্যন্ত ভীত হইয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক শৈলশিখরে আরোহণ করেন। পরে আমি তাঁহার আদেশে ঐ দুই মহাবীরের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত হইলাম এবং উহাঁরা যে কি জন্য ঋষ্যমূকে আসিয়াছেন, তাহার কারণও জানিলাম। দেবি! উহাঁদিগকে দেখিলে অত্যন্ত সুরূপ ও সুলক্ষণ বলিয়াই বোধ হয়।

পরে ঐ দুই রাজকুমার আমার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া অতি-

শয় প্রীত হইলেন। আমিও উহাঁদিগকে পৃষ্ঠে আরোপণ পূর্ব্বক কপিরাজ সুগ্রীবের সন্নিহিত হইলাম এবং তাঁহার নিকট উহাদিগকে পরিচিত করিয়া দিলাম। তখন উহাঁরা পরস্পর কথাবার্ত্তায় যার পর নাই পরিতৃপ্ত হইলেন এবং পূর্ব্ববৃত্তান্তের প্রসঙ্গ করিয়া পরস্পরকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। বালী স্ত্রীলাভের জন্য সুগ্রীবকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন, রাম তাঁহাকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। দেবি! ঐ সময় লক্ষ্মণ সুগ্রীবের নিকট তোমার বিরহজ শোকের প্রসঙ্গ করিলেন, কিন্তু সুগ্রীব তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায় একান্ত নিষ্প্রভ হইলেন। যখন রাবণ আকাশপথে তোমাকে লইয়া যায়, তখন তুমি অঙ্গের কএকখান অলঙ্কার পৃথিবীতে নিক্ষেপ কর। আমি তৎসমুদয় সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। বানরগণ সুগ্রীবের আদেশে হৃষ্ট হইয়া সেইগুলি রামকে প্রদর্শন করিল। রাম তোমার সেই সুদৃশ্য অলঙ্কার অঙ্কদেশে লইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহার শোকানল যার পর নাই প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি প্রবল দুঃখে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন; তৎকালে তাঁহার ধৈর্য্যও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি বহুক্ষণ শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে নানারূপে সান্ত্বনা করিয়া বহুকষ্টে পুনরায় উত্থাপিত করি। পরে তিনি ঐ সমস্ত বহুমূল্য অলঙ্কার বারংবার সকলকে দেখাইতে লাগিলেন

এবং পুনর্ব্বার সুগ্রীবের হস্তে তৎসমুদয় রাখিয়া দিলেন। দেবি! দেবপ্রভাব রাম তোমাকে না দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, অগ্নেয় গিরি যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হয়, সেইরূপ তিনি তোমার বিচ্ছেদে নিরন্তর জ্বলিতেছেন। অনিদ্রা শোক ও চিন্তা তাঁহাকে যার পর নাই সন্তপ্ত করিতেছে। ভূমিকম্পে প্রকাণ্ড পর্ব্বত যেমন বিচলিত হইয়া উঠে, সেই রূপ তোমার বিরহশোক তাঁহাকে চঞ্চল করিতেছে। তিনি রমণীয় কানন নদী ও প্রস্রবণ পর্য্যটন করিয়া থাকেন, কিন্তু কুত্রাপি শান্তি লাভ করিতে পারেন না। এক্ষণে সেই মহাবীর রাম, রাবণকে সগণে সংহার করিয়া শীঘ্রই তোমাকে উদ্ধার করিবেন। তিনি ও সুগ্রীব পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ হইয়া, বালিবধ ও তোমার অন্বেষণ এই দুই কার্য্যে প্রতিজ্ঞারূঢ় হন। পরে রাম স্বীয় বল বীর্য্যে বালিকে বিনাশ পূর্ব্বক সুগ্রীবকে বানর ভল্লূকের রাজা করিয়া দেন। দেবি! এইরূপেই নর বানরের সমাগম সংঘটন হইয়াছে, আমি তাঁহাদিগের দূত, আমার নাম হনুমান। কপিরাজ সুগ্রীব রাজ্য অধিকার করিয়া, বানরদিগকে তোমার উদ্দেশ লাভের জন্য দশ দিকে নিয়োগ করিয়াছেন। এক্ষণে উহারা সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছে। শ্রীমান অঙ্গদ সৈন্যসমষ্টির তৃতীয়াংশ লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন। আমি এই অঙ্গদেরই সমভিব্যহারে আসিয়াছি। আমরা নির্গত

হইয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতে অত্যন্ত বিপদস্থ হই, এবং তথায় দৈবদুর্ব্বিপাক বশত আমাদিগের বহু দিন অতীত হইয়া যায়। পরে আমরা কার্য্যে নৈরাশ্য, কালাতিপাত, এবং রাজভয় এই কএকটি কারণে শোকাকুলমনে প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হই। আমরা গিরিদুর্গ নদী ও প্রস্রবণ অন্বেষণ করিয়াছিলাম, কিন্তু পরিশেষে তোমার উদ্দেশ না পাইয়া প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হই এবং সেই পর্ব্বতে প্রায়োপবেশন করিয়া থাকি। তদ্দৃষ্টে অঙ্গদ কাতর হইয়া বিস্তর বিলাপ করেন এবং তোমার অদর্শন, বালিবধ ও আমাদিগের প্রায়োপবেশন পুনঃ পুনঃ এই সমস্ত কথার উল্লেখ করেন। ঐ সময় কোন এক মহাবল মহাকায় বিহঙ্গ কার্য্যপ্রসঙ্গে তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার নাম সম্পাতি। তিনি জটায়ুর সহোদর। সম্পাতি অঙ্গদের মুখে ভ্রাতৃবধবার্ত্তা পাইবামাত্র অত্যন্ত কুপিত হইয়া কহিলেন, বল, কে আমার কনিষ্ঠ জটায়ুকে কোন্ স্থানে বিনাশ করিল? তখন দুরাত্মা রাবণ তোমার জন্য জনস্থানে জটায়ুকে যে বধ করিয়াছিল, অঙ্গদ এই কথা উল্লেখ করেন। পরে সম্পাতি তাহা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তুমি যে লঙ্কায় বাস করিতেছ তাহাও কহিয়া দিলেন।

অনন্তর আমরা বিহগরাজের এই প্রীতিকর কথায় পুলকিত হইয়া বিন্ধ্য গিরি হইতে সমুদ্রতীরে আগমন করিলাম। তৎকালে

তোমার দর্শন পাইবার জন্য আমাদিগের বিশেষ উৎসাহ জন্মিয়া ছিল। কিন্তু আমরা সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া যার পর নাই চিন্তিত হইলাম। বানরসৈন্য উপায়ান্তর না দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল। পরে আমি ভয় দূর করিয়া ঐ শত যোজন অক্লেশে লঙ্ঘন করিলাম এবং রাত্রিকালে রাক্ষসপূর্ণ লঙ্কায় প্রবিষ্ট হইয়া রাবণকে ও তোমাকে দেখিলাম।

দেবি! যেরূপ ঘটিয়াছে, আমি আনুপূর্ব্বিক সমস্তই কহিলাম। এক্ষণে তুমি আমার সহিত সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হও। আমি রামের দূত, আমি রামের জন্যই এইরূপ সাহসের কর্ম্ম করিয়াছি, এবং তোমার উদ্দেশ লাভার্থই এই স্থানে আসিয়াছি। পবনদেব আমার পিতা, আমি কপিরাজ সুগ্রীবের সচিব। এক্ষণে রাম কুশলে আছেন, যিনি জ্যেষ্ঠের পরিচর্য্যায় অনুরক্ত এবং জ্যেষ্ঠেরই হিত সাধনে আসক্ত, সেই সুলক্ষণাক্রান্ত লক্ষ্মণও কুশলে আছেন। এক্ষণে কেবল আমিই সুগ্রীবের আদেশে এই স্থানে আসিয়াছি। কেবল আমিই তোমার উদ্দেশ লাভের জন্য এই দক্ষিণ দিকে উপস্থিত হইয়াছি। বানরসৈন্যরা তোমার অদর্শনে অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া আছে। এক্ষণে আমি সৌভাগ্যক্রমে তোমার সংবাদ দিয়া তাহাদিগকে পুলকিত করিব। সৌভাগ্যক্রমেই আমার এই সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার পরিশ্রম ব্যর্থ হইল না।

দেবি! অতঃপর আমি তোমার উদ্দেশকৃত যশ অধিকার করিব এবং মহাবীর রামও রাবণকে সগণে সংহার করিয়া অবিলম্বে তোমায় লাভ করিবেন। আমি হনুমান, কপিবর কেশরীর পুত্র। ঐ কেশরী মাল্যবান নামে এক উৎকৃষ্ট পর্ব্বতে বাস করিতেন। পরে তথা হইতে গোকর্ণ পর্ব্বতে প্রস্থান করেন। তিনি তথায় পবিত্র সমুদ্রতীর্থে দেবর্ষিগণের আদেশে শাম্বসাদন নামে এক অসুরকে সংহার করিয়াছিলেন। আমি এই কেশরীর ক্ষেত্রজাত ও বায়ুর ঔরস পুত্র। স্ববীর্য্যে হনুমান নামে প্রথিত হইয়াছি। আমি রামের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য নিজের এই সমস্ত গুণ উল্লেখ করিয়াছিলাম। এক্ষণে তুমি চিন্তিত হইও না, তিনি অচিরাৎ নিশ্চয়ই এই স্থান হইতে তোমাকে লইয়া যাইবেন।

তখন শোকার্ত্তা সীতা এই সকল বিশ্বস্ত কারণে হনুমানকে রামদূত বলিয়াই স্থির করিলেন। তাঁহার মনে অত্যন্ত হর্ষের উদ্রেক হইল, নেত্রযুগল হইতে অনর্গল আনন্দবারি নির্গত হইতে লাগিল, এবং মুখমণ্ডলও উপরাগমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি হনুমানকে বানরই বোধ করিলেন। উহাঁকে দেখিয়া তাঁহার মনোমধ্যে যে নানা রূপ কুতর্ক উপস্থিত হইতেছিল, তাহাও দূর হইয়া গেল।

তখন হনুমান ঐ প্রিয়দর্শনাকে কহিলেন, দেবি! এই

আমি তোমাকে সমস্তই কহিলাম, এক্ষণে তুমি আশ্বস্ত হও। অতঃপর আমি কি করিব এবং তোমার অভীষ্টই বা কি? বল, আমি আর এ স্থানে থাকিতেছি না। বায়ুর ঔরসে আমার জন্ম এবং আমার প্রভাব তাঁহারই অনুরূপ। তুমি আমাকে যেরূপ আদেশ করিবে, আমি স্বীয় বলবীর্য্যে তাহা অবশ্যই সাধন করিব।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর হনুমান সীতার মনে বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত পুনরায় কহিলেন, দেবি! আমি ধীমান রামের দূত, জাতিতে বানর। এক্ষণে তুমি এই রামনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় নিরীক্ষণ কর। রাম ইহা আমাকে অর্পণ করিয়াছেন, আমি তোমার প্রত্যয়ের জন্য ইহা আনয়ন করিয়াছি। তুমি আশ্বস্ত হও, দেখিও শীঘ্রই তোমার এই দুঃখের অবসান হইবে।

তখন জানকী হনুমানের হস্ত হইতে রামের করভূষণ অঙ্গুরীয় গ্রহণ পূর্ব্বক সতৃষ্ণনয়নে দেখিতে লাগিলেন এবং রামের সমাগম লাভে যেরূপ প্রীত হন, তিনি ঐ অঙ্গুরীয় পাইয়া সেই রূপই প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তাঁহার রমণীয় মুখ রাহুগ্রাসনির্ম্মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি পরিতুষ্ট হইয়া সমাদর পূর্ব্বক হনুমানকে এইরূপ কহিতে লাগিলেন, বানর! তুমি যখন একাকীই এই রাক্ষসপুরী লঙ্কায় আসিয়াছ তখন্ তুমি বীর, সমর্থ ও বিজ্ঞ সন্দেহ নাই। মহাসাগর নক্রমকরপূর্ণ ও শতযোজন বিস্তীর্ণ, তুমি যখন

ইহা গোষ্পদবৎ জ্ঞান করিয়াছ, তখন তোমার বিক্রম শ্লাঘনীয় সন্দেহ নাই। বীর! আমি তোমাকে সামান্য বোধ করি না। তুমি সমুদ্র দর্শনে ভীত এবং রাবণ হইতেও শঙ্কিত হও নাই। এক্ষণে যদি তুমি রামের নিদেশে আগমন করিয়া থাক, তবে আমার সহিত কথোপকথন কর। রাম অপরীক্ষিত অদৃষ্টবীর্য্য ব্যক্তিকে কখনই আমার নিকট প্রেরণ করিবেন না। বলিতে কি, আমি ভাগ্যক্রমেই সেই সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্মশীল রাম ও লক্ষ্মণের কুশল বার্ত্তা জানিতে পারিলাম। দূত! যদি রামের কোনরূপ অমঙ্গল না ঘটিয়া থাকে, তবে তিনি প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় উত্থিত হইয়া, ক্রোধভরে এই সসাগরা পৃথিবীকে কেন ভস্মসাৎ করিতেছেন না? অথবা দেবগণকে নিগ্রহ করাও তাঁহার পক্ষে অধিক নহে, কিন্তু বোধ হয়, আমার অদৃষ্টে আজিও দুঃখের অবসান হয় নাই। বীর! এক্ষণে রাম ত দুঃখে কাতর নহেন? তিনি ত আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন? দীনতা ও ভয় তাঁহাকে ত অভিভূত করে নাই? কার্য্যকালে তাঁহার ত কোন রূপ বুদ্ধিমোহ উপস্থিত হয় না? পৌরুষ প্রকাশে তাঁহার ত সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে? তিনি ত জয় লাভের জন্য মিত্রবর্গে সাম দান এবং শত্রুগণে ভেদ ও দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন? তাঁহার ত প্রকৃত মিত্র আছে, এবং তাঁহার প্রতি মিত্রগণের ত যথোচিত অনুরাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে? দেবপ্রসাদ

লাভ করিতে তাঁহার ত ঔদাস্য নাই? দূরবাস নিবন্ধন তিনি ত আমার উপর বীতরাগ হন নাই? সেই রাজকুমার কখন দুঃখ সহ্য করেন নাই, তিনি নিয়ত সুখেই কাল ক্ষেপণ করিয়াছেন, এক্ষণে ক্লেশের পর ক্লেশ সহ্য করিয়া ত অবসন্ন হইতেছেন না? আর্য্যা কৌশল্যা, দেবী সুমিত্রা, ও ভরতের কুশল বার্ত্তা ত সর্ব্বদাই শ্রুত হওয়া যায়? রাম কি আমার শোকে অতিশয় কাতর হইয়াছেন? তিনি কি নিরবচ্ছিন্ন বিমনা হইয়া আছেন? ভ্রাতৃবৎসল ভরত আমার উদ্ধার-সংকল্পে কি মন্ত্রিরক্ষিত সৈন্যগণকে নিয়োগ করিবেন? কপিরাজ সুগ্রীব তীক্ষ্ণদশন খরনখ বানর-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া কি এই স্থানে আসিবেন? মহাবীর লক্ষ্মণ কি শরনিকরে নিশাচরগণকে সংহার করিবেন? আমি কি শীঘ্র রামের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে রাবণকে স্ববংশে বিনষ্ট দেখিতে পাইব? প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে জলশোষ হইলে পদ্ম যেমন ম্লান হইয়া যায়, তদ্রূপ রামের সেই পদ্মগন্ধি মুখ আমার বিরহে কি শুষ্ক হইয়াছে? তিনি যখন ধর্ম্মের উদ্দেশে রাজ্য পরিত্যাগ করেন এবং যখন পাদচারে আমাকে লইয়া অরণ্যে নিষ্ক্রান্ত হন, তৎকালে যেমন তাঁহার ভয় শোক কিছুমাত্র ছিল না, এখনও কি তিনি সেইরূপ আছেন? দূত! মাতা পিতা বা যে কেহ হউন না, রামের পক্ষে আমা অপেক্ষা অধিক বা আমার সমান্ কেহই স্নেহের পাত্রী নাই। আমি যতক্ষণ

তাঁহার সংবাদ পাইব, জানিও, তাবৎকাল আমার জীবন। জানকী এই বলিয়া রামসংক্রান্ত সুমধুর কথা কর্ণগোচর করিবার জন্য মৌনাবলম্বন করিলেন।

তখন হনুমান মস্তকে অঞ্জলি স্থাপন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, দেবি! তুমি যে এই লঙ্কায় বাস করিতেছ পদ্মপলাশলোচন রাম তাহা জ্ঞাত নহেন; জানিলে নিশ্চয়ই আসিয়া তোমাকে উদ্ধার করিতেন। এক্ষণে তিনি আমার নিকট তোমার সংবাদ পাইলে বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন এবং অক্ষোভ্য সমুদ্রকে শরজালে স্তম্ভিত করিয়া এই লঙ্কা নগরী রাক্ষসশূন্য করিবেন। যদি এই বিষয়ে স্বয়ং মৃত্যুও অন্তরায় হন, যদি সুরাসুরও কোন রূপ ব্যাঘাত দেন, তবে তিনি তাঁহাদিগকেও বিনাশ করিবেন। দেবি! রাম তোমার অদর্শনে কাতর হইয়া সিংহনিপীড়িত মাতঙ্গের ন্যায় অত্যন্ত অশান্ত হইয়াছেন। আমি মলয়, মন্দর, বিন্ধ্য, সুমেরু, ও দর্দুর পর্ব্বতের নামোল্লেখ পূর্ব্বক শপথ করিতেছি, ফলমূল স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, তুমি সেই রামের কুণ্ডলশোভিত উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখমণ্ডল শীঘ্রই দেখিতে পাইবে। দেবি! তুমি রামকে ঐরাবতপৃষ্ঠে উত্থিত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় শীঘ্রই প্রস্রবণ শৈলে উপবিষ্ট দেখিতে পাইবে। তিনি তোমার বিরহে আর

মদ্য মাংস স্পর্শ করেন না, যথাকালে শাস্ত্রবিহিত বন্য ফল মূলে দিন পাত করিয়া থাকেন। সেই রাজকুমার সমস্ত রাত্রি কেবল তোমারই ধ্যানে নিমগ্ন, দংশ মশক কীট ও সরীসৃপের উপদ্রব কিছুই জানিতে পারেন না। তিনি নিয়ত শোকাক্রান্ত ও চিন্তিত হইয়া আছেন, তোমার বিরহে অন্য কোন রূপ ভাবনা তাঁহার মনে কদাচই উদিত হয় না। একে তিনি নিরবচ্ছিন্ন জাগরণক্লেশ সহিতেছেন, তাহাতে যদিও কখন নিদ্রিত হন, তাহা হইলে সীতা এই মধুর নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক সহসা প্রবুদ্ধ হইয়া থাকেন। তিনি ফল পুষ্প বা অন্য কোন স্ত্রীজনকমনীয় পদার্থ দেখিলে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক হা প্রিয়ে বলিয়া রোদন করেন। দেবি! সেই বীর এই রূপে পরিতপ্ত হইতেছেন এবং তোমাকে পাইবার জন্য যথোচিত চেষ্টা করিতেছেন।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর চন্দ্রাননা জানকী হনুমানকে ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, দূত! তোমার কথা বিষমিশ্রিত অমৃত; রাম অনন্যমনে আছেন এই বাক্য অমৃত, আর তিনি নিতান্ত শোকাকুল রহিয়াছেন, এই কথা বিষ। প্রভূত সম্পদ বা ঘোর বিপদেই হউক, দৈব সকল ব্যক্তিকেই যেন রজ্জু দ্বারা কঠোর বন্ধন পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ কেহ দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না; এই দৈব দুর্ব্বিপাকেই আমরা বিপদে পড়িয়াছি। এক্ষণে সমুদ্রে তরণী জলমগ্ন হইলে সন্তরণ বলে যেমন তীরে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তদ্রূপ রাম সবিশেষ যত্নে শোকের পরপার দেখিতে পাইবেন। জানি না, কবে সেই মহাবীর, রাবণকে রাক্ষসগণের সহিত সংহার ও লঙ্কাপুরী ছারখার করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইবেন। যাহাতে শীঘ্র এই কার্য্য সম্পন্ন হয় তজ্জন্য তুমি তাঁহাকে অনুরোধ করিও; দেখ, যাবৎ না এই সংবৎসর পূর্ণ হইতেছে, ততদিন আমি প্রাণধারণ করিব। নিষ্ঠুর রাবণ আমার সহিত যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে, তদনুসারে এইটী দশম মাস, সুতরাং বর্ষশেষের আর দুই মাস কাল অবশিষ্ট

আছে। বিভীষণ আমাকে রামের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য রাবণকে বিস্তর অনুনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ দুষ্ট তদ্বিষয়ে কিছুতেই সম্মত হয় নাই। সে মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইয়াছে, কৃতান্ত তাহাকে যুদ্ধে অনুসন্ধান করিতেছে। ঐ বিভীষণের কলা নাম্নী সর্ব্বজ্যেষ্ঠা এক কন্যা আছে। সে মাতৃনিয়োগে একদা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিয়াছিল, এই লঙ্কাপুরীতে অবিন্ধ্য নামে এক বৃদ্ধ রাক্ষস বাস করেন। তিনি ধীমান বিদ্বান সুশীল ও সুধীর। তিনি রাবণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। ঐ অবিন্ধ্য একদা উহাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন, তুমি যদি রামকে জানকী প্রত্যর্পণ না কর তাহা হইলে তিনি শীঘ্রই রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিবেন, কিন্তু ঐ দুরাত্মা তাঁহার এই হিতকর বাক্যে কর্ণপাতও করে নাই।

বানর! এক্ষণে বোধ হয়, রাম শীঘ্রই আমাকে উদ্ধার করিবেন; এই বিষয়ে আমার কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে না। তাঁহার যেরূপ বলবীর্য্য তাহা পর্য্যালোচনা করিলে অমাকে উদ্ধার করা তাঁহার পক্ষে সামান্যই বোধ হয়। দেখ, উৎসাহ পৌরুষ ও প্রভাব এই কএকটী গুণ তাঁহাতে দীপ্যমান। যিনি লক্ষ্মণের সাহায্য না লইয়া জনস্থানে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সৈন্য ছিন্নভিন্ন করিয়াছেন, এক্ষণে কোন শত্রু তাঁহার ভয়ে শঙ্কুচিত না হইবে? রাক্ষসগণ যদিও তাঁহাকে

বিপদস্থ করিয়াছে কিন্তু তাঁহার সহিত উহাদিগের কোন অংশেই উপমা হইতে পারে না। শচী যেমন ইন্দ্রের প্রভাব অবগত আছেন, সেইরূপ আমিও রামের প্রভাব সম্যক জানিয়াছি। তিনি দীপ্ত দিবাকর তুল্য, শরজালই তাঁহার কিরণ, এক্ষণে তিনি তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই রাক্ষসময় সলিল শুষ্ক করিবেন।

তখন হনূমান কহিতে লাগিলেন, দেবি! রাম আমার নিকট তোমার সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র বানর ভল্লুক সমভিব্যাহারে লইয়া শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন। অথবা তুমি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর, আমি অদ্যই তোমাকে এই রাক্ষসদুঃখ হইতে উদ্ধার করিব; তোমায় পৃষ্ঠোপরি রাখিয়া অক্লেশে বিস্তীর্ণ সমুদ্র সন্তরণ করিব; এবং রাবণের সহিত লঙ্কা নগরীও লইয়া যাইব। অগ্নি যেমন ইন্দ্রকে হব্য কব্য প্রদান করিয়া থাকেন, সেইরূপ আজ আমি সেই শৈলবিহারী রামের হস্তে তোমায় অর্পণ করিব। আজ তুমি দৈত্যবধোদ্যত বিষ্ণুর ন্যায় পরাক্রান্ত রাম ও লক্ষ্মণকে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে। দেবি! রাম তোমার দর্শন পাইবার জন্য অত্যন্তই উৎসুক, তিনি শৈলশিখরে সাক্ষাৎ পুরন্দরের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন, তুমি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর, এ বিষয়ে ঔদাস্য বা উপেক্ষা করিও না। চন্দ্রের সহিত রোহিণীর ন্যায় তুমি রামের সহিত সমাগম ইচ্ছা কর। তোমার সমস্ত সুলক্ষণ দৃষ্টে আমার প্রতীতি

হইতেছে যেন তুমি শীঘ্রই রামের সহিত মিলিত হইবে। এক্ষণে তুমি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর, চল, আমি তোমাকে লইয়া আকাশপথে সমুদ্র পার হই। গমন কালে লঙ্কাবাসী রাক্ষসগণের মধ্যে কেহই আমার অনুসরণ করিতে পারিবে না। দেবি! আমি যেরূপে এস্থানে আসিয়াছি, তোমাকে লইয়া গগনমার্গে আবার সেইরূপেই প্রস্থান করিব।

তখন জানকী হনুমানের কথায় হৃষ্ট ও বিস্মিত হইয়া কহিলেন বীর! তুমি এই দূর পথে কি রূপে আমায় লইয়া যাইবে? বলিতে কি, এইরূপ বুদ্ধিতেই তোমার বানরত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। তুমি যার পর নাই ক্ষুদ্রাকার, এক্ষণে বল, কিরূপে আমাকে লইয়া রামের নিকট উপস্থিত হইবে?

তখন হনুমান মনে করিলেন, জানকী আমায় যেরূপ কহিলেন, এইরূপ কথা আমার পক্ষে নূতন পরাভব। ইনি আমার বল ও প্রভাবের কিছুই জানেন না। আমি ইচ্ছা করিলে কি প্রকার আকার ধারণ করিতে পারি, এক্ষণে ইনি তাহাই প্রত্যক্ষ করুন।

হনুমান এইরূপ চিন্তা করিয়া জানকীকে আপনার পূর্ব্বরূপ প্রদর্শন করিবার সংকল্প করিলেন এবং ঐ শিংশপা বৃক্ষ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক সীতার মনে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং মেরু-মন্দরাতুল্য ও

প্রদীপ্ত অগ্নিকল্প। তাঁহার আকার ভীষণ, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, এবং দংষ্ট্রা ও নখ বজ্রসার ও সুদৃঢ়। তিনি এই রূপ পূর্ব্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক জানকীর সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, দেবি! আমি এই লঙ্কাপুরী বন, পর্ব্বত, প্রাসাদ, প্রাকার, তোরণ, অধিক কি, রাবণেরও সহিত অক্লেশে লইয়া যাইব। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর, কিছুতেই সন্দিগ্ধ হইও না এবং আমার সহিত গমন পূর্ব্বক রাম ও লক্ষ্মণকে বীতশোক কর।

তখন কমললোচনা জানকী হনুমানের ঐ ভীম মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, বীর! আমি তোমার বলবীর্য্য বুঝিলাম; তোমার গতিবেগ বায়ুতুল্য এবং তেজ অগ্নিকল্প, তাহাও জানিতে পারিলাম। ফলত সামান্য লোক কিরূপেই বা এই স্থানে আসিবে। যাহাই হউক, এক্ষণে তুমি যে আমায় লইয়া অপার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ হইতেছে না। কিন্তু সবিশেষ বুঝিয়া কার্য্য করা আবশ্যক। দেখ, তুমি যখন আমাকে পৃষ্ঠে লইয়া প্রস্থান করিবে, তখন তোমার গতিবেগে হয় ত আমি বিমোহিত হইতে পারি। আমি মহাসমুদ্রের উপর আকাশপথে অবস্থান করিব, কিন্তু তৎকালে হয় ত বেগবশাৎ তোমার পৃষ্ঠ হইতে আমি পতিত হইতে পারি। সমুদ্র জলজন্তুতে পরিপূর্ণ, আমি পতিত হইলে নক্রকুম্ভীরগণ নিশ্চয়ই আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে।

বীর! আমি স্ত্রীলোক, তুমি যদি আমাকে লইয়া প্রস্থান কর, তাহা হইলে রাক্ষসগণের মনে নিশ্চয়ই সন্দেহ উপস্থিত হইবে, এবং উহারা আমাকে ম্রিয়মাণ দেখিয়া দুরাত্মা রাবণের নিয়োগে তোমার অনুসরণ করিবে। পরে ঐ সমস্ত রাক্ষস-বীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক তোমাকে এবং আমাকে প্রাণসঙ্কটে ফেলিবে। উহাদের হস্তে অস্ত্রশস্ত্র, তুমি আকাশে নিরস্ত্র, উহারা বহুসংখ্য, তুমি একাকী, সুতরাং এই রূপ অবস্থায় তুমি কি প্রকারে উহাদিগকে অতিক্রম পূর্ব্বক আমায় রক্ষা করিবে? বোধ হয়, রাক্ষসগণের সহিত তোমার যুদ্ধ ঘটিবে, যুদ্ধ ঘটিলে আমি সভয়ে কম্পিতদেহে তোমার পৃষ্ঠ হইতে পতিত হইব। রাক্ষসগণ নিতান্ত ভীষণ, হয় ত উহারা কথঞ্চিৎ তোমাকে জয় করিতে পারে। অথবা যদিচ তুমি জয়ী হও, তথাচ যুদ্ধের সময় আমার রক্ষা বিধানে বিমুখ হইলে আমি নিশ্চয়ই পতিত হইব এবং পাপাচার রাক্ষসেরাও আমাকে লইয়া প্রস্থান করিবে। বলিতে কি, তৎকালে উহারা তোমার হস্ত হইতে আমাকে বিনাশও করিতে পারে। আরও, যুদ্ধে জয় ও পরাজয়ের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। রণস্থলে রাক্ষসগণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিবে, ইহাতে আমি নিশ্চয়ই ভীত ও বিপন্ন হইব এবং তোমারও সমস্ত প্রয়াস বিফল হইয়া যাইবে। বীর! যদিচ তুমি রাক্ষসদিগকে সহজে সংহার করিতে সমর্থ হও, কিন্তু ইহা দ্বারা রামের যশঃক্ষয় হইবে

সন্দেহ নাই। আরও, রাক্ষসেরা তোমার হস্ত হইতে আমায় আচ্ছিন্ন করিয়া এমন এক প্রচ্ছন্ন স্থানে রাখিতে পারে, যে রাম ও বানরগণ তাহার কিছুই জানিতে পারিবেন না। সুতরাং একমাত্র আমারই জন্য তোমার সমুদ্র লঙ্ঘন প্রভৃতির সমস্ত ক্লেশ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কিন্তু তুমি যদি রামের সহিত এখানে উপস্থিত হও, তাহাতে বিশেষ ফল দর্শিবার সম্ভাবনা। মহাবীর রাম, লক্ষ্মণ, তুমি ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণ তোমাদের সকলেরই জীবন সম্পূর্ণ আমার অধীন, কিন্তু তোমরা আমার উদ্ধার-সঙ্কল্পে নিরাশ হইলে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবে। বীর! আমি পতিভক্তির অনুরোধে রাম ব্যতীত অন্য পুরুষকে স্পর্শ করিতেও ইচ্ছুক নহি। দুরাত্মা রাবণ বল পূর্ব্বক আমাকে তাহার অঙ্গস্পর্শ করাইয়াছিল, কিন্তু আমি কি করিব, তৎ-কালে আমি নিতান্ত অনাথা ও বিবশা ছিলাম। এক্ষণে যদি রাম স্বয়ং আসিয়া আমাকে এস্থান হইতে লইয়া যান, তবেই তাঁহার উচিত কার্য্য করা হইবে। আমি সেই মহাবীরের বলবীর্য্য দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি; দেব গন্ধর্ব্ব উরগ ও রাক্ষস-গণের মধ্যে কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে না। তিনি যখন রণস্থলে শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় নিরীক্ষিত হন, তখন কে তাঁহাকে সহিতে পারিবে? তিনি যখন রণস্থলে বীর লক্ষ্মণের সহিত মত্ত দিগ্‌গজের ন্যায় বিচরণ

করেন, তখন যুগান্তকালীন সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে জ্যোতি নির্গত হইয়া থাকে। দূত ! তুমি সুগ্রীবের সহিত সেই দুই মহাবীরকে শীঘ্র এই স্থানে আনয়ন কর, আমি রামের শোকে একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া আছি. তুমি তাঁহাকে আনিয়া আমাকে সন্তুষ্ট কর।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর কপিপ্রবীর হনুমান জানকীর এই বাক্যে অতিমাত্র প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিতে লাগিলেন, দেবি! তুমি সঙ্গত কথাই কহিতেছ; ইহা স্ত্রীস্বভাব পাতিব্রত্য ও বিনয়ের সম্যক্ উপযোগী হইতেছে। তুমি স্ত্রীলোক, সুতরাং আমার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক শত যোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করা তোমার পক্ষে যে অসম্ভব তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। জানকি! রাম ব্যতীত পুরুষান্তর স্পর্শ করা তোমার অকর্ত্তব্য, তুমি এই যে একটী কারণ উল্লেখ করিতেছ ইহা সেই মহাত্মা রামের সহধর্ম্মিণীর উপযুক্তই হইতেছে। তোমা ব্যতীত এই রূপ আর কে বলিতে পারে? এক্ষণে তুমি যে সমস্ত কথা কহিলে, রাম আমার নিকট এই গুলি অবশ্যই শুনিতে পাইবেন। আমি রামের প্রিয়চিকীর্ষা ও স্নেহে প্রবর্ত্তিত হইয়া তোমাকে এই রূপ কহিতেছিলাম। এই লঙ্কাপুরী নিতান্ত দুষ্প্রবেশ, মহা সমুদ্র যার পর নাই দুর্লঙ্ঘ্য, এবং আমার শক্তিও অসাধারণ, এই সমস্ত কারণে আমি তোমাকে ঐ রূপ কহিতেছিলাম।

আমি আজি রামের সহিত তোমাকে সম্মিলিত করিয়া দেই এই আমার ইচ্ছা; ফলত তাঁহার প্রতি স্নেহ ও তোমার প্রতি ভক্তি এই দুই কারণে আমি তোমাকে ঐ রূপ কহিতেছিলাম। অন্য কোন অভিসন্ধি করিয়া যে ঐ কথা কহিয়াছি এরূপ সম্ভাবনা করিও না। এক্ষণে যদি তুমি আমার সহিত গমন করিতে উৎসাহী না হও, তাহা হইলে রামের প্রত্যয়ের জন্য কোন একটী অভিজ্ঞান দেও।

তখন জানকী বাষ্প গদগদস্বরে কহিলেন, দূত! তুমি এই উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞান রামের নিকট উল্লেখ করিও। চিত্রকূটের পূর্ব্বোত্তরভাগে একটী প্রত্যন্ত পর্ব্বত আছে। উহা ফলমূলবহুল ও সিদ্ধজনসঙ্কুল; উহার অদূরে মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছেন। আমি যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছি, ঐ স্থানে সেই ঘটনা উপস্থিত হয়। এক্ষণে তুমি গিয়া আমার বাক্যে রামকে কহিবে, নাথ! তুমি চিত্রকূট পর্ব্বতের পুষ্পসৌরভপূর্ণ উপবনে জলবিহার করিয়া আর্দ্রদেহে আমার ক্রোড়ে উপবেশন করিতে। একদা একটী কাক মাংসলোলুপ হইয়া আমাকে তুণ্ডপ্রহার করিয়াছিল। আমি লোষ্ট্র উদ্যত করিয়া উহাকে বারংবার নিবারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তৎকালে সে কোনক্রমেই আমার প্রতিষেধে ক্ষান্ত হয় নাই। তদ্দৃষ্টে আমি উহার উপর অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছি, ব্যস্ততায় আমার কটিদেশ হইতে বস্ত্র স্খলিত হই-

য়াছে এবং আমি কাঞ্চীদাম পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিতেছি, ইত্যবসরে তুমি আমায় দেখিতে পাও এবং আমাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া উপহাস কর। তোমার উপহাসে আমি ক্রুদ্ধ ও লজ্জিত হইলাম। তখন তুমি উপবিষ্ট ছিলে, আমি ক্ষতদেহে নিকটস্থ হইয়া শ্রান্তি নিবন্ধন তোমার ক্রোড়ে উপবেশন করিলাম। তুমি হৃষ্টমনে আমায় সান্ত্বনা করিতে লাগিলে। নাথ! আমার মুখে অশ্রুধারা, আমি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জন করিতেছি এবং সেই কাকের উপর যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছি, ইত্যবসরে তুমি আমায় দেখিতে পাও। পরে আমি শ্রান্তিভরে বহুক্ষণ তোমার ক্রোড়ে নিদ্রিত হইলাম। তুমিও বৈপরীত্যে আমার ক্রোড়ে শয়ন করিলে।

অনন্তর আমি জাগরিত ও উত্থিত হইলাম। ঐ কাকও পুনর্ব্বার আমার সন্নিহিত হইল এবং সহসা আমার স্তনমধ্য বিদীর্ণ করিয়া দিল। তুমি উত্থিত হইলে এবং আমাকে ক্ষতবিক্ষত দেখিয়া ক্রোধভরে ভুজঙ্গবৎ গর্জ্জন করিতে লাগিলে। কহিলে, বল, কে তোমার স্তনমধ্য এইরূপ ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিল? ক্রোধপ্রদীপ্ত পঞ্চমুখ সর্পের সহিত কাহারই বা ক্রীড়া করিবার ইচ্ছা হইল?

তুমি এই বলিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি প্রসারণ করিতে লাগিলে, এবং সহসা ঐ কাককে রক্তাক্তনখে আমার সম্মুখে দেখিতে

পাইলে। সে ইন্দ্রের পুত্র, গতিবেগে বায়ুর তুল্য, সে ভূবিবরে বাস করিতেছিল। তুমি উহাকে দেখিবামাত্র ক্রোধে নেত্রযুগল আবর্ত্তিত করিয়া উহার বিনাশে কৃতসংকল্প হইলে, এবং দর্ভাস্তরণ হইতে একটী দর্ভ গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্রমন্ত্রে যোজনা করিলে। দর্ভ-মন্ত্রপূত হইবামাত্র প্রলয়বহ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল এবং তুমিও তৎক্ষণাৎ উহা কাকের প্রতি নিক্ষেপ করিলে। কাক আকাশে উড্ডীন হইল, দর্ভও উহার অনুসরণ করিতে লাগিল। কাক পরিত্রাণ পাইবার জন্য সকল লোক পর্য্যটন করিল, কিন্তু কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। ইন্দ্র এবং অন্যান্য মহর্ষিগণও তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। পরিশেষে সে তোমার শরণাপন্ন হইল। তুমি শরণাগতবৎসল, তুমি উহাকে পদতলে নিপতিত, হীনবল ও বিবর্ণ দেখিয়া একান্ত কৃপাবিষ্ট হইলে এবং কহিলে, বায়স! আমার এই ব্রহ্মাস্ত্র অমোঘ, ইহা কদাচ ব্যর্থ হইবার নহে; এক্ষণে বল, ইহা দ্বারা তোমার কি নষ্ট করিব? পরে তুমি ঐ বায়সের দক্ষিণ চক্ষু বিদ্ধ করিলে। সে দক্ষিণ চক্ষু দিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা করিল এবং রাজা দশরথ ও তোমাকে বারংবার নমস্কার পূর্ব্বক বিদায় লইল।

নাথ! তুমি যখন আমার জন্য সামান্য কাকের উপর ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলে, তখন যে দুরাত্মা আমাকে

অপহরণ করিয়াছে, জানি না, তাহাকে কি কারণে ক্ষমা করিতেছ? তুমি যাহার নাথ, সে আজ অনাথার ন্যায় রহিয়াছে; এক্ষণে তুমি আমাকে দয়া কর। দয়া যে পরম ধর্ম্ম, ইহা তোমারই মুখে শুনিয়াছি। তুমি মহাবল ও মহোৎসাহী; তোমার গাম্ভীর্য্য সাগরের অনুরূপ। তুমি আসমুদ্র পৃথিবীর অধীশ্বর, এবং ইন্দ্রপ্রভাব। তুমি বীরপ্রধান ও মহাবীর্য্য। তুমি কি জন্য রাক্ষস বিনাশ করিতেছ না? দূত! দেবগন্ধর্ব্বগণের মধ্যেও কেহ প্রতিযোদ্ধা হইয়া রামের যুদ্ধ বেগ নিবারণ করিতে পারে না। এক্ষণে যদি আমার প্রতি সেই মহাবীরের কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে, তবে তিনি কি জন্য তীক্ষ্ণ শরে রাক্ষস বিনাশ করিতেছেন না? লক্ষ্মণই বা কি জন্য তাঁহার নিদেশক্রমে আমায় উদ্ধার করিতেছেন না? ঐ দুই রাজকুমারের বলবিক্রম সুরগণেরও দুর্নিবার, এক্ষণে তাঁহারা কি জন্য আমায় উপেক্ষা করিতেছেন? তাঁহারা সাধ্যপক্ষেও যখন এই রূপ উদাসীন হইয়া আছেন, তখন বোধ হয়, আমারই কোন ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

তখন হনুমান সজলনয়না জানকীরে কহিতে লাগিলেন, দেবি! আমি সত্যশপথে কহিতেছি, রাম তোমার বিরহদুঃখে সকল কার্য্যেই উদাসীন হইয়া আছেন এবং মহাবীর লক্ষ্মণও তাঁহার ঐরূপ অবস্থান্তর দেখিয়া যার পর নাই অসুখী আছেন। এক্ষণে আমি বহু ক্লেশে তোমার অনুসন্ধান পাইলাম। অতঃপর

তুমি আর হতাশ হইও না ; বলিতে কি, তোমার এই দুঃখ শীঘ্রই দূর হইয়া যাইবে। রাম ও লক্ষ্মণ তোমাকে দেখিবার জন্য উৎসাহিত হইয়া ত্রিলোক ভস্মসাৎ করিবেন। মহাবীর রাম দুরাচার রাবণকে বন্ধু বান্ধবের সহিত বধ করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন। এক্ষণে তুমি তাঁহাদিগকে এবং সুগ্রীব ও অন্যান্য বানরকে যদি কিছু বলিবার থাকে ত বলিয়া দেও।

তখন জানকী কহিলেন, দূত! তুমি আমার হইয়া রামকে কুশল প্রশ্ন সহকারে অভিবাদন করিবে। যিনি দুর্লভ ঐশ্বর্য্য, দিব্য স্ত্রী ও ধনরত্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতামাতাকে প্রণাম ও প্রসন্ন করিয়া জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিয়াছেন, যিনি আমার সহিত মাতৃনির্ব্বিশেষ ব্যবহার এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃবৎ মর্য্যাদা করিয়া থাকেন, যিনি আমাকে অপহরণ করিবার কথা অগ্রে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, যিনি নিরন্তর বৃদ্ধগণকে সেবা করিয়া থাকেন, যিনি আমা অপেক্ষাও রামের প্রীতি ও স্নেহের পাত্র, যিনি সর্ব্বাংশে আমার পূজ্য শ্বশুরের অনুরূপ হইয়াছেন, যিনি বিসদৃশ কার্য্যের ভারগ্রহণেও কুণ্ঠিত হন না, যিনি একান্ত প্রিয়দর্শন ও অত্যন্ত মিতভাষী, রাম যাঁহার মুখ চাহিয়া পিতৃবিয়োগশোক সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন, তুমি তাঁহাকে আমার হইয়া কুশল প্রশ্ন পূর্ব্বক কহিবে, তিনি যেন আমার এই দুঃখ দূর করিয়া দেন। দূত! তুমিই কার্য্য সিদ্ধির মূল ; তোমার যত্ন ও

উদ্যোগেই রাম আমাকে সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখিবেন। তুমি তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ইহাই কহিও যে, আমি আর এক মাস কাল জীবিত থাকিব। আমি সত্যই কহিতেছি, এই এক মাস অবসান হইলে আমি কিছুতেই আর প্রাণ রাখিব না। পাপাত্মা রাবণ আমাকে অপমান পূর্ব্বক অবরুদ্ধ করিয়াছে, এক্ষণে নারায়ণ যেমন পাতাল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন সেইরূপ তিনি আমাকে উদ্ধার করিবেন।

অনন্তর জানকী একটী উৎকৃষ্ট চূড়ামণি উন্মোচন এবং হনুমানের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন, বীর! তুমি গিয়া রামকে এই চূড়ামণি প্রদান করিও। তখন হনুমান্ অভিজ্ঞান চূড়ামণি গ্রহণ করিয়া স্বীয় অঙ্গুলি মূলে ধারণ করিতে অভিলাষী হইলেন, কিন্তু তৎকালে প্রকাশ আশঙ্কায় তদ্বিষয়ে সমর্থ হইলেন না। পরে তিনি জানকীরে প্রদক্ষিণ সহকারে প্রণাম করিয়া, তাঁহার এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন্। সীতার সন্দর্শন লাভে তাঁহার মনে যার পর নাই হর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি রাম ও লক্ষ্মণকে নিরন্তর স্মরণ করিতে লাগিলেন। লোকে শৈলশিখরের সুশীতল বায়ু দ্বারা আক্রান্ত ও পশ্চাৎ উন্মুক্ত হইলে যেমন সুখ লাভ করে তিনি সেই রূপই সুখী হইলেন, এবং চূড়ামণি লইয়া তথা হইতে প্রস্থানের উপক্রম করিলেন।

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

তখন জানকী হনুমানকে কহিলেন, দূত! এই অভিজ্ঞান রামের অবিজ্ঞাত নহে; তিনি ইহা দেখিবামাত্র আমাকে, আমার জননীকে, ও রাজা দশরথকে স্মরণ করিবেন। বীর! বোধ হয়, অতঃপর রাম আমার উদ্ধারের জন্য পুনর্ব্বার তোমাকেই নিয়োগ করিবেন। তুমি নিযুক্ত হইলে কিরূপে সমস্ত সুসম্পন্ন হইতে পারে এক্ষণে তাহাই নির্ণয় কর; কিরূপে রামের দুঃখ শান্তি হইতে পারে তুমি তাহাই স্থির কর, এবং কিরূপেই বা আমার এই বিপদ দূর হইয়া যায় তুমি তাহাই অবধারণ কর।

অনন্তর হনূমান জানকীর এই বাক্যে সম্মত হইয়া, তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। তদ্দৃষ্টে জানকী বাষ্পগদ্গদ স্বরে পুনর্ব্বার কহিলেন, বীর! তুমি গিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে; অমাত্যসহ সুগ্রীব ও অন্যান্য বৃদ্ধ বানরকেও কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। আমি যেরূপে এই দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারি, আমার জীবনসত্ত্বে যাহাতে এই দুঃখের অবসান হয়, রাম যেন তাহাই করেন। বীর! তুমি কথা-

মাত্রে সাহায্য করিয়া ধর্ম্ম লাভ কর। রাম অত্যন্ত উৎসাহী, তিনি সমস্ত শুনিতে পাইলে আমার উদ্ধারের জন্য নিশ্চয়ই বিক্রম প্রকাশ করিবেন।

তখন হনুমান মস্তকে অঞ্জলি স্থাপন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, দেবি! রাম বানরভল্লুকে পরিবৃত হইয়া শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন এবং সমরে শত্রুসংহার পূর্ব্বক তোমার শোকসন্তাপ দূর করিবেন। তিনি যখন যুদ্ধে অনবরত শর বর্ষণ করিয়া থাকেন, তখন সুরাসুরের মধ্যেও তাঁহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে এমন আর কাহাকে দেখি না। তিনি তোমার জন্য সূর্য্য ইন্দ্র ও কৃতান্তের সহিতও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন এবং তিনি তোমারই জন্য এই সসাগরা পৃথিবীকে অধিকার করিবেন। বলিতে কি, এক্ষণে তাঁহার জয়লাভের উদ্যোগ কেবল তোমারই জন্য সন্দেহ নাই।

তখন জানকী হনুমানের এই সমস্ত সত্য কথা সবহুমানে শ্রবণ করিলেন, এবং তাঁহাকে প্রস্থানে উদ্যত বুঝিয়া বারংবার দেখিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি রামের প্রতি প্রীতি নিবন্ধন পুনর্ব্বার কহিলেন, দূত! যদি তোমার অভিপ্রায় হয় ত তুমি এই লঙ্কার কোন নিভৃত স্থানে অন্তত এক দিনের জন্যও অবস্থান কর, পরে গতক্লম হইয়া কল্য প্রস্থান করিবে। বলিতে কি, তোমাকে দেখিলে এই মন্দ-

ভাগিনীর শোক ক্ষণকালের জন্য উপশম হইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে আমার মনে নানারূপ আশঙ্কার উদয় হইতেছে। তুমি এই দুর্গম পথে পুনর্ব্বার কিরূপে আসিবে, তদ্বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিতেছে। কিন্তু তুমি না আইলেও প্রাণরক্ষা করা আমার পক্ষে সুকঠিন হইবে। আমি একে দুঃখের উপর দুঃখ সহিতেছি, অতঃপর তোমার অদর্শন আমাকে আরও বিহ্বল করিবে। বীর ! জানি না, বানর ও ভল্লূকগণ, কপিরাজ সুগ্রীব, ও ঐ দুই রাজকুমার কি রূপে এই দুষ্পার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া আসিবেন। গরুড়, বায়ু ও তোমা ব্যতীত সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে এমন আর কাহাকেই দেখি না। তুমি স্বয়ং বুদ্ধিমান, এক্ষণে বল, ইহার কিরূপ উপায় অবধারণ করিতেছে ? মানিলাম, তুমি একাকীই সকল কার্য্য সাধন করিতে পার এবং যশস্কর জয়ও সহজে তোমার হস্তগত হইতে পারে, কিন্তু যদি রাম সসৈন্যে আসিয়া সমরে শত্রুবিনাশ করেন, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে সমুচিত কার্য্য হইবে। তিনি যদি এই লঙ্কাপুরী বানরসৈন্যে আচ্ছন্ন করিয়া আমাকে লইয়া যান, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে সমুচিত কার্য্য হইবে। দূত ! এক্ষণে সেই মহাবীর যাহাতে অনুরূপ বিক্রম প্রকাশে উৎসাহী হন, তুমি তাহাই করিও।

তখন হনুমান জানকীর এই সুসঙ্গত কথা শুনিয়া কহিতে লাগিলেন, দেবি ! সুগ্রীব সত্যনিষ্ঠ, তিনি তোমার উদ্ধার

সংকল্পে কৃতনিশ্চয় হইয়া আছেন। এক্ষণে সেই মহাবীর রাক্ষসগণকে সংহার করিবার জন্য অসংখ্য বানরসৈন্যের সহিত শীঘ্রই আগমন করিবেন। বানরগণ তাঁহারই আজ্ঞানুবর্ত্তী ভৃত্য; উহারা মহাবল ও মহাবীর্য্য। উহাদিগের গতি কোন দিকে কদাচই প্রতিহত হয় না। উহারা মনোবেগবৎ শীঘ্র গমন করিয়া থাকে। দুষ্কর কার্য্যেও উহাদিগের কোনরূপ অবসাদ দৃষ্ট হয় না; উহারা বায়ুবেগে বারংবার এই সসাগরা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছে। দেবি! কপিরাজের নিকট আমা হইতে উৎকৃষ্ট এবং আমার সমকক্ষ এমন অনেক বানর আছে, কিন্তু আমা অপেক্ষা হীনবল আর কাহাকেই দেখিতেছি না। এক্ষণে সেই সমস্ত বীরের কথা দূরে থাক, আমি এইরূপ সামান্য দুর্ব্বল হইয়াও এখানে উপস্থিত হইয়াছি! দেখ, উৎকৃষ্টেরা কখন কোন কার্য্যে নিযুক্ত হন না, যাহারা নিকৃষ্ট তাহারাই প্রেরিত হইয়া থাকে। অতঃপর তুমি আর দুঃখিত হইও না, শোক পরিত্যাগ কর। কপিবীরেরা এক লম্ফে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় উত্তীর্ণ হইবে এবং রাম ও লক্ষ্মণও আমার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক উদিত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন। তাঁহারা শরনিকরে লঙ্কা ছারখার করিবেন এবং রাবণকে সগণে সংহার করিয়া তোমাকে গ্রহণ পূর্ব্বক অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইবেন। এক্ষণে তুমি আশ্বস্ত হও

ক্রমান্বয়ে দিন গণনা কর। আমি নিশ্চয় করিতেছি, তুমি অচিরেই জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় রামকে নিরীক্ষণ করিবে।

হনূমান জানকীরে এই বলিয়া প্রতিগমনমানসে পুনর্ব্বার কহিলেন ; দেবি ! তুমি শীঘ্রই রাম ও লক্ষ্মণকে লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত দেখিতে পাইবে। যাহাদিগের খর নখ ও তীক্ষ্ণ দন্তই অস্ত্র, বলবিক্রম সিংহ ব্যাঘ্রকেও পরাস্ত করিতে পারে, তুমি সেই সমস্ত বানরকে এইস্থানে শীঘ্রই সমাগত দেখিতে পাইবে। মেঘাকার বানরযূথ মলয়গিরির শিখরে আরোহণ পূর্ব্বক সমরস্পৃহায় শীঘ্রই সিংহনাদ করিবে। দেবি! রাম তোমার বিরহতাপে নিতান্ত কাতর হইয়া আছেন, তাঁহার মনে আর কিছুতেই শান্তি নাই। এক্ষণে তুমি রোদন করিও না, তোমার মনে যেন কিছু মাত্র ভয় উপস্থিত না হয়। ইন্দ্রের সহিত শচীর ন্যায় তুমি শীঘ্র রামের সহিত সমাগত হইবে। রাম ও লক্ষ্মণের অপেক্ষা বীর আর কে আছে ? তাঁহারা তেজে অগ্নিকল্প এবং বেগে বায়ুসদৃশ ; সেই দুই মহাবীরই তোমার আশ্রয়। এক্ষণে তোমায় এই ভীষণ রাক্ষসভূমিতে আর অধিক কাল বাস করিতে হইবে না। রাম শীঘ্রই আসিবেন। আমি যাবৎ তাঁহার নিকট না যাই তাবৎ তুমি প্রতীক্ষা কর।

চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর জানকী আপনার মঙ্গলসংকল্পে কহিতে লাগি-লেন, দূত! তুমি প্রিয়বাদী; উত্তাপদগ্ধা পৃথিবী বৃষ্টিপাতে যেরূপে তুষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ আমি তোমার সন্দর্শনে যার পর নাই পুলকিত হইয়াছি। এক্ষণে এই শোকশীর্ণ দেহে যেরূপ রামকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হই, তুমি কৃপাপরতন্ত্র হইয়া তাহারই উপায় অবধারণ কর। আমি যে জলজ চূড়ামণি তোমায় অর্পণ করিলাম, তুমি গিয়া রামকে তাহা প্রদর্শন করিবে। তিনি ক্রোধভরে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা ইন্দ্রকুমার কাকের যে এক চক্ষু নষ্ট করিয়াছিলেন, তুমি তাঁহার নিকট এ কথা উল্লেখ করিবে। এই দুই অভিজ্ঞান ব্যতীত তুমি আমার বাক্যে ইহাও কহিবে, "নাথ! মনে করিয়া দেখ, আমার পূর্ব্বকার তিলক বিলুপ্ত হইলে তুমি মনঃশিলা দ্বারা গণ্ডপার্শ্বে অপর একটী তিলক রচনা করিয়া দেও। তুমি মহাবীর ইন্দ্রপ্রভাব ও বরুণতুল্য, এক্ষণে তোমার সীতা অপহৃতা হইয়া রাক্ষস-পুরীতে বাস করিতেছে, জানি না, তুমি ইহা কিরূপে সহ্য

করিয়া আছ। আমি এতদিন এই চূড়ামণি সাবধানে রাখিয়াছিলাম, দুঃখশোকে তোমায় পাইলে যেমন আহ্লাদিত হইয়াথাকি, সেইরূপ এই চূড়ামণি দেখিলে অত্যন্তই সুখী হই। এক্ষণে ইহা অভিজ্ঞানের জন্য তোমার নিকট পাঠাইলাম, কিন্তু তুমি যদি শীঘ্র এস্থানে না আইস, তাহা হইলে আমি শোকভরে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব। নাথ! আমি কেবল তোমারই জন্য দুর্ব্বিষহ দুঃখ, মর্ম্মভেদী বাক্য ও রাক্ষস-সহবাস সহিয়া আছি। আমি আর এক মাস প্রাণ রক্ষা করিব, এই অবকাশে যদি তোমার সন্দর্শন না পাই, তবে নিশ্চয়ই দেহপাত করিব। দুরাত্মা রাবণ উগ্রস্বভাব, সে কুদৃষ্টিতে আমায় দেখিয়া থাকে, এক্ষণে যদি তোমার কালবিলম্ব হয় তবে আমি নিশ্চয়ই দেহপাত করিব।"

তখন হনুমান সজলনয়না জানকীর এই রূপ সকরুণ বাক্য শ্রবণে পুনর্ব্বার কহিলেন, দেবি! আমি সত্যশপথে কহিতেছি, রাম তোমার বিরহদুঃখে সকল কার্য্যেই উদাসীন হইয়া আছেন। মহাবীর লক্ষ্মণও তাঁহার এইরূপ অবস্থান্তর দেখিয়া যার পর নাই অসুখে কালযাপন করিতেছেন। এক্ষণে আমি বহু ক্লেশে তোমার অনুসন্ধান পাইলাম। অতঃপর তুমি আর হতাশ হইও না, বলিতে কি, শীঘ্রই তোমার এই দুঃখ দূর হইবে। রাম ও লক্ষ্মণ তোমাকে দেখিবার জন্য উৎ-

সাহিত হইয়া ত্রিলোক ভস্মসাৎ করিবেন। মহাবীর রাম দুরাচার রাবণকে পাত্রমিত্রের সহিত বধ করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন। দেবি! এক্ষণে রাম দৃষ্টিপাত মাত্র যাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন এবং তাঁহার পক্ষে যাহা সবিশেষ প্রীতিকর হইবে, তুমি আমাকে আরও এইরূপ কোন অভিজ্ঞান দেও।

তখন জানকী কহিলেন, দূত! আমি তোমাকে উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞানই দিয়াছি। রাম ইহা সাদরে দেখিয়া তোমার বাক্যে সবিশেষ শ্রদ্ধা করিবেন।

অনন্তর হনুমান চূড়ামণি গ্রহণ এবং জানকীরে নতশিরে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রতিগমনে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে জানকী সজলনয়নে গদগদ বাক্যে কহিলেন, দূত! তুমি গিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও অমাত্যসহ সুগ্রীবকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। রাম যেন কৃপা করিয়া অবিলম্বে আমায় এই দুঃখ হইতে উদ্ধার করেন। তুমি তাঁহাকে আমার এই তীব্র শোকবেগ এবং রাক্ষসগণের ভৎর্সনার কথা পুনঃ পুনঃ কহিবে। দূত! অধিক আর কি কহিব, এক্ষণে তুমি এ স্থান হইতে নির্ব্বিঘ্নে যাত্রা কর।

একচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর মহাবীর হনুমান জানকীর নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। গমনকালে ভাবিলেন, আমি ত দেবী জানকীর সন্দর্শন পাইলাম, এক্ষণে এস্থানে আগমন করিবার প্রয়োজন অল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে। এই কার্য্য শত্রু-পক্ষের অন্তর্বল পরিজ্ঞান; কিন্তু ইহাতে সামাদি তিন উপায় কোন কার্য্যকর হইবে না; এক্ষণে দণ্ড দ্বারা সমস্ত নির্ণয় করাই আবশ্যক হইতেছে। রাক্ষসগণের সহিত সন্ধি ফলপ্রদ হইবে না, সুসমৃদ্ধ পক্ষে দান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, এবং বলগর্ব্বিত বীরগণকে সুযোগ ক্রমে ভেদ করাও সহজ নয়। সুতরাং এক্ষণে পৌরুষ আশ্রয় করাই আমার উচিত হইতেছে। এতদ্ব্য-তীত শত্রুপক্ষের অন্তর্বল পরিজ্ঞানের আর কোনরূপ সম্ভাবনা দেখি না। আরও আমার হস্তে রাক্ষসগণ পরাস্ত হইলে রাবণ ভাবী যুদ্ধে অবশ্য সঙ্কুচিত হইবে। যদিচ এই বিষয়ে কপিরাজ সুগ্রীব আমাকে কোন রূপ আদেশ দেন নাই, কিন্তু যে দূত প্রধান উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হইলে অবিরোধে অবান্তর কার্য্য সাধন করেন, তিনি কোন অংশে নিন্দনীয় হইতে পারেন না।

আমি জানকীর অন্বেষণ পাইয়াছি, এক্ষণে যদি স্বপক্ষ ও বিপক্ষের যুদ্ধসংক্রান্ত বিশেষ তত্ত্ব বুঝিয়া সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইতে পারি, ইহাতে তাঁহারই অভিপ্রায় সম্যক্ সাধিত হইবে। যাহা হউক, আজ আমার আগমন কিরূপে সুফল উৎপাদন করিবে, রাক্ষসগণের সহিত কিরূপে সহসা যুদ্ধ ঘটিবে, এবং কি রূপেই বা রাবণ আমার এবং আমার পক্ষ বীরগণের বলবীর্য্য যথার্থত বুঝিতে পারিবে। আমি আজ সংগ্রামে উহাকে পাত্রমিত্রের সহিত দেখিতে পাইব এবং উহার ইচ্ছা ও সামর্থ্য সহজে বুঝিতে পারিয়া পুনর্ব্বার এস্থান হইতে প্রতিগমন করিব। এই অশোক বন বৃক্ষলতাবহুল এবং সুরকানন নন্দনতুল্য, ইহা সকলের নেত্র পরিতৃপ্ত এবং মন পুলকিত করিতেছে। অগ্নি যেমন শুষ্ক বন দগ্ধ করিয়া থাকে সেইরূপ আমি আজ ইহা ছারখার করিয়া ফেলিব। এই কার্য্যে রাবণ অবশ্যই কুপিত হইবে এবং চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবে। তখন আমিও ভীমবল রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব এবং রাবণের সৈন্য সকল বিনাশ করিয়া কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট প্রতিগমন করিব।

মহাবীর হনুমান এইরূপ সংকল্প করিয়া ক্রোধভরে অশোক বন ভগ্ন করিতে লাগিলেন এবং বায়ুবৎ মহাবেগে বৃক্ষ সকল নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন পক্ষিগণ আর্ত্তরবে

কোলাহল আরম্ভ করিল ; তাম্রবর্ণ পত্র সকল ম্লান হইয়া গেল ; বিহারশৈলের সুদৃশ্য শিখর চূর্ণ এবং জলাশয়ের অন্তস্তল বিদীর্ণ হইল ; বৃক্ষ ও লতা মসৃণ হইয়া পড়িল ; লতাগৃহ, চিত্র-গৃহ ও শিলাগৃহ ভগ্ন হইয়াগেল ; হিংস্র জন্তুগণ দ্রুতবেগে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল ; অশোক বন দাবানলদগ্ধ কাননের ন্যায় হতশ্রী হইল এবং মদবিহ্বলা স্খলিতবসনা কামিনীর ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। ফলত মহাবীর হনুমানের হস্তে উহা যার পর নাই শোচনীয় হইয়া উঠিল, এবং হনুমানও একাকী বহুবীরের সহিত সংগ্রামার্থী হইয়া উদ্যানের তোরণে আরোহণ করিলেন।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর লঙ্কানিবাসী রাক্ষসগণ বৃক্ষভঙ্গের শব্দ ও পক্ষিগণের কোলাহলে চকিত ও ভীত হইয়া উঠিল; মৃগপক্ষি সকল সভয়ে ইতস্তত ধাবমান হইতে লাগিল; চতুর্দ্দিকে কুলক্ষণ; অনেক রাক্ষসী নিদ্রিত ছিল; তাহারা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দেখিল, মহাবীর হনুমান অশোক বন ভগ্ন করিয়া, তোরণের উপর উপবেশন করিয়া আছেন।

ঐ সময় মহাবাহু মহাবীর্য্য মহাবল হনুমান রাক্ষসীগণকে নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত ভীষণ রূপ ধারণ করিলেন। তখন রাক্ষসীরা হনুমানের ঐ ভীম মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া, শঙ্কিত মনে জানকীরে জিজ্ঞাসিতে লাগিল, জানকি! এই বানর কে? কাহার চর? কি জন্য কোথা হইতে আসিয়াছে? এবং তুমিই বা কি নিমিত্ত উহার সহিত কথোপকথন করিতেছিলে? বিশাললোচনে! তোমার কিছু মাত্র ভয় নাই; বল, ঐ বানর তোমায় কি কহিয়া গেল?

তখন জানকী কহিলেন, দেখ, আমার কি সাধ্য যে, আমি

কামরূপী রাক্ষসদিগের ভাবগতি বুঝিয়া উঠি। এই বানর কে, এবং উহার অভিপ্রায়ই বা কি, তাহা তোমরাই জান। দেখ, সর্পই সর্পের পদ চিনিতে পারে। ফলত আমি ঐ বানরের বিষয় কিছুই জানি না; কোন রাক্ষস মায়ারূপ ধারণ পূর্ব্বক আগমন করিয়াছে আমি এই মাত্র বুঝিয়াছি, এবং উহাকে দেখিয়া অবধি যার পর নাই ভীত হইয়াছি।

অনন্তর রাক্ষসীরা তথা হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। কেহ কেহ তথায় রহিল এবং কেহ কেহ বা রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, রাক্ষসরাজ! একটী ভীমমূর্ত্তি বানর জানকীর সহিত নানা রূপ আলাপ করিয়া অশোক বনের তোরণে উপবেশন করিয়া আছে। আমরা জানকীরে নির্ব্বন্ধ-সহকারে জিজ্ঞাসিলাম, কিন্তু তিনি ঐ বানরের পরিচয় প্রদানের ইচ্ছা করিলেন না। বানর আপনার অশোক বন ভাঙ্গিয়াছে। অনুমানে বোধ হইতেছে, সে হয় ইন্দ্রের, না হয় কুবেরের দূত হইবে, অথবা রাম সীতার উদ্দেশ লইবার নিমিত্ত তাহাকে পাঠাইয়াছে। যাহাই হউক, ঐ অদ্ভুতাকার বানর আপনার রমণীয় অশোক বন ভগ্ন করিয়াছে। সে ঐ বনের সকল স্থানই নষ্ট করিয়াছে, কেবল যে বৃক্ষতলে দেবী জানকী আছেন তাহা স্পর্শমাত্র করে নাই। বোধ হয়, জানকীরে রক্ষা বা শ্রান্তি, ইহার অন্যতরই

ঐ বৃক্ষ না ভাঙ্গিবার কারণ হইবে। অথবা সেই বানরের আবার ভ্রান্তি কি? সে নিশ্চয়ই জানকীরে রক্ষা করিয়াছে। জানকী স্বয়ং যাহার মূলে বাস করেন, সে কেবল সেই পত্রবহুল প্রকাণ্ড শিংশপা বৃক্ষটী নষ্ট করে নাই। রাক্ষসরাজ! আপনি তাহাকে কোনরূপ কঠোর দণ্ড করুন। সে প্রমদ বন ভগ্ন করিয়াছে। যে সীতার সহিত কথাবার্ত্তা কহে, সেই দুর্ব্বৃত্তই প্রমদ বন ভগ্ন করিয়াছে। সীতা আপনার মনোমতা, যাহার প্রাণে মমতা নাই, তদ্ব্যতীত উহার সহিত আর কে সম্ভাষণ করিতে পারে।

রাক্ষসরাজ রাবণ এই সংবাদ শুনিবামাত্র ক্রোধভরে চিতাগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার নেত্রযুগল বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল; প্রদীপ্ত দীপশিখা হইতে যেমন জ্বলন্ত তৈলবিন্দু নিপ-তিত হয় তদ্রূপ তাঁহার নেত্র হইতে দরদরিত ধারে অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ হনুমানকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত কিঙ্কর নামক বীরগণকে নিয়োগ করিলেন। অশীতি সহস্র কিঙ্কর তদীয় নিদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র কূটমুদ্গারহস্তে নির্গত হইল। উহারা লম্বোদর ও করালদশন। ঐ সমস্ত বীর হনুমানকে গ্রহণ করিবার জন্য অতিমাত্র উৎসাহের সহিত যাইতে লাগিল।

তখন মহাবীর হনুমান যুদ্ধার্থ বদ্ধপরিকর হইয়া তোরণে

উপবিষ্ট আছেন ; কিঙ্করগণ জ্বলন্ত পাবকের মধ্যে যেমন পতঙ্গ পতিত হয়, সেইরূপ উহাঁর সম্মুখীন হইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কাহারও হস্তে বিচিত্র গদা, কাহারো স্বর্ণপট্টমণ্ডিত অর্গল, কাহারও সুতীক্ষ্ণ শর, কাহারো মুদ্গর, কাহারও পট্টিশ, কাহারও শূল এবং কাহারও বা প্রাস ও তোমর। ঐ সমস্ত বীর হনুমানের চতুর্দ্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল। তদ্দৃষ্টে পর্ব্বতপ্রমাণ হনুমান ভূপৃষ্ঠে অনবরত লাঙ্গূল আস্ফালন পূর্ব্বক ঘোররবে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ সমরোৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিল। তিনি লঙ্কাপুরী প্রতিধ্বনিত করিয়া লাঙ্গূল আস্ফালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উহার চটচটা শব্দে গগনতল হইতে বিহঙ্গেরা পতিত হইতে লাগিল। হনুমান রণোৎসাহে উন্মত্ত ; তিনি উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ ঘোষণা করিতে লাগিলেন, রামের জয়, লক্ষ্মণের জয়, রামের আশ্রিত সুগ্রীবের জয়। আমি পবনদেবের পুত্র এবং অযোধ্যাধিনাথ রামের ভৃত্য, নাম হনুমান। আমি যখন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া বৃক্ষ শিলা নিক্ষেপ করিব, তখন সহস্র সহস্র রাবণও আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে না। আজ সকল রাক্ষসই দেখিবে, আমি লঙ্কাপুরী ছার খার করিয়া দেবী জানকীরে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রতিগমন করিব।

তখন রাক্ষসগণ হনুমানের ঘোর নিনাদে অতিমাত্র ভীত

হইল ; দেখিল, ঐ বীর সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় উন্নত হইয়াছেন। উহাঁর মুখে নিরবচ্ছিন্ন রামের নাম উচ্চরিত হইতেছে; তন্নিবন্ধন রাক্ষসেরা তিনি যে রামের দূত তদ্বিষয়ে একপ্রকার নিঃশংসয় হইল, এবং ভীষণ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া চতুর্দ্দিক হইতে উহাঁকে অবরোধ করিল। তখন হনূমান ঐ সমস্ত বীরে পরিবৃত হইয়া তোরণের এক প্রকাণ্ড অর্গল গ্রহণ পূর্ব্বক উহাদিগকে আক্রমণ করিলেন এবং অসুরসংহারে প্রবৃত্ত বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় অর্গলপ্রহারে উহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন ; কখনও বা অজগরবাহী বিহগরাজ গরুড়ের ন্যায় অর্গলহস্তে নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিঙ্করগণ বিনষ্ট হইল, তিনিও সমরাভিলাষে পুনর্ব্বার তোরণে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ দ্রুতপদে পলায়ন পূর্ব্বক রাবণকে গিয়া কহিল, মহারাজ! কিঙ্করগণ সেই বানরের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে। রাবণ দূতমুখে এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং প্রহস্তের পুত্র মহাবল জম্বুমালীকে কহিলেন, বীর! তুমি অনতিবিলম্বে যুদ্ধযাত্রা করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হও।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

এদিকে মহাবীর হনুমান কিঙ্কর নামক রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া ভাবিলেন, আমি প্রমদ বন ভগ্ন করিলাম, এক্ষণে ঐ সুমেরুশৃঙ্গবৎ উচ্চ চৈত্যপ্রাসাদ চূর্ণ করিব। তিনি এইরূপ সংকল্প করিয়া এক লম্ফে কুলদেবতাপ্রাসাদে উত্থিত হইলেন। তৎকালে বিভাকরের ন্যায় তাঁহার প্রভাজাল চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইল। তিনি বল প্রদর্শন পূর্ব্বক ঐ চৈত্যপ্রাসাদ চূর্ণ করিলেন এবং স্বপ্রভাবে দেহবৃদ্ধি করিয়া নির্ভয়ে বাহ্বাস্ফোটন করিতে লাগিলেন। ঐ শ্রুতিবিদারক শব্দে লঙ্কাপুরী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, পক্ষিগণ গগনতল হইতে পতিত হইল এবং চৈত্যপালেরা বিমোহিত হইয়া গেল। ইত্যবসরে হনুমান উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ ঘোষণা করিতে লাগিলেন, রামের জয়, লক্ষ্মণের জয়, রামের আশ্রিত সুগ্রীবের জয়। আমি রামের কিঙ্কর, নাম মহাবীর হনুমান। আমি যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বৃক্ষশিলা নিক্ষেপ করিব তখন সহস্র রাবণও আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে না। আজ রাক্ষসেরা দেখিবে, আমি লঙ্কাপুরী ছার খার করিয়া দেবী জানকীরে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রতিগমন করিব।

হনূমান এই বলিয়া বীরনাদ করিতে লাগিলেন। চৈত্যপালগণ নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া উহাঁকে আক্রমণ করিল এবং চতুর্দ্দিক হইতে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে উহারা ভাগীরথীর বিপুল আবর্ত্তের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

অনন্তর হনূমান ক্রোধভরে প্রাসাদের এক স্বর্ণখচিত প্রকাণ্ড শতধার স্তম্ভ উৎপাটন পূর্ব্বক মহাবেগে বিঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। স্তম্ভের ঘর্ষণে সহসা অগ্নি উত্থিত হইল এবং তদ্দ্বারা সমস্ত প্রাসাদ দগ্ধ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে হনূমান বৃক্ষশিলা প্রহারে বহুসংখ্য রাক্ষসকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রাসাদ দগ্ধ হইতে দেখিয়া অন্তরীক্ষ হইতে কহিতে লাগিলেন, দেখ, মাদৃশ বহুসংখ্য বীর কপিরাজ সুগ্রীবের বশবর্ত্তী হইয়া আছেন। তাঁহারা সুগ্রীবের আদেশে আমারই ন্যায় ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতেছেন। উহাঁদিগের মধ্যে কাহারও বল দশ হস্তীর, কাহারও শত হস্তীর এবং কাহারও বা সহস্র হস্তীর অনুরূপ হইবে। কেহ বায়ুবল এবং কেহ বা অপ্রমেয়বল। কপিরাজ তোমাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত মাদৃশ বহুসংখ্য বীরে পরিবৃত হইয়া শীঘ্রই আসিবেন। যখন মহাত্মা রামের সহিত বৈরিতা জন্মিয়াছে, তখন সমস্ত রাক্ষস এবং এই লঙ্কাপুরী কিছুই থাকিবে না।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

এ দিকে মহাবীর জম্বুমালী রাবণের নিদেশে যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। তাঁহার পরিধান রক্তাম্বর, গলে রক্তমাল্য, কর্ণে রুচির কুণ্ডল; তাঁহার নেত্রযুগল ক্রোধে নিরবচ্ছিন্ন বিঘূর্ণিত হইতেছে; তিনি উগ্রস্বভাব ও দুর্জ্জয়; তিনি চতুর্দ্দিক প্রতি-ধ্বনিত করিয়া ইন্দ্রধনুসদৃশ প্রকাণ্ড শরাসন বজ্ররবে টঙ্কার প্রদান করিলেন।

তখন হনুমান যুদ্ধার্থে তোরণে উপবিষ্ট হইয়া আছেন। তিনি মহাবীর জম্বুমালীকে গর্দ্দভবাহিত রথে সমুপস্থিত দেখিয়া হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। জম্বুমালী হনুমানকে লক্ষ্য করিয়া শাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি উহাঁর মুখের উপর অর্দ্ধচন্দ্র, মস্তকে একমাত্র কর্ণি, এবং ভুজদ্বয়ে দশ নারাচ প্রহার করিলেন। হনুমানের মুখমণ্ডল স্বভাবত রক্তবর্ণ, উহা শরবিদ্ধ হইয়া শরৎকালে সূর্য্যরশ্মিরঞ্জিত বিকসিত রক্তপদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তিনি অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং পার্শ্বে

এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড দেখিতে পাইয়া তাহা উৎপাটন পূর্ব্বক মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর জম্বুমালী ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উহাঁকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। প্রচণ্ডবিক্রম হনূমান শিলাখণ্ড বিফল হইল দেখিয়া বৃহৎ এক শালবৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক বিঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে জম্বুমালী উহাঁর প্রতি অনবরত শর বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং চার শরে শাল বৃক্ষ ছেদন করিয়া পাঁচটি শর ভুজদ্বয়ে একটী বক্ষে ও দশটী স্তনমধ্যে প্রহার করিলেন। তখন হনূমান শরপূর্ণকলেবর হইয়া অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং সেই পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে বিঘর্ণিত করিয়া উহাঁর বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ পরিঘের আঘাতে জম্বুমালীর মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল, হস্ত ও জানু ছিন্ন ভিন্ন এবং শর শরাসন রথ ও অশ্ব এককালে অদৃশ্য হইল। জম্বুমালী নিহত হইয়া ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ জম্বুমালীর বধবার্ত্তা শ্রবণে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার আরক্ত নেত্র বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং তিনি হনূমানের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিকুমারগণকে নিয়োগ করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর অগ্নিকল্প মন্ত্রিকুমারগণ রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। উহারা অস্ত্রবিদ্যায় সুপটু এবং অস্ত্রবিৎগণের শ্রেষ্ঠ। ইহাদিগের মধ্যে সকলেই জয়শ্রী লাভার্থ উৎসুক হইয়াছে। উহারা স্বর্ণজালজড়িত ধ্বজদণ্ডমণ্ডিত পতাকা-শোভিত ও অশ্বযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক মেঘগম্ভীর রবে নির্গত হইল। বহুসংখ্য সৈন্য উহাদের সমভিব্যাহারে চলিল; উহারা স্বর্ণখচিত শরাসন হৃষ্টমনে আকর্ষণ করিতে লাগিল। উহাদের জননীরা কিঙ্করগণের বধসংবাদ শ্রবণে উহাদিগেরও জীবনে সংশয়াপন্ন ও অতিমাত্র শোকাকুল হইল।

অনন্তর স্বর্ণালঙ্কারধারী মন্ত্রিপুত্রগণ যুদ্ধার্থ পরস্পর অতিশয় সত্বর হইয়া তোরণস্থ হনুমানের সন্নিহিত হইল এবং চতুর্দ্দিক হইতে শর বর্ষণ পূর্ব্বক বর্ষাকালীন জলদের ন্যায় গভীর গর্জ্জন সহকারে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন মহাবীর হনুমান উহাদিগের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া বৃষ্টিপাতে শৈলরাজ হিমাচলের ন্যায় অদৃশ্য হইলেন এবং রাক্ষসগণের শর ও রথবেগ বিফল করিয়া মহাবেগে নির্ম্মল গগনে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

বায়ু যেমন আকাশে সুরধনুশোভিত মেঘের সহিত ক্রীড়া করে, সেইরূপ তিনি ঐ সমস্ত ধনুর্দ্ধারী বীরের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। পরে ঘোর সিংহনাদে সমস্ত রাক্ষসকে চকিত ও ভীত করিয়া মন্ত্রিকুমারদিগের উপর বেগ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হই-লেন। তিনি কোন বীরকে চপেটাঘাত, কাহাকে মুষ্টিপ্রহার, এবং কাহাকেও বা খর নখরে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। কোন বীরকে বক্ষের আঘাতে এবং কাহাকেও বা প্রবল ঊরুবেগে বিনষ্ট করিলেন। অনেকে তাঁহার সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিল।

তদ্দর্শনে সৈন্যগণ অতিমাত্র ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল; মাতঙ্গেরা বিকৃতস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল; অশ্ব সকল ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল; রথের ভগ্ন নীড়, ভগ্ন ধ্বজ, ও ছিন্ন ছত্রে রণস্থল আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং সর্ব্বত্র রক্তনদী প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। হনূমানও যুদ্ধার্থ পুনর্ব্বার তোরণে আরোহণ করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর রাবণ মন্ত্রিপুত্রগণের বধসংবাদ পাইয়া ধৈর্য্যসহকারে চিত্তবিকার সম্বরণ করিলেন। পরে বিরূপাক্ষ, যূপাক্ষ, দুর্দ্ধর্ষ, প্রঘষ, ও ভাসকর্ণ এই পাঁচজন নীতিনিপুণ সেনাপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সেনাপতিগণ! তোমরা চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ শীঘ্রই নির্গত হও এবং সেই বানরকে গিয়া যথোচিত শাসন কর। দেখ, তোমরা উহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সাবধান হইও এবং দেশকাল বুঝিয়া কার্য্য করিও। আমি উহার ভাব গতিকে বুঝিলাম, সে সামান্য বানর নহে, সে মহাবল পরাক্রান্ত অন্য কোন জীব হইবে। বীরগণ! উহাকে বানরজাতি বলিয়া কিছুতেই আমার হৃৎপ্রত্যয় হইতেছে না। বোধ হয়, সুররাজ ইন্দ্র আমার কোন অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে উহাকে তপোবলে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি ত অনেক বার তোমাদিগের সাহায্যে সুরাসুর নাগ যক্ষ গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণকে পরাজয় করিয়াছি, এক্ষণে

তাহারা অবশ্যই আমাদিগের কিছু অনিষ্ট করিতে পারে। এক্ষণে এই বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, তোমরা অচিরেই ঐ বানরকে বল পূর্ব্বক বাঁধিয়া আন। তোমরা চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে এখনই যাও এবং উহারে দমন করিয়া আইস। ঐ ভীমবিক্রম মহাবীরকে উপেক্ষা করা সঙ্গত নহে। আমি ইতিপূর্ব্বে অনেকানেক বানর দেখিয়াছি; মহাবল বালী, সুগ্রীব, জাম্ববান, সেনাপতি নীল ও দ্বিবিধ প্রভৃতি বানরকে দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাদিগের গতিশক্তি ইহার মত নয়, তাহাদিগের তেজ বলবীর্য্য বুদ্ধি ও উৎসাহও এরূপ নয় এবং তাহারা স্বেচ্ছাক্রমে এই প্রকার দীর্ঘ আকারও ধারণ করিতে পারে না। নিশ্চয়, আর কোন জীব বানররূপে উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তোমরা যত্ন সহকারে উহাকে শাসন করিও। সুরাসুর মানব রণস্থলে তোমদের অগ্রে তিষ্ঠিতে পারে না সত্য, তথাপি তোমরা জয়ী হইবার জন্য সাবধানে আপনাকে রক্ষা করিও। দেখ, যুদ্ধসিদ্ধি যে কোন্ পক্ষে হয় ইহার কিছুই স্থিরতা নাই, সুতরাং সর্ব্বদা সতর্ক হওয়াই আবশ্যক।

তখন মন্ত্রিকুমারগণ প্রভুর আদেশমাত্র জ্বলন্ত অগ্নিসম তেজে নির্গত হইল। উহাদিগের সহিত বহুসংখ্য রথ, মত্ত হস্তী, মহাবেগ অশ্ব, এবং শস্ত্রধারী সৈন্য সকল চলিল।

এ দিকে মহাবীর হনুমান প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় খর-তেজে তোরণের উপর উপবিষ্ট আছেন। তিনি মহাবুদ্ধি মহাকায়; তিনি যুদ্ধোৎসাহে পূর্ণ হইয়া তোরণের উপর উপবিষ্ট আছেন। ইত্যবসরে মন্ত্রিকুমারেরা উহাঁকে দেখিতে পাইয়া উহাঁর চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল এবং ভীষণ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া উহাঁকে আক্রমণ করিল। মহাবীর দুর্দ্ধর, হনুমানের মস্তক লক্ষ্য করিয়া স্বর্ণফলক পদ্মপলাশকল্প সুতীক্ষ্ণ পাঁচ শর প্রয়োগ করিল। হনুমানও ঐ সমস্ত শরে বিদ্ধ হইবামাত্র ঘোর গর্জ্জনে দশ দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া নভোমণ্ডলে উত্থিত হইলেন। অনন্তর দুর্দ্ধর শর বর্ষণ পূর্ব্বক উহাঁর সন্নিহিত হইতে লাগিল। হনুমান এক হুঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া উহাকে নিবারণ করিলেন এবং উহার শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া সিংহনাদ সহকারে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি এক লম্ফে সহসা বহুদূরে উত্থিত হইয়া পর্ব্বতে যেমন বিদ্যুৎপাত হয় সেইরূপ দুর্দ্ধরের রথে মহাবেগে পতিত হইলেন। রথ তৎক্ষণাৎ আটটি অশ্ব অক্ষ ও কুবরের সহিত চূর্ণ হইয়া গেল, দুর্দ্ধরও বিনষ্ট হইয়া রণশায়ী হইল।

অনন্তর হনুমান পুনর্ব্বার গগনতলে উত্থিত হইলেন। ইত্যবসরে বিরূপাক্ষ ও যূপাক্ষ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাঁর সন্নিহিত হইল এবং উহাঁর বক্ষে মহাবেগে দুই মুদ্গর প্রহার

করিল। হনুমান উহাদের মুদ্গার ব্যর্থ করিয়া বিহগরাজ গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে পুনর্ব্বার ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন, এবং এক শাল বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক উহাদের মস্তক চূর্ণ করিয়া দিলেন।

পরে মহাবল প্রঘস হাস্যমুখে মহাবীর হনুমানের সন্নিহিত হইল। ভাসকর্ণও ক্রোধভরে শূল ধারণ এবং উহাঁর পার্শ্ব আক্রমণ পূর্ব্বক দাঁড়াইল। প্রঘস উহাঁর প্রতি পট্টিশ এবং ভাসকর্ণ শূল নিক্ষেপ করিল। হনুমান ঐ পট্টিশ ও শূলের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে শোণিতস্রাব হইতে লাগিল, এবং কান্তিও নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পরে তিনি ক্রোধভরে এক গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক উহাদিগকে প্রহার করিলেন। উহারাও তিলপ্রমাণ চূর্ণ হইয়া রণশায়ী হইল।

তখন হনুমান হতাবশিষ্ট সৈন্যসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অশ্ব দ্বারা অশ্ব, হস্তী দ্বারা হস্তী, এবং পদাতি দ্বারা পদাতি বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। রণক্ষেত্র হস্তী অশ্ব ও রাক্ষসের মৃতদেহে আচ্ছন্ন এবং ভগ্নরথে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। হনুমানও সংহারোদ্যত কৃতান্তের ন্যায় পুনর্ব্বার তোরণে আরোহণ করিলেন।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর রাবণ সেনাপতিগণ সসৈন্যে সবাহনে বিনষ্ট হইয়াছে শুনিয়া সম্মুখীন কুমার অক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অক্ষ অত্যন্ত যুদ্ধোৎসাহী, তিনি যুদ্ধ করিবার জন্য একান্ত সমুৎসুক হইয়াছিলেন। তিনি রাবণের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ হুত হুতাশনের ন্যায় উত্থিত হইলেন এবং তরুণসূর্য্যকান্তি স্বর্ণজাল-বেষ্টিত রথে আরোহণ ও স্বর্ণখচিত শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক নির্গত হইলেন। তাঁহার রথ তপঃপ্রভাবলব্ধ পতাকাসজ্জিত ও রত্নধ্বজে শোভিত; আটটী অশ্ব বায়ুবেগে উহা বহন করিতেছে; উহা ব্যোমচর, ও অস্ত্রপূর্ণ। ঐ রথের আট দিকে ফলকোপরি সুতীক্ষ্ণ খড়্গ স্বর্ণরজ্জুতে লম্বিত আছে এবং যথাস্থানে তূণ শক্তি ও তোমর চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় জ্বলিতেছে। উহা সুরাসুরের অধৃষ্য ও বিদ্যুতবৎ উজ্জ্বল। দেববিক্রম কুমার অক্ষ উহাতে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহিত, ও রথের ঘর্ঘর শব্দে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল; তিনি সসৈন্যে হনুমানের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন ঐ মহাবীর তোরণে উপবিষ্ট হইয়া সংহারোদ্যত প্রলয়বহ্নির ন্যায় দীপ্তি

পাইতে ছিলেন। তিনি অক্ষকে দেখিতে পাইলেন। উহাঁকে দেখিবামাত্র তাঁহার মনে যুগপৎ বিস্ময় ও আদরবুদ্ধি উপস্থিত হইল। তৎকালে কুমার অক্ষও উহাঁকে সিংহবৎ ক্রূর চক্ষে সাদরে দেখিতে লাগিলেন। তিনি উহাঁর বেগ বিক্রম এবং স্বীয় শক্তি পর্য্যালোচনা করিয়া প্রলয়সূর্য্যের ন্যায় তেজে বর্দ্ধিত হইলেন। তাঁহার ক্রোধ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। হনুমান অত্যন্ত দুর্নিবার, তাঁহার বলবীর্য্য দর্শনযোগ্য; রাজকুমার অক্ষ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তিন শরে তাঁহাকে সংগ্রামার্থ সঙ্কেত করিলেন। হনুমান রণগর্বিত, যুদ্ধশ্রান্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি শত্রুজয়ে সুপটু; কুমার অক্ষ নির্নিমেষলোচনে উহাঁকে দেখিতে লাগিলেন।

অনন্তর ঐ উগ্রপৌরুষ বীর যুদ্ধার্থ হনুমানের নিকটস্থ হইলেন। উভয়ের অনুপম সমাগম দেবাসুরগণেরও মনে ভয় সঞ্চার করিয়া দিল। উহাঁদের বীর্য্যপ্রবৃত্ত যুদ্ধ উপস্থিত দেখিয়া প্রাণিগণ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, সূর্য্য নিষ্প্রভ হইলেন, বায়ু স্থির ও নিশ্চল, পর্ব্বত বিচলিত হইয়া উঠিল, আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল এবং সমুদ্রও যার পর নাই ক্ষুভিত হইলেন। কুমার অক্ষ সমরদক্ষ; তিনি লক্ষ্য দর্শন শরসন্ধান ও শরমোচনে বিলক্ষণ সুপটু, তাঁহার ক্রোধবেগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তিনি স্বর্ণপুঙ্খশোভিত সর্পাকার তিন শরে

হনূমানের মস্তক বিদ্ধ করিলেন। তখন হনূমানের মস্তক হইতে রুধিরধারা বহিতে লাগিল, নেত্রদ্বয় বিবৃত্ত হইয়া গেল ; তিনি নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর ঐ মহাবীর, রাবণকুমার অক্ষকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছায় দেহবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি মধ্যাহ্নসূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য ; তাঁহার ক্রোধ উদ্বেল হইয়া উঠিল ; তিনি দৃষ্টিপাতে বল বাহনের সহিত অক্ষকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবল অক্ষ যেন বর্ষার মেঘ, তাঁহার শরাসন যেন ইন্দ্রধনু, তিনি হনূমানের দেহপর্ব্বতে অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিক্রম অতিপ্রচণ্ড এবং তেজ নিতান্ত দুঃসহ ; হনুমান উহাঁকে নিরীক্ষণ করিয়া মহাহর্ষে মেঘগম্ভীর রবে ঘোর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। রাজকুমার অক্ষ বালকস্বভাব, বলগর্ব্বিত, তাঁহার নেত্রযুগল রোষভরে আরক্ত হইয়াছে, তিনি হস্তী যেমন তৃণাচ্ছন্ন কুপের তদ্রূপ ঐ অপ্রতিমবল হনূমানের নিকটস্থ হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাবীর হনুমান তন্নিক্ষিপ্ত শরে আহত হইয়া ঘোর রবে সিংহনাদ করিলেন এবং বাহু ও ঊরু নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিকটাকারে উৎসাহের সহিত নভোমণ্ডলে উত্থিত হইলেন। রাক্ষসবীর অক্ষ উহাঁর প্রতি ধাবমান হই-

লেন এবং মেঘ যেমন পর্ব্বতোপরি শিলাবৃষ্টি করে সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভীমবল হনুমান মনোবৎ শীঘ্রগামী, তিনি শরনিকরের অন্তরে বায়ুবৎ নিপতিত হইয়া গগনে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অক্ষের শরক্ষেপও ব্যর্থ হইতে লাগিল।

অনন্তর হনুমান সবহুমানে উহাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং তৎকালে কিরূপ বিক্রম প্রকাশ করা আবশ্যক, মনে মনে কেবল এই চিন্তাই করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সহসা অক্ষের শর মহাবেগে আসিয়া উহাঁর বক্ষ বিদ্ধ করিল। হনুমান অত্যন্ত নিপীড়িত হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিলেন। তিনি সমরদক্ষ, ভাবিলেন, এই বীর তরুণসূর্য্যকান্তি ও বালক, তথাচ ইনি প্রৌঢ়ের ন্যায় বিলক্ষণ বীরত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। যুদ্ধবিদ্যায় ইহাঁর দক্ষতা আছে, কিন্তু এক্ষণে ইহাঁকে বিনাশ করিতে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। ইনি মহাবল সাবধান ও ক্লেশসহিষ্ণু; নাগ যক্ষ ও মুনিগণও ইহাঁর বলবীর্য্যের উৎকর্ষ দেখিয়া বিস্মিত হন। ইনি অত্যন্ত ক্ষিপ্রকারী, এক্ষণে আমার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া আমার প্রতি অকাতরে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছেন। বলিতে কি, ইহাঁর পৌরুষে সুরাসুরেরও ত্রাস জন্মে। যদি আমি ইহাঁকে উপেক্ষা করি তাহা হইলে নিশ্চয় পরাভূত হইব। আরও এই বীরের বিক্রম ক্রমশই বর্দ্ধিত

হইতেছে, সুতরাং ইহাঁকে বধ করাই শ্রেয়; বর্দ্ধনশীল অগ্নিকে উপেক্ষা করা উচিত নহে।

মহাবীর হনুমান এইরূপে বিপক্ষের বলাবল অবধারণ এবং আপনার কর্ম্মযোগ উদ্ভাবন পূর্ব্বক কুমার অক্ষকে বিনাশ করিতে অভিলাষী হইলেন। অক্ষের আটটী অশ্ব অত্যন্ত ভারসহ এবং মণ্ডলপরিভ্রমণে সুদক্ষ, হনুমান এক চপেটাঘাতে তৎসমুদায় বিনষ্ট করিয়া রথোপরি এক মুষ্টি-প্রহার করিলেন। রথ তৎক্ষণাৎ ভূমিসাৎ হইল, উহার নীড় ভগ্ন ও কুবর চূর্ণ হইয়া গেল। তখন মহাবীর অক্ষ ভূতলে অবতরণ করিলেন এবং এক সুশাণিত অসি ধারণ পূর্ব্বক নভোমণ্ডলে উত্থিত হইলেন। তদ্দৃষ্টে বোধ হইল যেন, কোন মহাতপা ঋষি তপোবলে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিতেছেন।

তখন বায়ুবিক্রম হনুমান ঐ ব্যোমচারী বীরের পদযুগল সুদৃঢ়রূপে গ্রহণ করিলেন এবং বিহগরাজ গরুড় যেমন সর্পকে বিঘূর্ণিত করিয়া ভূপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করেন, তিনি তদ্রূপ উহাকে বারংবার বিঘূর্ণিত করিয়া মহাবেগে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। অক্ষের ভুজদ্বয় ভগ্ন হইল, উরু কটী ও বক্ষ এককালে চূর্ণ হইয়া গেল, সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধারা বহিতে লাগিল, অস্থি নিষ্পিষ্ট হইল, চক্ষের চিহ্নমাত্র রহিল না এবং সন্ধিবন্ধনও

বিশ্লিষ্ট হইয়া গেল; তিনি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া রণশায়ী হইলেন।

তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ, এবং যক্ষ উরগ মহর্ষি ও গ্রহগণ এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া সবিস্ময়ে হনুমানকে দেখিতে লাগিলেন। মহাবীর হনুমানও পুনর্ব্বার সংহারোদ্যত কৃতান্তের ন্যায় তোরণে আরোহণ করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ অক্ষের নিধন সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র অতিমাত্র ভীত হইলেন এবং ধৈর্য্যবলে চিত্তবিকার সংবরণ পূর্ব্বক সরোষে সুরপ্রভাব ইন্দ্রজিৎকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি বীরপ্রধান, স্ববীর্য্যে সুরাসুরগণকেও শোকাকুল করিয়া থাক; তুমি প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রসাদে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিয়াছ; দেবগণ বারংবার তোমার বলবীর্য্যের পরিচয় পাইয়াছেন, উহাঁরা ইন্দ্রের আশ্রয়ে থাকিয়াও রণস্থলে তোমর অস্ত্রবল সহ্য করিতে পারেন নাই। বীর! কেবল তুমিই যুদ্ধশ্রমে কাতর হও না; তুমি স্বীয় ভুজবলে রক্ষিত, এবং স্বীয় তপোবলে রক্ষিত, দেশকাল তোমার নিকট কদাচ উপেক্ষিত হয় না; তুমি ধীমান; যুদ্ধে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, তুমি বুদ্ধিবলে সমস্তই সমাধান করিতে পার; তোমার অস্ত্রবল ও বল জ্ঞাত নহে ত্রিলোকে এরূপ লোকই অপ্রসিদ্ধ; তোমার তপস্যা বিক্রম ও শক্তি সর্ব্বাংশে আমারই অনুরূপ, সন্দেহ নাই; সঙ্কট যুদ্ধেও তুমি জয়ী হইবে এই আশ্বাসে মন তোমার জন্য ক্লান্ত হয় না। বৎস! এক্ষণে কিঙ্করগণ নিহত হইয়াছে;

রাক্ষস জাম্বুমালী, পঞ্চ সেনাপতি, এবং মন্ত্রিকুমারগণ দেহপাত করিয়াছে. বহুসংখ্য সৈন্য এবং হস্তী অশ্ব রথ নষ্ট হইয়াছে। বীর মহোদর, এবং কুমার অক্ষও রণশয্যায় শয়ন করিয়াছেন; কিন্তু দেখ, আমি যেমন তোমার প্রতি সেইরূপ উহাদের প্রতি কোন অংশে নির্ভর করি না। এক্ষণে তুমি এই সৈন্যক্ষয়, বানরের বিক্রম এবং নিজের শক্তি অনুধাবন পূর্ব্বক কার্য্য কর। তুমি যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া যেরূপে শত্রুশান্তি হয়, স্বপক্ষ ও পরপক্ষের বলাবল বুঝিয়া সেইরূপই করিও। আরও আমি তোমায় নিবারণ করি, তুমি সসৈন্যে যাইও না; উহারা ঐ বানরের হস্তে দলে দলে বিনষ্ট হইতেছে। বজ্রসার অস্ত্রও গ্রহণ করিও না, ঐ অগ্নিকল্প বানরের শক্তি অপরিচ্ছিন্ন, সে অস্ত্রের বধ্য নহে। এক্ষণে আমি তোমাকে যেরূপ কহিলাম, তুমি তাহা সবিশেষ বুঝিয়া দেখ, এবং যুদ্ধসিদ্ধি বিষয়ে যত্নবান হও। বিবিধ দিব্যাস্ত্রে তোমার অধিকার আছে তুমি তাহা স্মরণ কর এবং আত্মরক্ষায় সাবধান হও। বীর! আমি যে তোমায় সঙ্কটে পাঠাইতেছি ইহা আমার অনুচিত, কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা ক্ষত্রিয় ও আমাদিগের অনুমোদিত। শত্রুর যে যে শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে এবং তাহার যেরূপ সমরপটুতা ইহা অনুসন্ধান করা যোদ্ধার আবশ্যক এবং তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া জয়লাভে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

তখন সুরপ্রভাব ইন্দ্রজিৎ পিতা রাবণের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র যুদ্ধযাত্রা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। সভাস্থ আত্মীয় স্বজন উহাঁকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। ইন্দ্রজিৎ সমরোৎসাহে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার রথ তীক্ষ্ণদশন ভীমবেগ ভুজঙ্গচতুষ্টয়ে যোজিত হইয়া আনীত হইল। ঐ মহাবীর তদুপরি আরোহণ পূর্ব্বক পর্ব্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় মহাবেগে নির্গত হইলেন। উহাঁর রথের ঘর্ঘর রব এবং শরাসনের টঙ্কার শব্দ শ্রবণ করিয়া হনুমানের মনে অত্যন্ত হর্ষ উপস্থিত হইল। ইন্দ্রজিৎও উহাঁকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি হৃষ্টমনে নির্গত হইলে, দশ দিক অন্ধকারে আবৃত হইল; শৃগালগণ চীৎকার করিতে লাগিল; নাগ যক্ষ মহর্ষি সিদ্ধ ও গ্রহগণ সমাগত হইয়া কোলাহল আরম্ভ করিলেন, এবং পক্ষিগণ নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া পুলকিত মনে কলরব করিতে প্রবৃত্ত হইল।

তখন হনুমান ইন্দ্রজিৎকে উপস্থিত দেখিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কলেবর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। ইন্দ্রজিতের হস্তে বিদ্যুতবৎ উজ্জ্বল বিচিত্র শরাসন; তিনি ভীমরবে উহা আস্ফালন করিতে লাগিলেন। ঐ দুই বীর মহাবল ও মহাবেগ; উহাঁদের মন যুদ্ধভয়ে কিছুমাত্র অভিভূত হয়

নাই ; বোধ হইল যেন, দেবাসুরের অধীশ্বর পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া সঙ্গ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ আরম্ভ করিলেন। হনুমান তৎসমস্ত বিফল করিয়া নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ তীক্ষ্ণফলক স্বর্ণপুঙ্খ শরনিকর বজ্রবৎ বেগে নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রণস্থলে রথের ঘর্ঘর রব, মৃদঙ্গ ভেরী ও পটহের শব্দ এবং শরাসনের টঙ্কার নিরন্তর শ্রুত হইতে লাগিল। হনুমান পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলেন এবং ইন্দ্রজিতের লক্ষ্য বিফল করিয়া শরপাতের অন্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে শরপাতমুখে দণ্ডায়মান হন, পরে শরত্যাগ মাত্র বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া থাকেন। দুই বীরই বেগবান, দুই বীরই সমরদক্ষ ; তৎকালে উহাঁদের এই ঘোরতর যুদ্ধ সকলেরই মনোমত হইতে লাগিল। উহাঁরা পরস্পরের কতদূর অন্তর কিছুই জানেন না, কিন্তু ক্রমশ উভয়ের পক্ষে উভয়েই দুঃসহ হইয়া উঠিলেন।

তখন মহাবীর ইন্দ্রজিৎ শর সমস্ত ব্যর্থ হইতে দেখিয়া স্থিরমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, হনুমানকে বধ করা দুঃসাধ্য, কিন্তু কোন রূপে একবার নিশ্চেষ্ট হইলে উহাকে বন্ধন করা যাইতে পারে। তিনি এইরূপ সংকল্প করিয়া শরা-

মনে ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন এবং উহাঁকে ব্রহ্মাস্ত্রেরও অবধ্য জানিয়া কেবল বন্ধনোদ্দেশে উহা প্রয়োগ করিলেন। তখন হনুমানের করচরণ নিবদ্ধ হইল। তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রপূত, হনুমান উহা দ্বারা বদ্ধ হইয়াও ব্রহ্মার মহিমায় নির্ভয় হইলেন এবং আপনার প্রতি ব্রহ্মার বরদানরূপ অনুগ্রহ পুনঃপুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, চরাচরগুরু ব্রহ্মার প্রভাবে এই অস্ত্র হইতে মুক্তি লাভ করা আমার অসাধ্য। সুতরাং ক্ষণকালের জন্য আমাকে এই বন্ধনদশা সহ্য করিতে হইবে।

তখন হনুমান এই স্থির করিয়া মনে মনে অস্ত্রবল বিচার করিলেন, আপনার প্রতি ব্রহ্মার অনুগ্রহ স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং অচিরভাবিনী বন্ধনমুক্তিও বুঝিতে পারিলেন। তিনি এই সমস্ত আলোচনা করিয়া ব্রহ্মার শাসন শিরোধার্য্য করিয়া রহিলেন। তিনি আরও ভাবিলেন, ব্রহ্মা ইন্দ্র ও বায়ু আমাকে নিরন্তর রক্ষা করিতেছেন, এই জন্য আমি ব্রহ্মাস্ত্রে বদ্ধ হইলেও নির্ভয়ে নিপতিত আছি। আরও এক্ষণে যদি রাক্ষসেরা আমাকে গ্রহণ করে ইহাতে আমার পক্ষে বিস্তর উপকার দর্শিবে; এই প্রসঙ্গে আমি রাবণের সহিত কথোপকথন করিয়া লইব। সুতরাং শত্রুপক্ষ আমাকে এখনই গ্রহণ করুক।

অনন্তর রাক্ষসেরা হনুমানের নিকটস্থ হইয়া উহাকে বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিল এবং নানা রূপ কটূক্তি প্রয়োগ সহকারে উহাঁকে ভৎর্সনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। হনুমান সমীক্ষ্যকারী, তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষসগণ শণ ও বল্কলের রজ্জু দ্বারা উহাঁকে বন্ধন করিল। হনুমান মনে করিলেন, যদি রাবণ কৌতূহলক্রমে একবার আমাকে দেখিবার বাসনা করেন তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্য অনেকাংশেই সুসিদ্ধ হইবে। তিনি এইরূপ সংকল্প করিয়া প্রবল বন্ধন ও ভৎর্সনা সহ্য করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে তিনি সহসা ব্রহ্মাস্ত্র হইতে উন্মুক্ত হইলেন। মন্ত্র-বন্ধন অপর কোন রূপ বন্ধনের সংশ্রবে থাকিতে পারে না। তদ্দৃষ্টে মহাবীর ইন্দ্রজিৎ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। মনে করিলেন, রাক্ষসগণ মন্ত্রগতি কিছুমাত্র বুঝিল না, আমি যে দুস্কর সাধন করিলাম তাহা সম্পূর্ণই পণ্ড হইয়া গেল; এই অস্ত্র দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করিলে কোন ফল দর্শিবে না, সুতরাং আমাদিগের জয়লাভে বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটিল। এক্ষণে হনুমান নিবদ্ধ হইয়া আকৃষ্ট ও নিপীড়িত হইতেছে, কিন্তু আপনার ব্রহ্মাস্ত্রমুক্তি কিছুমাত্র প্রকাশ করিতেছে না।

অনন্তর কালমূর্ত্তি ক্রূর রাক্ষসগণ হনুমানকে আকর্ষণ পূর্ব্বক প্রহার করিতে লাগিল। রাবণ সভাস্থলে পাত্রমিত্রের সহিত

ক্ষণ করিলেন এবং উহাঁর তেজে বিমোহিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই বীরের কি রূপ! কি ধৈর্য্য! কি শক্তি! কি কান্তি! সর্ব্বাঙ্গে কি সুলক্ষণ! যদি অধর্ম্ম ইহাঁর বলবৎ না হইত তাহা হইলে ইনি সুরলোক অধিক কি ইন্দ্রেরও রক্ষক হইতেন। ইহাঁর কার্য্য ক্রূর ও কুৎসিত, এই কারণে সুরাসুর দানবও ইহাঁকে দেখিলে ভীত হইয়া থাকেন। এই মহাবীর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া জগৎকে সমুদ্রে প্লাবিত করিতে পারেন।

পঞ্চাশ সর্গ।

তখন রাবণ তেজস্বী হনুমানকে সম্মুখে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মনে নানারূপ শঙ্কা উপস্থিত হইতে লাগিল, তিনি মনে করিলেন, পূর্ব্বে যিনি আমার উপহাসে ক্রুদ্ধ হইয়া, আমাকে গিরিবর কৈলাসে অভিশাপ দেন, এই মহাবীর কি সেই ভগবান নন্দী, তিনিই কি বানররূপে এই স্থানে আসিয়াছেন, অথবা ইনি স্বয়ং অসুররাজ বাণ।

রাবণ এইরূপ বিতর্ক করিয়া রোষকষায়িত লোচনে মন্ত্রী প্রহস্তকে কহিলেন, দেখ, ঐ দুরাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর, ও কোথা হইতে কি জন্য আসিয়াছে? বন ভগ্ন করিবার কারণ কি? আমার এই পুরী নিতান্ত দুর্গম, ইহার মধ্যে কোন্ উদ্দেশে উপস্থিত হইয়াছে? এবং রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিবারই বা হেতু কি?

তখন প্রহস্ত রাবণের আদেশে হনুমানকে কহিলেন, বানর! তুমি আশ্বস্ত হও, সত্য বল, ইন্দ্র তোমাকে এই লঙ্কাপুরীতে প্রেরণ করিয়াছেন কি না? ভয় নাই, এখনই তোমার বন্ধনমুক্তি হইবে। বল, তুমি কুবের যম না বরুণের দূত? তুমি

কি তাঁহাদেরই নিয়োগে বানররূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া পুরপ্রবেশ করিয়াছ? না জয়লাভার্থী বিষ্ণু তোমাকে পাঠাইয়াছেন? তুমি রূপমাত্রে বানর, কিন্তু তোমার তেজ বানরজাতির অনুরূপ নহে। তুমি সত্য বল, এখনই তোমার বন্ধনমুক্তি হইবে। মিথ্যা কহিলে নিশ্চয়ই প্রাণদণ্ড করিব; বল, তুমি কি নিমিত্ত এই স্থানে আসিয়াছ?

তখন হনুমান রাবণকে কহিতে লাগিলেন, রাক্ষসরাজ! আমি ইন্দ্র, যম, ও বরুণের প্রচ্ছন্নধারী চর নহি, কুবেরের সহিত আমার সখ্যতা নাই, এবং ভগবান বিষ্ণুও আমাকে প্রেরণ করেন নাই। আমি বানরজাতি, প্রকৃত বানরই তোমায় দেখিবার জন্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আমি দেখিলাম, তোমার সহিত সাক্ষাৎ করা নিতান্ত দুষ্কর, এই জন্য প্রমদ বন ভগ্ন করিয়াছি। পরে রাক্ষসগণ যুদ্ধার্থী হইয়া আমার নিকট গমন করে, আমিও আত্মরক্ষার্থ প্রতিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হই। ব্রহ্মার বরে দেবাসুরগণও আমায় অস্ত্রপাশে বন্ধন করিতে পারেন না; কিন্তু তোমারে দেখিবার প্রত্যাশায় যেন বদ্ধ রহিলাম। পরে রাক্ষসেরা আমাকে লইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইল। আমি মহাবীর রামের দূত, এক্ষণে আমি তোমার হিতার্থ যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

একপঞ্চাশ সর্গ।

রাজন্! আমি কপিরাজ সুগ্রীবের আদেশক্রমে তোমার নিকট আসিয়াছি। তোমার ভ্রাতা সুগ্রীব তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসিয়াছেন। তিনি তোমার ঐহিক ও পারত্রিক শুভসংকল্পে তোমাকে যেরূপ কহিয়াছেন, শ্রবণ কর। অযোধ্যায় দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পিতার ন্যায় প্রজাগণের প্রতিপালক। রাম তাঁহার প্রিয়তর জ্যেষ্ঠ পুত্র; তিনি পিতৃনিদেশে ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীর সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন। রাম অতিধার্ম্মিক, তাঁহার পত্নী জানকী জনস্থানে অনুদ্দেশ হন। রাম তাঁহার অন্বেষণ-প্রসঙ্গে অনুজ লক্ষ্মণের সহিত ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আগমন করেন, এবং কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত সমাগত হন। সুগ্রীব জানকীর অন্বেষণ করিয়া দিবেন, রামের নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন, এবং রামও তাঁহাকে কপিরাজ্য অর্পণ করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হন। পরে তিনি একমাত্র শরে বালিকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে বানর ও ভল্লুকের আধিপত্য প্রদান করেন। রাক্ষসরাজ! তুমি মহাবল বালিকে বিলক্ষণ জান, রাম তাঁহাকে এক শরেই সংহার করিয়া ছিলেন।

অনন্তর সুগ্রীব জানকীর অন্বেষণে ব্যগ্র হইয়া চতুর্দ্দিকে বানরগণকে প্রেরণ করিয়াছেন। অসংখ্য বানর জানকীর উদ্দেশ পাইবার জন্য পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে পর্য্যটন করিতেছে। উহাদের মধ্যে কেহ বেগে গরুড়ের তুল্য এবং কেহ বা বায়ুর অনুরূপ, উহারা অপ্রতিহতগতি ও মহাবল। আমিও জানকীর জন্য শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্ব্বক তোমার দর্শনার্থী হইয়া এই স্থানে আইলাম। আমি বায়ুর ঔরস পুত্র, নাম হনুমান। আমি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে তোমার গৃহে জানকীরে দেখিতে পাইলাম। তুমি ধর্ম্মার্থদর্শী, তপোবলে ধনধান্য সংগ্রহ করিয়াছ, সুতরাং পরস্ত্রীকে অবরোধ করিয়া রাখা তোমার উচিত হইতেছে না। যে কার্য্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও অনিষ্টমূলক, তদ্বিষয়ে ভবাদৃশ বুদ্ধিমান কখনই প্রবৃত্ত হন না। রাজন্! মহাবীর রামের অপ্রিয় আচরণ পূর্ব্বক সুখী হইতে পারে ত্রিলোকে এরূপ লোকই অপ্রসিদ্ধ। দেবাসুরগণও রাম ও লক্ষ্মণের ক্রোধনির্ম্মুক্ত শরের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারেন না। অতএব তুমি এই ত্রিকালহিতকর ধর্ম্মানুগত কথায় আস্থাবান হও এবং নরবীর রামকে জানকী সমর্পণ কর। আমি এইস্থানে দেবী জানকীরে দেখিয়াছি, যাঁহার দর্শন নিতান্ত দুর্লভ, আমি তাঁহাকেই দেখিয়াছি, অতঃপর রাম কার্য্যাবশেষ সমাধান করিবেন। জানকী অতিমাত্র

শোকাকুল, তিনি যে পঞ্চমুখ ভুজঙ্গীর ন্যায় তোমার গৃহে অবস্থান করিতেছেন তুমি তাহা জানিতেছ না। দেখ, আহারশক্তিবলে বিষাক্ত অন্ন যেমন জীর্ণ করা যায় না, তদ্রূপ তাঁহারে অবরুদ্ধ করিয়া পরিপাক করা, সুরাসুরগণের পক্ষেও সহজ নহে। তুমি তপোবলে দিব্য ঐশ্বর্য্য ও সুদীর্ঘ আয়ু অধিকার করিয়াছ, কিন্তু পরস্ত্রীপরিগ্রহরূপ অধর্ম্মে তাহা বিনষ্ট করা তোমার উচিত হইতেছে না। তুমি স্বয়ং সুরাসুরেরও অবধ্য, তদ্বিষয়ে ধর্ম্মই কারণ। কিন্তু কপিরাজ সুগ্রীব দেব, যক্ষ, ও রাক্ষসও নহেন, তিনি জাতিতে বানর এবং মহাবীর রামও মনুষ্য, বল, তুমি কিরূপে তাঁহাদিগের হইতে আত্মরক্ষা করিবে। সুখ ধর্ম্মের ফল, তাহা অধর্ম্মফল দুঃখের সহিত ভোগ করা নিতান্ত দুষ্কর, এবং পূর্ব্বকৃত ধর্ম্ম পরবর্ত্তী অধর্ম্মকেও কদাচ বিলুপ্ত করিতে পারে না। রাজন্! তুমি ইতিপূর্ব্বে যথেষ্ট সুখ ভোগ করিয়াছ, এক্ষণে শীঘ্রই তোমাকে বিলক্ষণ দুঃখ অনুভব করিতে হইবে। জনস্থানে বহুসংখ্য রাক্ষস বিনষ্ট হইয়াছে, মহাবীর বালি রণশায়ী হইয়াছেন, এবং রামও সুগ্রীবের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়াছেন, এক্ষণে তোমার পক্ষে কি শ্রেয় হইতে পারে, তুমিই তাহা চিন্তা কর। দেখ, আমি একাকী হস্ত্যশ্ব প্রভৃতি সমস্ত উপকরণের সহিত লঙ্কা পুরী ছারখার করিতে পারি, কিন্তু রাম এই কার্য্যে আমায় অনুজ্ঞা দেন নাই। তিনি স্বয়ংই

তাঁহার ভার্য্যাপহারক শত্রুকে বিনাশ করিবেন, বানর ভল্লুক গণের সমক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। রাক্ষসরাজ! তুমি ত সামান্য ব্যক্তি, সাক্ষাৎ ইন্দ্রও রামের অপ্রিয় আচরণ পূর্ব্বক সুখী হইতে পারেন না। তুমি যাহাকে জানকী বলিয়া জান, যিনি তোমার আলয়ে অবরুদ্ধ হইয়া আছেন, তিনি স্বয়ং লঙ্কানাশিনী কালরজনী, তুমি সেই সীতারূপী মৃত্যুপাশ স্কন্ধে সংলগ্ন করিয়া রাখিও না; কিসে আপনার মঙ্গল হয় এক্ষণে তাহাই চিন্তা কর। অতঃপর এই লঙ্কা জানকীর তেজ ও রামের ক্রোধে নিশ্চয়ই দগ্ধ হইবে। তুমি আপনার পুত্রকলত্র মন্ত্রীমিত্র ও প্রভূত ধনসম্পদ স্বদোষে উচ্ছিন্ন করিও না। আমি জাতিতে বানর, রামের দূত এবং রামের কিঙ্কর, সত্যই কহিতেছি, তুমি আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। মহাবীর রাম চরাচর জগৎ সংহার করিয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিতে পারেন। তাঁহার বলবীর্য্য বিষ্ণুর তুল্য; সুরাসুর, মনুষ্য, যক্ষ, রক্ষ, উরগ, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, মৃগ, সিদ্ধ, কিন্নর ও পক্ষীর মধ্যে এমন কেহই নাই যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে। সেই ত্রিলোকীনাথ রাজাধিরাজের অপকার করিয়া প্রাণ রক্ষা করা, তোমার পক্ষে সুকঠিন হইবে। তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া উঠে, ত্রিজগতে এমন কেহ নাই, স্বয়ং চতুরানন ব্রহ্মা, ত্রিপুরান্তক রুদ্র এবং দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁহার শরমুখে তিষ্ঠিতে পারেন না।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ হনুমানের এই সগর্ব্ব বাক্যে যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার নেত্র রক্তিম রাগ বিস্তার পূর্ব্বক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘাতকগণকে উহাঁর প্রাণদণ্ডের অনুজ্ঞা দিলেন। হনুমান দৌত্যে নিযুক্ত, তৎকালে বিভীষণ উহাঁর বধদণ্ড কিছুতেই অনুমোদন করিলেন না। কিন্তু রাবণ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছেন, দূতবধও আসন্ন, তিনি ইহা বুঝিতে পারিয়া স্থিরভাবে ইতিকর্ত্তব্য চিন্তা করিলেন এবং পূজ্য অগ্রজকে সান্ত্বাবাদ পূর্ব্বক হিতবাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! আপনি ক্ষান্ত হউন এবং প্রসন্নমনে আমার কথায় কর্ণপাত করুন। যে সকল মহীপাল কার্য্যের গৌরব ও লাঘব বুঝিতে পারেন দূতবধে তাঁহাদের কদাচই প্রবৃত্তি জন্মে না। এই কার্য্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও ব্যবহারবিদ্বিষ্ট, সুতরাং ইহা কিছুতেই আপনার সমুচিত হইতেছে না। আপনি রাজনীতিনিপুণ ধর্ম্মনিষ্ঠ ও বিচক্ষণ; যদি ভবাদৃশ লোকও ক্রোধের বশীভূত হন, তাহা হইলে শাস্ত্রপাণ্ডিত্যের সমস্ত শ্রমই পণ্ড হইয়া

যায়। এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হউন, এবং ন্যায়ান্যায় সম্যক্ বিচার করুন।

তখন রাবণ বিভীষণের বাক্যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, বীর! পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকে বধ করিলে কোন অংশেই পাপ স্পর্শে না। অতএব আমি এই রাজবিদ্রোহী বানরকে এখনই বিনাশ করিব।

তখন ধীমান বিভীষণ রাবণের এই অসঙ্গত কথা শ্রবণ করিয়া, তত্ত্বোপদেশ সহকারে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! আপনি প্রসন্ন হউন এবং আমার ধর্ম্মার্থপূর্ণ বাক্যে কর্ণপাত করুন। সাধু ব্যক্তিরা কহেন যে, যে দূত প্রভুর নিয়োগ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাকে বধ করিতে নাই। সত্য বটে, এই শত্রু বিলক্ষণ প্রবল এবং ইহা দ্বারা যথেষ্টই অনিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু দূতবধে কেহই অনুমোদন করিবে না। অঙ্গের বৈরূপ্য সম্পাদন, কষাভিঘাত ও মুণ্ডন এই সমস্ত দণ্ডের একটী বা সমগ্রই হউক, দূতের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু প্রাণদণ্ড করা আমরা কখনই শুনি নাই। আপনি ধর্ম্মদর্শী, কার্য্য ও অকার্য্য সম্যক্ বুঝিতে পারেন, সুতরাং ভবাদৃশ লোকের পক্ষে ক্রোধ নিতান্ত দূষণীয় সন্দেহ নাই; যাঁহারা সুবিজ্ঞ তাঁহারা ক্রোধকে কদাচই প্রশ্রয় দেন না। কি ধর্ম্মবিচার, কি লোকব্যবহার, কি শাস্ত্রবোধ এই সমস্ত বিষয়ে কেহই আপনার সদৃশ নহে, সুরাসুরের মধ্যে আপনিই

শ্রেষ্ঠ! এক্ষণে এই বানরকে বধ করিলে আপনার কোনও ফল দর্শিবে না, যে ইহাকে নিয়োগ করিয়াছে তাহাকেই দণ্ড করা কর্ত্তব্য হইতেছে। দেখুন, এই বানর অন্যের প্রেরিত, অন্যের কথা লইয়াই উপস্থিত হইয়াছে, এ ব্যক্তি পরাধীন, সুতরাং ইহাকে বধ করা সুসঙ্গত নহে। আপনি যদি ইহাকে সংহার করেন তাহা হইলে এই লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইতে পারে এরূপ আর কাহাকেই দেখিতেছি না; সুতরাং ইহাকে বধ করিবেন না। আপনি ইন্দ্রাদি দেবগণকে নির্ম্মূল করুন, তাহাতে আপনার বিলক্ষণ পৌরুষ প্রকাশ পাইবে। আরও সেই দুই মনুষ্যজাতীয় রাজপুত্র দুর্ব্বিনীত ও আপনার বিরোধী, এই বানর বিনষ্ট হইলে তাহাদিগকে গিয়া যুদ্ধে উদ্যত করিয়া দেয় এরূপ আর কাহাকেই দেখি না। এক্ষণে রাক্ষসগণ বীরত্ব প্রদর্শনে উৎসুক হইয়া আছে, আপনি যুদ্ধের ব্যাঘাত দিয়া তাহাদিগকে ক্ষুব্ধ করিবেন না। উহারা আপনার বশীভূত ভৃত্য, নিরন্তর আপনার হিতচিন্তা করিয়া থাকে; তাহারা সদ্বংশীয় ও বীরগণের অগ্রগণ্য। ঐ সমস্ত রুষ্টপ্রকৃতি বীর সত্ত্বে জয়শ্রী অবশ্যই আপনার হইবে। এক্ষণে আদেশ করুন, উহাদিগের কিয়দংশ নির্গত হইয়া শীঘ্র সেই দুই মূর্খ রাজপুত্রকে বন্ধন করিয়া আনুক। মহারাজ! শত্রুকে প্রভাব প্রদর্শন করা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য হইতেছে।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ

—•◎•—

তখন দশকণ্ঠ রাবণ বিভীষণের এই হিতকর কথা শ্রবণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বীর! তুমি যথার্থই কহিতেছ, দূতকে বধ করা নিতান্ত দূষণীয়। কিন্তু এই দুষ্টের কোনরূপ নিগ্রহ করা আবশ্যক হইতেছে। দেখ, বানরজাতির লাঙ্গূলই প্রিয় ভূষণ, অতএব ইহার লাঙ্গূল শীঘ্রই দগ্ধ করিয়া দেও। এই দুর্ব্বৃত্ত দগ্ধ লাঙ্গূল লইয়া প্রস্থান করিলে, ইহার বন্ধুবান্ধব ইহাকে দীনদশাপন্ন ও বিকলাঙ্গ দেখিবে। রাবণ হনূমানের এইরূপ দণ্ড নির্দ্দেশ পূর্ব্বক রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, তোমরা এই বানরের পুচ্ছে শীঘ্র অগ্নি প্রদীপ্ত করিয়া দেও এবং ইহাকে স্কন্ধে লইয়া সমস্ত পুরপ্রাঙ্গন পর্য্যটন কর।

তখন রোষকর্কশ রাক্ষসেরা রাবণের আদেশমাত্র জীর্ণ কার্পাস বস্ত্র দ্বারা হনূমানের পুচ্ছ বেষ্টন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে অগ্নি যেমন অরণ্যে শুষ্ক কাষ্ঠসংযোগে বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ হনূমানের দেহ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। পরে রাক্ষসেরা উহাঁর পুচ্ছে তৈলসেক করিয়া অগ্নি প্রদান করিল। হনূমান রোষাবিষ্ট হইয়া ঐ প্রদীপ্ত পুচ্ছ দ্বারা রাক্ষসগণকে

প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাক্ষসেরাও সমবেত হইয়া উহাঁকে বন্ধন করিতে লাগিল। তৎকালে লঙ্কাপুরীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই ব্যাপার দর্শনে যার পর নাই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন হনুমান ভাবিলেন, যদিও আমি এইরূপে নিবদ্ধ হইয়াছি, তথাচ রাক্ষসগণ আমার বিক্রম কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। আমি শীঘ্রই এই বন্ধনরজ্জু ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ইহাদিগকে বিনাশ করিব। এই দুরাত্মারা রাবণের আদেশে আমাকে বন্ধন করিয়াছে বটে, কিন্তু আমি রামের শুভোদ্দেশে লঙ্কার যেরূপ অনিষ্ট সাধন করিলাম, ইহারা আমাকে তদনুরূপ কিছুমাত্র প্রতিফল দিতে পারিল না। বলিতে কি, আমি একাকী এই রাক্ষসগণকে সংহার করিতে পারি, কিন্তু রাম স্বয়ং আসিয়া ইহাদিগকে বধ করিবেন, সুতরাং কিয়ৎক্ষণের জন্য আমায় এই বন্ধন সহ্য করিতে হইল। অতঃপর রাক্ষসেরা আমাকে লইয়া লঙ্কা প্রদক্ষিণ করুক। আমি রাত্রিকালে ইহার দুর্গম স্থান দেখি নাই, এই প্রসঙ্গে তাহাও দেখিয়া লইব। এক্ষণে রাক্ষসেরা আমাকে বন্ধন করুক, ইহারা আমার পুচ্ছ দগ্ধ করিয়া যন্ত্রণা দিতেছে সত্য, কিন্তু ইহাতে আমার মন কিছুমাত্র ক্লান্ত হয় নাই।

অনন্তর রাক্ষসেরা হনুমানকে গ্রহণ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে চলিল, এবং শঙ্খ ও ভেরী বাদন পূর্ব্বক সর্ব্বত্র বিদ্রোহীর দণ্ডবার্ত্তা ঘোষণা

করিতে লাগিল। হনুমান পরম সুখে রাক্ষসপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক বিচিত্র বিমান, বৃতিবেষ্টিত ভূবিভাগ, সুবিভক্ত চত্বর, প্রাসাদমধ্যস্থ রথ্যা, উপরথ্যা, ও চতুষ্পথ সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎকালে রাক্ষসগণও রাজমার্গের সর্ব্বত্র উহাঁকে গূঢ় চর বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে বিকৃতাকার রাক্ষসীরা দেবী জানকীর নিকট গিয়া কহিল, জানকি! তুমি যে রক্তমুখ বানরের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেছিলে, রাক্ষসগণ তাহার পুচ্ছে অগ্নি প্রদান করিয়াছে এবং তাহাকে লইয়া রাজপথের ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে।

তখন জানকী এই অপ্রীতিকর সংবাদে অতিমাত্র কাতর হইলেন এবং সন্নিহিত জ্বলন্ত হুতাশনকে পবিত্র মনে উপাসনা করিয়া কহিলেন, দেব! যদি আমি পতিসেবা করিয়া থাকি, যদি আমি তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া থাকি এবং যদি আমার কিছুমাত্র পাতিব্রত্য ধর্ম্ম সঞ্চয় থাকে, তবে তাহার প্রভাবে তুমি হনুমানের অঙ্গে শীতস্পর্শ হও।

অনন্তর জ্বালাকরাল হুতাশন দক্ষিণাবর্ত্ত শিখায় জ্বলিতে লাগিলেন। পুচ্ছাগ্নিদীপক বায়ু তুষারশীতল ও স্বাস্থ্যকর হইয়া বহিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন হনুমান মনে করিলেন, আমার পুচ্ছে অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহা দ্বারা কেন

আমার দেহদাহ হইতেছে না। এই অগ্নির শিখা অতিমাত্র প্রদীপ্ত, কিন্তু ইহা দ্বারা কেন আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইতেছে না। পুচ্ছাগ্রে অগ্নিস্পর্শ শিশিরবৎ শীতল বোধ হইল, ইহার কারণ কি? অথবা ইহা যে রামের প্রভাব, তাহা সুস্পষ্টই বোধ হইতেছে। আমি যখন সমুদ্র লঙ্ঘন করি, তখন তাঁহার প্রভাবেই তন্মধ্যে গিরিবর মৈনাককে দর্শন করিয়াছিলাম। যদি রামের জন্য সমুদ্র ও মৈনাক তাদৃশ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে অগ্নি যে শীতস্পর্শে প্রদীপ্ত হইবেন তাহা নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয় নহে। যাহাই হউক, জানকীর বাৎসল্য, রামের তেজ এবং আমার পিতা পবনের সহিত সখ্যতা এই কএকটী কারণে এক্ষণে অগ্নি আমায় দগ্ধ করিতেছেন না।

হনূমান পুনর্ব্বার মনে করিলেন, কি, নীচ রাক্ষসেরা মাদৃশ ব্যক্তিকেও বন্ধন করিল! এক্ষণে যদি আমার বীরত্ব থাকে তবে ইহার সমুচিত প্রতিফল দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। তিনি এইরূপ সংকল্প করিয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধনরজ্জু ছিন্ন ভিন্ন করিলেন এবং মহাবেগে এক লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ঘোর রবে সমস্ত প্রতি-ধ্বনিত করিতে লাগিলেন। পরে ঐ মহাবীর শৈলশৃঙ্গবৎ অত্যুচ্চ পুরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে রাক্ষসগণের কিছুমাত্র জনতা নাই। তিনি তথায় উত্তীর্ণ হইয়া ক্ষণকালমধ্যে দেহ সংকোচ করিলেন। তাঁহার বন্ধনরজ্জুর অবশেষ স্বতই উন্মুক্ত

হইয়া গেল। তিনি পুনর্ব্বার দীর্ঘাকার হইলেন এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টিপ্রসারণ পূর্ব্বক তোরণসংলগ্ন এক প্রকাণ্ড অর্গল দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ লৌহময় অর্গল গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ সমস্ত রক্ষকদিগকে সংহার করিলেন। তাঁহার লাঙ্গূল প্রদীপ্ত, তিনি ঐ জ্বলন্ত অগ্নিপ্রভাবে প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন এবং বারংবার লঙ্কাপুরী দর্শন করিতে লাগিলেন।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

তখন হনুমানের উৎসাহ বিলক্ষণ প্রদীপ্ত হইয়াছে, তিনি ভাবিলেন, এক্ষণে আমার কার্য্যের কি অবশেষ আছে, আমি আর কিরূপে রাক্ষসগণকে অধিকতর পরিতপ্ত করিব। প্রমদ বন ভগ্ন করিয়াছি, রাক্ষসবীরগণকে বিনাশ করিয়াছি, সৈন্যের কিয়দংশও নিঃশেষিত করিলাম, এক্ষণে দুর্গবিনাশ অবশিষ্ট; এই কার্য্যটি সমাধা করিলেই আমার যাবদীয় প্রয়াস সফল হয়। আমি] সমুদ্র লঙ্ঘন প্রভৃতি যা কিছু করিলাম, আর অল্প প্রযত্নেই তাহা সুসিদ্ধ হয়। আমার পুচ্ছদেশে অগ্নি প্রদীপ্ত হইতেছে, এক্ষণে ঐ সমস্ত গৃহ দগ্ধ করিয়া ইহার সন্তর্পন করিব।

তখন হনুমান লঙ্কার গৃহোপরি বিচরণ আরম্ভ করিলেন। তিনি নির্ভয়ে দৃষ্টি প্রসারণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে গৃহে, উদ্যান ও প্রসাদে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে বায়ুবেগে মহাবীর প্রহস্তের গৃহে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন। উহার অদূরে মহাবীর মহাপার্শ্বের গৃহ, হনুমান তদুপরি লম্ফ প্রদান করিলেন। গৃহ প্রলয়বহ্নির ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। পরে বজ্রদংষ্ট্র, শুক, সারণ, ইন্দ্রজিত, জম্বুমালী,

রশ্মিকেতু, সূর্য্যশক্র, হ্রস্বকর্ণ, দংষ্ট্র, রোমশ, যুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, ধ্বজগ্রীব, বিদ্যুজ্জিহ্ব, ঘোর, হস্তিমুখ, করাল, বিশাল, শোণিতাক্ষ, কুম্ভকর্ণ, মকরাক্ষ, নরান্তক, কুম্ভ, নিকুম্ভ, যজ্ঞশক্র, ও ব্রহ্মশক্র, অনুক্রমে এই সমস্ত রাক্ষসের গৃহে অগ্নি প্রদান করিলেন। তিনি বিভীষণের গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমশঃ সকলেরই গৃহ দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত মহাবীর রাক্ষসের গৃহ বহুব্যয়ে নির্ম্মিত, তৎসমুদায় বিপুল সম্পদের সহিত ভস্মীভূত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ হনুমান রাজপ্রাসাদের সন্নিহিত হইলেন। উহা রত্নখচিত মঙ্গলদ্রব্যসজ্জিত ও মেরুমন্দরবৎ উচ্চ; হনুমান তদুপরি পুচ্ছাগ্রলগ্ন প্রদীপ্ত অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক প্রলয়জলদের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। হুতাশন প্রবল বায়ুবেগে প্রদীপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত হইয়া উঠিল; তদ্দৃষ্টে বোধ হইল যেন, যুগান্তকালের অগ্নি সমস্ত দগ্ধ করিতেছে। তখন মুক্তামণিজড়িত স্বর্ণজালশোভিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহ ভগ্ন হইয়া পড়িতে লাগিল; বোধ হইল যেন, পুণ্যক্ষয়ে সিদ্ধগণের আবাস গগনতল হইতে পরিভ্রষ্ট হইতেছে। চতুর্দ্দিকে তুমুল আর্ত্তনাদ, রাক্ষসেরা স্ব স্ব গৃহরক্ষায় ভগ্নোৎসাহ হইয়া ধনসম্পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধাবমান হইতে লাগিল। অনেকে কহিল, হা! বুঝি, অগ্নিই বানররূপে আগমন করিয়াছেন; রমণীরা দুগ্ধপোষ্য শিশুগণকে

কক্ষে লইয়া জলধারাকুল লোচনে জ্বলন্ত অগ্নিমধ্যে পতিত হইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ শিখাজালবেষ্টিত, ব্যস্ততায় কাহারও কেশপাশ স্খলিত হইয়াছে। উহারা পতন-কালে মেঘনির্ম্মুক্ত বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। প্রতিগৃহে প্রচুর হীরক, প্রবাল, ইন্দ্রনীল মণি, মুক্তা ও স্বর্ণ, তৎসমুদায় অগ্নিসংযোগে দ্রবীভূত হইয়া পড়িতে লাগিল। যেমন অগ্নি তৃণকাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া তৃপ্ত হন না তৎকালে সেইরূপ রাক্ষসবিনাশে হনূমানের কিছুমাত্র তৃপ্তি লাভ হইল না। রাক্ষসগণের দগ্ধ দেহে লঙ্কার ভূবিভাগ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মহাবীর হনুমান ত্রিপুরদাহে প্রবৃত্ত ভগবান রুদ্রের ন্যায় লঙ্কাদাহে কৃতকার্য্য হইলেন। অগ্নি লঙ্কার আধারভূত ত্রিকুট পর্ব্বতের শিখরে উত্থিত হইয়া, শিখাজাল বিস্তার পূর্ব্বক ভীমবলে জ্বলিতে লাগিল। উহার জ্বালা সকল গগনস্পর্শী ও ধূমশূন্য; উহা কোটি সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া লঙ্কা-পুরী বেষ্টন করিল এবং বজ্রবৎ কঠোর ঘোর চটচটা শব্দে যেন ব্রহ্মাণ্ডকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। উহার প্রভা বিলক্ষণ রুক্ষ এবং শিখা কিংশুক পুষ্পবৎ রক্তবর্ণ; উহা হইতে ধূমজাল বিচ্ছিন্ন হইয়া নীল মেঘাকারে পরিণত হইল এবং আকুলভাবে গগনতলে প্রসারিত হইতে লাগিল। তৎকালে রাক্ষসেরা এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল এবং

পরস্পর কহিতে লাগিল, এই বানর স্বয়ং বজ্রধর ইন্দ্র হইবে, অথবা যম, বরুণ, বায়ু, সূর্য্য, কুবের, বা চন্দ্র হইবে। বোধ হয়, রুদ্রদেবের নেত্রাগ্নি প্রচ্ছন্নরূপে এই স্থানে আসিয়াছে। কিম্বা পিতামহ ব্রহ্মার ক্রোধ রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিবার জন্য বানরমূর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়াছে। অথবা অচিন্ত্য অব্যক্ত অনন্ত একমাত্র বৈষ্ণব তেজ মায়াবলে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকিবে।

লঙ্কাপুরী ক্রমশঃ হস্ত্যশ্ব রথ বৃক্ষ ও পক্ষীর সহিত দগ্ধ হইয়া গেল; চতুর্দ্দিকে তুমুল রোদন ধ্বনি উত্থিত হইল; হা পিতঃ! হা পুত্র! হা স্বামিন্! হা জীবিতেশ্বর! সঞ্চিত পুণ্য বিনষ্ট হইল, কেবল এই বলিয়াই সকলে ভীতমনে চীৎকার করিতে লাগিল। লঙ্কা হনুমানের ক্রোধে শাপগ্রস্তবৎ নিরীক্ষিত হইল। রাক্ষসগণ ভীত ব্যস্ত সমস্ত ও বিষণ্ণ, ইতস্ততঃ অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে; লঙ্কা ব্রহ্মার ক্রোধদগ্ধ পৃথিবীর ন্যায় নিতান্ত শোচনীয় হইল। মহাবীর হনুমান বৃক্ষসঙ্কুল বন ভগ্ন করিয়া যুদ্ধে রাক্ষসগণকে সংহার করিলেন। পরে লঙ্কাপুরীতে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক মনে মনে রামকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবগণ মহাবীর হনুমানের স্তুতিবাদ আরম্ভ করিলেন। মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও উরগেরা এই ব্যাপারে যার

পর নাই প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তখন হনুমান এক প্রাসাদ-শিখরে গিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ লাঙ্গল প্রদীপ্ত হইতেছে; তিনি উহার প্রভাবে সূর্য্যের ন্যায় নিরীক্ষিত হইলেন এবং স্বকার্য্য সাধন পূর্ব্বক লাঙ্গূলের অগ্নি সমুদ্রজলে নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ

অনন্তর হনুমান অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন ; তাঁহার মনে যৎপরোনাস্তি ভয় জন্মিল। তিনি মনে করিলেন, আমি লঙ্কা দগ্ধ করিয়া কি কুকার্য্যই করিলাম। যেমন জলসেক দ্বারা প্রদীপ্ত অগ্নিকে নির্ব্বাণ করা যায়, তদ্রূপ যাঁহারা উদ্রিক্ত ক্রোধকে বুদ্ধিবলে নির্ব্বাণ করিতে পারেন, তাঁহারাই ধন্য। ক্রোধীর পাপভয় নাই ; সে গুরুলোককে সংহার করিতে পারে এবং কঠোর বাক্যে সাধুগণকেও ভর্ৎসনা করিতে পারে। ক্রোধ উপস্থিত হইলে বাচ্যাবাচ্য কিছুমাত্র বোধ থাকে না। রুষ্ট ব্যক্তির অকার্য্য কিছুই নাই। সর্প যেমন জীর্ণ ত্বক ত্যাগ করে, সেইরূপ যিনি ক্ষমা দ্বারা উদ্রিক্ত ক্রোধকে দূর করেন, তিনিই পুরুষ। এক্ষণে আমি জানকীর বিপদ না ভাবিয়া লঙ্কা দগ্ধ করিলাম, আমি স্বামিঘাতক ও পাপাচার, আমাকে ধিক্‌। আমি নির্ব্বোধ ও নির্লজ্জ ; যদি সমস্ত লঙ্কা দগ্ধ হইয়া থাকে তাহা হইলে আর্য্যা জানকী অবশ্যই দগ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং আমি অজানত প্রভুর কার্য্যক্ষতি করিলাম। যে জন্য এত দূর যত্ন ও চেষ্টা তাহাই ব্যর্থ হইল।

হা! আমি লঙ্কাদাহে ব্যাপৃত থাকিয়া জানকীরে রক্ষা করিতে পারিলাম না। লঙ্কা দগ্ধ করা ত নিঃসন্দেহ সামান্য কার্য্য, কিন্তু আমি যে উদ্দেশে আসিয়াছি, ক্রোধে অধীর হইয়া তাহারই মূলোচ্ছেদ করিলাম। হা! জানকী নিশ্চয়ই নাই। লঙ্কা এককালে ভস্মসাৎ হইয়াছে, ইহাতে দগ্ধ হইতে অবশিষ্ট আছে এমন স্থানই দেখিতেছি না। হা! আমার বুদ্ধিদোষে প্রভুর কার্য্যক্ষতি হইল। এক্ষণে আমি অগ্নিপ্রবেশ করিব, না সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া নক্রকুম্ভীরগণকে দেহ অর্পণ করিব। আমি ত কার্য্যের সর্ব্বস্ব নাশ করিলাম, সুতরাং আর কোন্ মুখে গিয়া সুগ্রীব এবং রাম লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিব। বানর যে নিতান্ত চপল, ত্রিলোকে ইহা বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ আছে, এক্ষণে আমি ক্রোধদোষে সেই জাতিস্বভাবই প্রদর্শন করিলাম। রাজসিক ভাবে ধিক্, উহা চপলতাজনক ও কার্য্য-নাশক, আমি সর্ব্বাংশে সুপটু হইয়াও কেবল রজোগুণমূলক ক্রোধে জানকীরে রক্ষা করিতে পারিলাম না। হা! জানকীর অভাবে রাম ও লক্ষ্মণ কদাচ প্রাণে বাঁচিবেন না। ঐ দুই মহাবীর বিনষ্ট হইলে সুগ্রীব সবান্ধবে দেহপাত করিবেন। পরে ভ্রাতৃবৎসল ভরত এবং বীর শত্রুঘ্ন জ্যেষ্ঠের এই দুঃসং-বাদে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবেন। এইরূপে ঈক্ষ্বাকুকুল ক্ষয় হইলে প্রজারা শোক সন্তাপে অতিমাত্র কষ্ট পাইবে। আমি অত্যন্ত

দুর্ভাগ্য ও অধার্ম্মিক। আমিই ক্রোধদোষে এই ভীষণ লোকক্ষয় করিলাম।

হনুমান এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে পূর্ব্বদৃষ্ট শুভ লক্ষণ তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল। তখন তিনি পুনর্ব্বার ভাবিলেন, সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী জানকী স্বতেজে রক্ষিত হইতেছেন, তিনি কখনই বিনষ্ট হইবেন না; অগ্নিকে দাহ করা অগ্নির পক্ষে অসম্ভব। জানকী ধর্ম্মপরায়ণ রামের পত্নী, তিনি আপনার চরিত্রে রক্ষিত হইতেছেন, তাঁহাকে দগ্ধ করা অগ্নির পক্ষে অসম্ভব। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে সত্য, কিন্তু জানকীর পুণ্যবল এবং রামের প্রভাবে তিনি আমাকে দগ্ধ করেন নাই। কিন্তু যিনি ভরত প্রভৃতি রাজকুমারের আরাধ্য দেবতা, যিনি মহাত্মা রামের মনোমতা পত্নী, কেন তিনি বিনষ্ট হইবেন। অবিনশ্বর অগ্নি সমস্ত ভস্মীভূত করিতে পারেন, কিন্তু যিনি আমার পুচ্ছ দগ্ধ করেন নাই, কেন তিনি সীতাকে বিনষ্ট করিবেন।

পরে হনুমান সমুদ্রমধ্যে মৈনাকদর্শন বিস্ময়ভরে স্মরণ পূর্ব্বক মনে করিলেন, জানকী তপস্যা, সত্য বাক্য, ও পাতিব্রত্যে অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু অগ্নি কদাচই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবেন না।

হনুমান এইরূপে জানকীর ধর্ম্মনিষ্ঠার বিষয় চিন্তা করিতেছেন,

ইত্যবসরে চারণগণ কহিতে লাগিলেন, এই মহাবীর, রাক্ষসগণের গৃহ তীব্র অগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া কি ভীষণ কার্য্যই করিলেন। লঙ্কা হইতে রাক্ষসশ্রী পলায়ন করিয়াছেন, স্ত্রী বালক বৃদ্ধ সকলেই ব্যাকুল, চতুর্দ্দিকে তুমুল কোলাহল, বোধ হয়, যেন লঙ্কাপুরী দুঃখশোকে রোদন করিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্য! এই পুরী এক কালে ভস্মীভূত হইল তথাচ জানকী দগ্ধ হন নাই।

তখন হনুমান এই অমৃততুল্য বাক্য শ্রুতিমাত্র অতিমাত্র হৃষ্ট হইলেন, তিনি বিশ্বাস্য নিমিত্ত ও ঋষিবাক্যে জানকী জীবিত আছেন বুঝিয়া, পুনর্ব্বার শিংশপামূলে যাইতে লাগিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর মহাবীর হনূমান শিংশপামূলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জানকী তথায় উপবিষ্ট আছেন। তিনি তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! আমি ভাগ্যক্রমেই তোমাকে নিরাপদ দেখিতে পাইলাম।

তখন জানকী হনূমানের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে প্রস্থানে উদ্যত দেখিয়া সস্নেহে কহিলেন, বৎস! যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে তুমি একদিনের জন্যও এই স্থানে থাক। তুমি কোন গুপ্ত প্রদেশে বিশ্রাম করিয়া না হয় পরদিন প্রস্থান করিও। তোমাকে দেখিলে এই মন্দভাগিনীর দুঃসহ শোক কিয়ৎক্ষণের জন্যও দূর হইবে। তুমি পুনরায় আসিবার উদ্দেশে প্রস্থান করিতেছ সত্য, কিন্তু ইহার মধ্যে নিশ্চয় আমার প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইবে। আমার মন অত্যন্ত বিরস, আমি দুঃখের পর দুঃখ সহিতেছি, এক্ষণে তোমার অদর্শনে আরও যন্ত্রণা পাইব। বীর! আমার একটী বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ হইতেছে; দেখ, মহাবল সুগ্রীবের বহুসংখ্য বানর ও ভল্লুক সহায় আছে বটে, কিন্তু তিনি কিরূপে সসৈন্যে

রাম লক্ষ্মণের সহিত অপার সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিবেন। তুমি, বায়ু, ও বিহগরাজ গড়ুর ভিন্ন এই বিষয়ে আর কাহাকেই সমর্থ দেখিতেছি না। তুমি সকল কার্য্যেই সুপটু, এক্ষণে এই জটিল বিষয় কিরূপে সুসম্পন্ন হইবে। তোমার পৌরুষ সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয়, তুমি একাকী অক্লেশে এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পার, কিন্তু রাম যদি স্বয়ং আসিয়া আমাকে উদ্ধার করেন তবেই তাঁহার বীরত্বের সমুচিত হইবে। বৎস! অধিক কি, এক্ষণে তুমি এই জন্যই তাঁহাকে উদ্যোগী করিও।

তখন হনুমান জানকীর এই সুসঙ্গত কথা শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! মহাবীর সুগ্রীব বানর ও ভল্লুকগণের অধিপতি। তিনি তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি অসংখ্য বানরের সহিত শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন এবং সেই নরপ্রবীর রাম ও লক্ষ্মণও শরনিকরে এই লঙ্কাপুরী ছারখার করিবেন। দেবি! ব্যাকুল হইও না, রাম রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিয়া অচিরাৎ তোমাকে উদ্ধার করিবেন। এক্ষণে তুমি আশ্বস্ত হও এবং সময় প্রতীক্ষা কর। রাবণ শীঘ্রই স্ববংশে ধ্বংস হইবে। রাম বানরসৈন্যের সহিত অনতিকাল মধ্যে আসিবেন এবং যুদ্ধে জয়ী হইয়া তোমার শোক অপনীত করিবেন।

হনুমান জানকীরে এইরূপ আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক প্রতিগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি রাক্ষসবধ, স্বনাম কীর্ত্তন, বল প্রদর্শন, লঙ্কাদাহ, রাবণকে বঞ্চনা, জানকীরে প্রবোধ দান ও অভিবাদন পূর্ব্বক সুগ্রীব সন্দর্শনার্থে প্রস্থান করিলেন। লঙ্কার উপান্তে অরিষ্ট পর্ব্বত, তিনি সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার অভিপ্রায়ে ঐ পর্ব্বতে উত্থান করিলেন। উহার নিম্নে নীল বনশ্রেণী, এবং ঊর্দ্ধে গাঢ় মেঘ, তদ্দ্বারা বোধ হয় যেন, উহা বস্ত্রে অবগুণ্ঠিত হইয়া আছে। উহার সর্ব্বত্র সূর্য্যকিরণ, যেন উহা তদ্দ্বারা প্রবোধিত হইতেছে। উহার চতুর্দ্দিকে ধাতু সকল উড্ডীন, স্বয়ং পর্ব্বত যেন নেত্র উন্মীলন করিতেছে। উহার ইতস্ততঃ নির্ঝরের গম্ভীর শব্দ, উহা যেন অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ পর্ব্বতের শিখরে অত্যুচ্চ দেবদারুবৃক্ষ, তদ্দ্বারা বোধ হয় যেন উহা ঊর্দ্ধবাহু হইয়া দণ্ডায়মান আছে। স্থানে স্থানে শারদীয় সপ্তপর্ণের নিবিড়বন তৎসমুদায় আন্দোলিত হওয়াতে যেন উহা কম্পিত হইতেছে। স্থানে স্থানে কীচক বংশ, তন্মধ্যে বায়ু প্রবেশ করাতে যেন উহা মধুর শব্দ করিতেছে। কোথাও ঘোর অজগর, তৎসমুদায় গর্জন করাতে যেন উহা রোষভরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে। গহ্বর সকল নীহারজালে আচ্ছন্ন, যেন উহা ধ্যানে নিমগ্ন আছে। নিম্নে মেঘখণ্ডতুল্য গণ্ডশৈল, যেন উহা গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং

শিখর সকল মেঘে আবৃত, যেন উহা জৃম্ভাত্যাগ করিতেছে। ঐ অরিষ্ট পর্ব্বত শাল তাল ও বংশ প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষে পরিপূর্ণ; উহার ইতস্ততঃ কুসুমিত লতা, সর্ব্বত্র মৃগেরা বিচরণ করিতেছে, চতুর্দিকে গৈরিক ধাতুদ্রব, নির্ঝর সকল মহাবেগে নিপতিত হইতেছে, সর্ব্বত্র প্রস্তরস্তূপ, স্থানে স্থানে মহর্ষি যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও উরগগণ বাস করিয়া আছেন। কোন প্রদেশ বৃক্ষ লতায় নিতান্ত নিবিড়, সিংহেরা গুহামধ্যে শয়ান রহিয়াছে, এবং ব্যাঘ্রগণ সঞ্চরণ করিতেছে। মহাবীর হনুমান সত্বর হইয়া মহাহর্ষে ঐ পর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক ঘোর উরগপূর্ণ মহাসমুদ্র সন্দর্শন করিলেন। তখন পর্ব্বতস্থ শিলাখণ্ড সকল তাঁহার পদভরে চূর্ণ হইয়া সশব্দে পড়িতে লাগিল। হনুমানও সমুদ্রের দক্ষিণ হইতে উত্তর পারে উত্তীর্ণ হইবার জন্য দেহ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

তখন ঐ গিরিবর অরিষ্ট হনুমানের পদভরে নিতান্ত নিপীড়িত হইল এবং জীবজন্তুগণের সহিত রসাতলে প্রবেশ করিতে লাগিল। ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গ সকল কম্পিত হইল, পুষ্পিত বৃক্ষ সকল বজ্রাহতের ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। কন্দরবাসী সিংহেরা নিতান্ত ব্যথিত হইল এবং ভীষণ গর্জ্জনে নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করিতে লাগিল। বিদ্যাধরীগণ ভীত হইয়া স্খলিত বসনে গলিত ভূষণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। দীর্ঘাকার দীপ্তজিহ্ব

মহাবিষ অজগরের গ্রীবা ও মস্তক নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল এবং ইতস্ততঃ লুণ্ঠিত হইতে লাগিল এবং কিন্নর গন্ধর্ব্ব যক্ষ ও বিদ্যাধরগণ পর্ব্বত পরিত্যাগ পূর্ব্বক আকাশে উত্থিত হইল। ঐ পর্ব্বত দশ যোজন বিস্তীর্ণ এবং ত্রিংশৎ যোজন উন্নত, উহা হনুমানের পদভরে তৎক্ষণাৎ ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। মহাবীর হনুমানও তরঙ্গাকুল ভীষণ মহাসমুদ্র লঙ্ঘন করিবার জন্য মহাবেগে গগনতলে উত্থিত হইলেন।

———

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

নভোমণ্ডল যেন গভীরদর্শন সমুদ্র ; উহার মধ্যে গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণ বিকসিত পদ্মের ন্যায়, চন্দ্র কুমুদের ন্যায়, সূর্য্য কারণ্ডবের ন্যায়, তিষ্য ও শ্রবণ হংসের ন্যায়, ঘনাবলী শৈবলের ন্যায়, পুনর্ব্বসু মৎস্যের ন্যায়, ভৌম কুম্ভীরের ন্যায়, ঐরাবত মহাদ্বীপের ন্যায়, বাত্যা তরঙ্গের ন্যায় এবং জ্যোৎস্না স্নিগ্ধ জলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। হনুমান ঐ গগনরূপ সমুদ্র অকাতরে লঙ্ঘন করিয়া চলিলেন। গতিবেগে তিনি যেন গ্রহগণের সহিত মহাকাশকে গ্রাস করিতেছেন এবং চন্দ্রমণ্ডলকে খণ্ড খণ্ড করিতেছেন। তিনি স্ববেগে নীল পীতাদি বর্ণের মেঘজাল আকর্ষণ পূর্ব্বক যাইতেছেন এবং গতিপ্রসঙ্গে কখন মেঘের আবরণে কখন বা বাহিরে অবস্থান করিতেছেন ; তৎকালে তিনি একবার দৃশ্য আবার অদৃশ্য চন্দ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর মেঘগম্ভীর, তিনি হুঙ্কারে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া ক্রমশঃ সমুদ্রের মধ্যস্থলে উত্তীর্ণ হইলেন। পথিমধ্যে গিরিবর মৈনাক অবস্থিত ; তিনি উহাকে স্পর্শমাত্র করিয়া, শরাসনচ্যুত শরের ন্যায় মহাবেগে চলিলেন। সমুদ্রের তীরস্থ পর্ব্বত দূর হইতে তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল।

তিনি মহা উৎসাহে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ঐ শব্দে দশ দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। হনুমান বন্ধুসমাগমের উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া তীরের সন্নিহিত হইতে লাগিলেন। তিনি ঘনঘন লাঙ্গূল কম্পিত করিয়া হুঙ্কার ছাড়িতেছেন। ঐ ভীষণ শব্দে সূর্য্যমণ্ডলের সহিত আকাশ যেন চূর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল।

ঐ সময় বানরগণ হনুমানকে দর্শন করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই দীনমনে সমুদ্রের উত্তর তীরে উপবিষ্ট ছিল। তাহারা দূর হইতে বায়ুক্ষুভিত মেঘের গভীর নির্ঘোষের ন্যায় উহাঁর গতিবেগ এবং সিংহনাদ শুনিতে পাইল। এই শব্দ শুনিবা-মাত্র সকলেই উহাঁকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে জাম্ববান সমস্ত বানরকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক প্রীতমনে কহিলেন, দেখ, হনুমান নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইয়াছেন, নচেৎ এইরূপ উৎসাহের শব্দ কখনই শুনা যাইত না।

তখন বানরগণ মহাহর্ষে লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল। অনেকে হনুমানকে দর্শন করিবার জন্য বৃক্ষের এক শাখা হইতে অপর শাখায় এবং এক শৃঙ্গ হইতে অপর শৃঙ্গে পতিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ বৃক্ষের শিখরে আরোহণ ও শাখা ধারণ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে উপবেশন করিল এবং অনেকেই নির্ম্মল বস্ত্র কম্পিত করিতে লাগিল। এ দিকে হনুমান গিরিগহ্বর-

গত বায়ুর ন্যায় মহা গর্জ্জন পূর্ব্বক আগমন করিতেছেন। বানরগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া রহিল। মহাবীর হনুমান মহাবেগে ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় বৃক্ষসঙ্কুল গিরিশৃঙ্গে নিপতিত হইলেন। বানরেরা যার পর নাই প্রীত হইয়া তাঁহাকে গিয়া বেষ্টন করিল। সকলেরই মুখ হর্ষে প্রফুল্ল; অনেকে ফলমূল লইয়া তাঁহাকে উপহার দিল; কেহ কেহ হৃষ্টমনে সিংহনাদ করিতে লাগিল, অনেকে কিলকিলা রব করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং কেহ কেহ বা তাঁহার বসিবার জন্য বৃক্ষের শাখা সকল ভাঙ্গিয়া আনিল।

অনন্তর হনুমান জাম্ববান প্রভৃতি গুরুজন ও কুমার অঙ্গদকে প্রণাম করিলেন। উহাঁরাও ঐ মহাবীরকে সমাদর পূর্ব্বক প্রসন্ন দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে হনুমান জানকীর সংবাদ সংক্ষেপে প্রদান করিয়া অঙ্গদের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মহেন্দ্র গিরির রমণীয় বনবিভাগে উপবিষ্ট হইলেন এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া সঙ্ক্ষেপে স্বীয় কার্য্যবৃত্তান্ত কহিলেন, বানরগণ! আমি অশোক বনে দেবী জানকীরে দেখিয়াছি; ঘোরা রাক্ষসীরা তাঁহাকে নিরন্তর রক্ষা করিতেছে। তিনি উপবাসে অত্যন্ত কৃশ ও পরিশ্রান্ত হইয়া আছেন। তাঁহার মস্তকে একটিমাত্র জটিলবেণীভার, তিনি রামের দর্শন পাইবার জন্য অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন।

তখন বানরগণ মহাবীর হনুমানের মুখে এই অমৃতোপম বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক যার পর নাই সন্তুষ্ট হইল। কেহ কেহ সিংহনাদ, কেহ কেহ গর্জ্জন, কেহ কেহ প্রতিগর্জ্জন এবং কেহ কেহ বা কিলকিলা রব করিতে লাগিল। কোন কোন বানর লাঙ্গূল উচ্ছ্রিত করিল, কেহ কেহ সুদীর্ঘ লাঙ্গূল কম্পিত করিতে লাগিল এবং অনেকে গিরিশৃঙ্গ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক হৃষ্টমনে হনুমানকে গিয়া স্পর্শ করিল।

অনন্তর অঙ্গদ কহিলেন, বীর! তুমি যখন এই বিস্তীর্ণ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলে, তখন বলবীর্য্যে তোমার তুল্য আর কাহাকেই দেখি না। বলিতে কি, একমাত্র তুমিই আমাদিগের প্রাণদাতা। এক্ষণে আমরা তোমারই কৃপায় কৃতকার্য্য হইয়া রামের নিকট উপস্থিত হইব। আশ্চর্য্য তোমার প্রভুভক্তি! বিচিত্র তোমার শক্তি! অদ্ভুত তোমার ধৈর্য্য! ভাগ্যবলেই তুমি জানকীর উদ্দেশ পাইয়াছ এবং ভাগ্যবলেই রাম সীতাবিরহদুঃখ হইতে মুক্ত হইবেন।

পরে বানরগণ কুমার অঙ্গদ হনুমান ও জাম্ববানকে বেষ্টন পূর্ব্বক পুলকিত মনে প্রশস্ত শিলাতলে উপবিষ্ট হইল এবং জানকীর দর্শনবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিবার জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে হনুমানের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর জাম্ববান প্রীতমনে হনুমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বীর! তুমি কিরূপে অশোক বনে দেবী জানকীরে দেখিলে? তিনি তথায় কিরূপে আছেন এবং নিষ্ঠুর রাবণই বা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেছে? তুমি কোন্ উপায়ে জানকীর উদ্দেশ পাইলে? এবং তিনিই বা কি কহিলেন? তুমি এই সমস্ত কথা অবিকল কীর্ত্তন কর। শুনিয়া আমরা ইতিকর্ত্তব্য অবধারণ করিব। এক্ষণে রামের নিকট কোন্ কথার প্রসঙ্গ করিব এবং কোন্ কথাই বা গোপন করিয়া রাখিব, তুমি তাহাও বলিয়া দেও।

তখন হনুমান উদ্দেশে জানকীরে প্রণাম করিয়া হৃষ্টমনে কহিতে লাগিলেন, দেখ, আমি সমুদ্র লঙ্ঘনার্থ তোমাদের সমক্ষেই মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে আকাশে উত্থিত হই। গতিপথে আমার বিলক্ষণ বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। আমি এক স্থলে দেখিলাম, একটী মনোহর স্বর্ণপর্ব্বত আমার পথরোধ করিয়া আছে। তৎকালে আমি উহাকে দেখিয়া ঘোর বিঘ্ন বোধ করিলাম। পরে ঐ শৈলের সন্নিহিত হইয়া ভাবিলাম, এক্ষণে ইহাকে

মহাবেগে ভেদ করিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। আমি এই স্থির করিয়া উহার শৃঙ্গে এক লাঙ্গুল প্রহার করিলাম। প্রহারবেগে উহার উজ্জ্বল শিখর তৎক্ষণাৎ চূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর ঐ পর্ব্বত মনুষ্য-রূপ ধারণ পূর্ব্বক পুত্রসম্বোধনে আমাকে পুলকিত করিয়া কহিল, দেখ আমি বায়ুর সখা, তোমার পিতৃব্য; আমি এই মহাসমুদ্রেই বাস করিয়া আছি, আমার নাম মৈনাক। পূর্ব্বে পর্ব্বতদিগের পক্ষ ছিল। উহারা চতুর্দ্দিকে স্বেচ্ছানুরূপ পর্য্যটন পূর্ব্বক উপদ্রব করিত। পরে সুররাজ ইন্দ্র এই কথা শ্রবণ করিয়া বজ্রাস্ত্রে উহাদিগের পক্ষ ছেদন করেন। বৎস! ঐ সময় তোমার পিতার প্রসাদে আমার পক্ষ ছিন্ন হয় নাই এবং তিনিই আমাকে এই অগাধ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া রক্ষা করেন। এক্ষণে রামের সাহায্য করা আমারও কর্ত্তব্য হই-তেছে। রাম মহাবীর ও ধর্ম্মশীল।

অনন্তর আমি গিরিবর মৈনাককে স্বকার্য্য জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহার সম্মতিক্রমে পুনর্ব্বার চলিলাম। মৈনাক অন্তর্হিত হইলেন। আমিও মহাবেগ আশ্রয় পূর্ব্বক গতিপথের অব-শেষ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। পরে সমুদ্রমধ্য হইতে নাগজননী সুরসা আমার নিকট উপস্থিত হইল। সে কহিল, কপিরাজ! দেবগণ তোমাকে আমার ভক্ষ্যস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং আমি তোমাকে ভক্ষণ করিব।

সুরসার এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র আমার মুখবর্ণ মলিন হইয়া গেল, আমি তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম, দেবি! রাজা দশরথের পুত্র রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীর সহিত দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছেন। দুরাত্মা রাবণ তাঁহার ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়াছে। এক্ষণে আমি সেই রামেরই অনুজ্ঞাক্রমে জানকীর নিকট দূতস্বরূপ চলিয়াছি। দেবি! তুমি রামের অধিকারে বাস করিয়া আছ, অতএব তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করা তোমার উচিত হইতেছে। অথবা সত্যই অঙ্গীকার করিতেছি, আমি জানকী ও রামকে দর্শন করিয়া তোমার নিকট পুনর্ব্বার আসিব। তখন সুরসা কহিল, দেখ, দেবদত্ত বরপ্রভাবে কেহই আমাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না, সুতরাং আমি আজ তোমাকে ভক্ষণ করিব। সুরসা এই বলিয়া দশযোজন দীর্ঘ হইল। আমিও তৎক্ষণাৎ দশযোজন বর্দ্ধিত হইলাম। সুরসা আমার দৈহিক বিস্তারের অনুরূপ মুখব্যাদান করিল। আমিও তৎক্ষণাৎ দেহসঙ্কোচ করিলাম এবং অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হইয়া উহার মুখমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। তখন সুরসা পূর্ব্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক আমাকে কহিল, বীর! এক্ষণে তুমি স্বকার্য্যসিদ্ধির জন্য যথায় ইচ্ছা প্রস্থান কর। আমি যথেষ্টই প্রীত হইলাম। তুমি রামের সহিত জানকীরে মিলিত করিয়া দেও এবং স্বয়ং সুখে থাক।

তখন গগনচর জীবগণ আমাকে সাধুবাদ সহকারে প্রশংসা করিতে লাগিল। আমিও তৎক্ষণাৎ গরুড়বৎ মহাবেগে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। ইত্যবসরে আমার গতি সহসা প্রতিহত হইল; কিন্তু তৎকালে ইহার কারণ কি, কোন দিকে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তখন আমি দুঃখিত মনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম, ভাবিলাম, এক্ষণে ত সুস্পষ্ট কোন ব্যক্তিকে দেখিতেছি না, কিন্তু কি কারণে আমার গমনের এইরূপ বিঘ্ন ঘটিল। ইত্যবসরে আমি সহসা অধোভাগে দৃষ্টিপাত করিলাম, এবং এক জলচরী ভীমা রাক্ষসীকে দেখিতে পাইলাম। আমি নির্ভয় ও নিশ্চেষ্ট, সে ভীমরবে হাস্য করিয়া ক্রূর বাক্যে আমায় কহিতে লাগিল, দেখ, আমি ক্ষুধার্ত্ত, তোমাকে ভক্ষণের ইচ্ছা করিয়াছি এক্ষণে তুমি আর কোথায় যাও। আমি বহুকাল যাবৎ আহার করি নাই, এক্ষণে তুমি আমার দৈহিক তৃপ্তি বিধান কর।

তখন আমি ঐ ঘোরা রাক্ষসীর কথায় তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলাম এবং উহার মুখপ্রমাণ অপেক্ষা অধিকতর দেহবিস্তার করিলাম। রাক্ষসীও আমাকে ভক্ষণ করিবার জন্য ভীষণ মুখব্যাদান করিল। আমি যে কামরূপী, তৎকালে সে তাহা বুঝিতে পারিল না। আমি নিমেষমধ্যে দেহসঙ্কোচ করিয়া উহার মুখে প্রবেশ করিলাম এবং উহার বক্ষ ভেদ করিয়া

অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলাম। পর্ব্বতাকার রাক্ষসীও কর প্রসারণ পূর্ব্বক সমুদ্রজলে নিপতিত হইল। তদ্দৃষ্টে গগনচর জীবজন্তু-গণ সাধুবাদ সহকারে আমার ভুয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল।

অনন্তর আমি নানারূপ বিঘ্নে ক্রমশঃ কালবিলম্ব ঘটিতেছে দেখিয়া মহাবেগে চলিলাম এবং অচিরে পর্ব্বতশোভিত সমুদ্রের দক্ষিণ তীর দেখিতে পাইলাম। ঐ স্থানে লঙ্কাপুরী, আমি তন্মধ্যে সূর্য্যাস্তের পর প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রবেশ করিলাম। পথিমধ্যে প্রলয়জলদবৎ কৃষ্ণবর্ণা এক রমণী অট্টহাস্যে হাসিতে হাসিতে আমার নিকট উপস্থিত হইল। উহার কেশজাল জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য, সে আসিয়া আমাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। আমিও বাম মুষ্টি আঘাত করিয়া উহাকে পরাস্ত করিলাম। তখন ঐ রমণী নিতান্ত ভীত হইয়া আমাকে কহিল, বীর! আমি স্বয়ং লঙ্কাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এক্ষণে তুমি যখন আমাকে বলবীর্য্যে পরাস্ত করিলে তখন রাক্ষসগণের নিশ্চ-য়ই প্রাণসঙ্কট উপস্থিত।

পরে আমি রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে সমস্ত রাত্রি বিচরণ করি-লাম, কিন্তু কুত্রাপি জানকীরে দেখিতে পাইলাম না। তখন আমার মনে অত্যন্ত দুঃখোদ্রেক হইল। পরে একটী স্বর্ণপ্রাকার-বেষ্টিত বৃক্ষসঙ্কুল উপবন দেখিলাম এবং ঐ উচ্চ প্রাকার লঙ্ঘন পূর্ব্বক অশোক বনে প্রবেশ করিলাম। উহার মধ্যে একটী

প্রকাণ্ড শিংশপা বৃক্ষ আছে। আমি ঐ বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্ণবর্ণ কদলীবন দেখিলাম। উহার অদূরেই কমললোচনা জানকী ছিলেন। তিনি একবস্ত্রা, তাঁহার কেশপাশ ধূলিধূষরিত, তিনি একমাত্র বেণীধারণ করিতেছেন, তাঁহার শয্যা ভূমিতল, তিনি অনাহার ও শোকে যার পর নাই কৃশ হইয়াছেন। তিনি ভর্ত্তৃচিন্তায় বিমনা, শীতকালে পদ্মিনীর ন্যায় বিবর্ণা হইয়াছেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে সমস্ত বিকৃতাকার ক্রূর রাক্ষসী, উহারা নিরন্তর তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেছে। তিনি শোণিতলোলুপ ব্যাঘ্রীগণে বেষ্টিত হরিণীর ন্যায় নিতান্ত শোচনীয়। রাবণের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা, তিনি প্রাণত্যাগেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। আমি ঐ শিংশপামূলে সহসা তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম। ইত্যবসরে তথায় কাঞ্চীরব ও নূপুরধ্বনি জনকোলাহলের সহিত আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। আমি এই শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র উদ্বিগ্ন হইয়া দেহসঙ্কোচ করিলাম এবং পক্ষীর ন্যায় পত্রাবরণে লুক্কায়িত রহিলাম।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ পত্নীগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইল। জানকী উহাকে দেখিয়া উরুদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া বাহু-বেষ্টনে স্তনযুগল আবৃত করিলেন। তিনি নিতান্ত ভীত ও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, কম্পিত দেহে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহাকে অভয় দান করে তথায় এমন আর কেহই নাই। ইত্যবসরে রাবণ

তাঁহার সন্নিহিত হইয়া কহিল, জানকি! আমি নতমস্তকে তোমায় প্রণিপাত করিতেছি, তুমি আমাকে সম্মান কর। যদি তুমি অহঙ্কারভরে আমায় সমাদর না কর, তবে দুইমাস পরে আমি নিশ্চয়ই তোমার রুধিরপান করিব।

তখন জানকী দুরাত্মা রাবণের এই কথায় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, নীচ! আমি মহাবীর রামের ভার্য্যা এবং রাজা দশরথের পুত্রবধূ, আমার প্রতি অকথ্য কথা প্রয়োগ করিয়া তোর জিহ্বা কেন ছিন্নভিন্ন হইল না। রে পাপ! যখন রাম আশ্রমে ছিলেন না সেই সময় তুই আমাকে অপহরণ করিয়া আনিস্, তোর বলবীর্য্যে ধিক্। তুই কোন অংশে রামের তুল্য হইতে পারিস্ না, তুই তাঁহার ভৃত্য হইবারও যোগ্য নহিস্। রাম মহাবীর দুর্জয় ও সত্যবাদী।

রাবণ জানকীর এই কঠোর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রোষভরে চিতাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং ক্রূর নেত্র বিঘূর্ণিত করিয়া দক্ষিণ মুষ্টি উত্তোলন পূর্ব্বক জানকীরে প্রহার করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে উহার সহচারিণীরা হাহাকার করিয়া উঠিল। এই অবসরে উহার ভার্য্যা ধান্যমালিনী রমণীগণের মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঐ কামোন্মত্তকে নিবারণ পূর্ব্বক কহিল, বীর! এই জানকীরে লইয়া তোমার কি, হইবে। তুমি আমার সহিত সুখসম্ভোগ কর। জানকী রূপগুণে আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট

নহে! এই সমস্ত দেবকন্যা ও যক্ষকন্যা আছেন, তুমি ইহাঁদিগকে লইয়া সন্তুষ্ট থাক ; জানকীরে লইয়া তোমার কি হইবে।

অনন্তর রমণীগণ রাবণকে উত্থাপন পূর্ব্বক তথা হইতে গৃহে লইয়া গেল। পরে বহুসংখ্য রাক্ষসী নিদারুণ ক্রূর বাক্যে জানকীরে ভৎসনা করিতে লাগিল। জানকী উহাদিগের বাক্য তৃণবৎ বোধ করিলেন। উহাদিগের গর্জনও সম্যক্ নিষ্ফল হইয়া গেল। তখন উহারা নিরুপায় হইয়া এই ব্যাপার রাবণের গোচর করিল। উহাদিগের আশা ভরসা আর কিছুই রহিল না, যত্নও এককালে বিলুপ্ত হইল, উহারা শ্রান্তিনিবন্ধন ঘোর নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে ত্রিজটা নাম্নী এক রাক্ষসী সহসা জাগরিত হইয়া কহিল, রাক্ষসীগণ! তোমরা সাধ্বী সীতাকে ভক্ষণ করিও না, পরস্পর পরস্পরের শোণিতে তৃপ্তি লাভ কর। আমি আজ এক ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়াছি। অচিরেই রাক্ষসকুলের সহিত রাবণ উৎসন্ন হইবে। অতঃপর সীতা আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন, আইস, আমরা গিয়া এই জন্য ইহাঁর পদানত হই। সীতা অতিমাত্র দুঃখিতা, যদি তিনি আজ এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই সুখী হইবেন। তিনি প্রণিপাতে প্রসন্ন হইলে আমাদিগের বিপদ অবশ্যই নিবারণ করিতে পারিবেন।

তখন জানকী স্বপ্নদৃষ্ট ভর্ত্তৃবিজয়ে হৃষ্ট হইয়া সলজ্জভাবে কহিলেন, ত্রিজটার এই স্বপ্নবৃত্তান্ত যদি অলীক না হয় তবে আমি অবশ্যই তোমাদিগকে রক্ষা করিব।

অনন্তর আমি জানকীর দারুণ অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া অতিমাত্র চিন্তিত হইলাম, আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কিরূপে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিব আমি তাহার উপায় উদ্ভাবন করিলাম এবং ইক্ষ্বাকু রাজবংশের যশোগান করিতে লাগলাম। তখন জানকী আমার বাক্য কর্ণগোচর হইবামাত্র বাষ্পাকুল নেত্রে জিজ্ঞাসিলেন, বানর! তুমি কে? কি জন্য এই স্থানে আসিয়াছ? এবং রামের সহিতই বা তোমার কিরূপ সদ্ভাব জন্মিয়াছে? তখন আমি কহিলাম, দেবি! কপিরাজ সুগ্রীব রামের সুহৃৎ ও সহায়, আমি তাঁহা-রই ভৃত্য, নাম হনূমান, রাম তোমার উদ্দেশ লইবার জন্য আমায় পাঠাইয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং অভিজ্ঞানস্বরূপ এই অঙ্গুরীয়টি দিয়াছেন। দেবি! বল, আমি এক্ষণে তোমার কোন্ কার্য্য করিব। রাম ও লক্ষ্মণ সমুদ্রের উত্তর তীরে অব-স্থান করিতেছেন, যদি তোমার ইচ্ছা হয় ত আমি এখনই তোমাকে তথায় লইয়া যাইতে পারি। তখন জানকী কহিলেন, দূত! মহাবীর রাম সবংশে রাবণকে বিনাশ করিয়া আমায় উদ্ধার করিবেন, ইহাই আমার ইচ্ছা।

অনন্তর আমি তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট রামের কোন প্রীতিকর অভিজ্ঞান প্রার্থনা করিলাম। তখন জানকী কহিলেন, দূত! তুমি রামের জন্য এই চূড়ামণি লইয়া যাও, রাম ইহা দর্শন করিলে তোমায় বিলক্ষণ সমাদর করিবেন। এই বলিয়া তিনি আমার হস্তে এক মণি সমর্পণ পূর্ব্বক কাতর মনে বাচনিক অনেক কথাই কহিলেন। পরে আমি প্রত্যাগমনের জন্য তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলাম। বিদায়কালে তিনি বিশেষ চিন্তা করিয়া আমাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, দূত! তুমি গিয়া রামকে আমার বৃত্তান্ত জানাইও এবং রাম ও লক্ষ্মণ আমার কথা শুনিয়া যেরূপে সুগ্রীবের সহিত শীঘ্র আইসেন তুমি তাহাই করিও। আর দুই মাসকাল আমার জীবনের সীমা, যদি ইহার মধ্যে রাম না আইসেন তবে আমি নিশ্চয়ই অনাথার ন্যায় প্রাণত্যাগ করিব।

বানরগণ! আমি জানকীর এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া যার পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইলাম এবং লঙ্কা পুরী উৎসন্ন করাই স্থির করিলাম। তৎকালে আমার দেহ পর্ব্বত-প্রমাণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন আমি যুদ্ধার্থী হইয়া রাবণের অশোক বন ভগ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মৃগপক্ষি-গণ সভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে বিকৃতাকার

রাক্ষসীরা জাগরিত হইয়া আমাকে দেখিতে পাইল এবং চতুর্দিক হইতে মিলিত হইয়া শীঘ্র এই ব্যাপার রাবণের গোচর করিল ; কহিল, রাক্ষসরাজ! এক দুর্বৃত্ত বানর তোমার বলবীর্য্য বিচার না করিয়া দুর্গম অশোক বন ছারখার করিয়াছে। ঐ অপকারী শত্রু অতি নির্ব্বোধ, সে যেন আর ফিরিয়া না যায়।

রাবণ এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র কিংকর নামক রাক্ষসগণকে যুদ্ধার্থ নিয়োগ করিল। অশীতি সহস্র কিঙ্কর শূলমুদ্গারহস্তে অশোক বনে উপস্থিত হইল। আমি এক অর্গল গ্রহণ পূর্ব্বক উহাদিগকে বিনাশ করিলাম। পরে হতাবশিষ্ট কএকটী রাক্ষস দ্রুতপদে গিয়া রাবণকে এই ব্যাপার নিবেদন করিল। ইত্যবসরে আমি চৈত্যপ্রসাদ চূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম এবং এক স্তম্ভ উৎপাটন পূর্ব্বক তত্রত্য রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া রোষভরে ঐ রমণীয় প্রাসাদ চূর্ণ করিলাম।

অনন্তর রাবণ প্রহস্তের পুত্র মহাবীর জম্বুমালিকে যুদ্ধার্থ নিয়োগ করিল। জম্বুমালি বহুসংখ্য ভীষণ রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া উপস্থিত হইল। আমি অর্গল দ্বারা ঐ বীরকে সবলে বিনষ্ট করিলাম। পরে রাবণ পদাতিসৈন্যের সহিত মন্ত্রিপুত্রগণকে প্রেরণ করিল। আমিও ঐ অর্গল দ্বারা তাহাদিগকে বিনাশ করিলাম। পরে রাবণ সসৈন্যে চারিজন

সেনাপতিকে প্রেরণ করিল। আমিও অচিরাৎ সকলকে নির্ম্মূল করিলাম। পরে রাবণ বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত কুমার অক্ষকে প্রেরণ করিল। অক্ষ মন্দোদরীর পুত্র, অত্যন্ত রণদক্ষ, সে যখন বিক্রম প্রদর্শনার্থ নভোমণ্ডলে উত্থিত হয় তৎকালে আমি তাহার পদদ্বয় গ্রহণ করি এবং তাহাকে বারংবার বিঘূর্ণিত করিয়া নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলি। পরে রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রজিৎ নামে আর একটী পুত্রকে প্রেরণ করে। ঐ বীর অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয়, আমি উহাকে সৈন্যগণের সহিত হীনবল করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। রাবণ বড় বিশ্বাসে ইন্দ্রজিৎকে নিয়োগ করে কিন্তু সে সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া আমার বলবীর্য্য অসহ্য বোধ করিল এবং মহাবেগে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা আমাকে বন্ধন করিয়া ফেলিল। অনন্তর রাক্ষসেরা রজ্জু দ্বারা আমাকে সংযত করিয়া রাবণের নিকট লইয়া যায়। তথায় ঐ দুরাত্মার সহিত আমার বাক্যালাপ হয়। আমি কি জন্য লঙ্কায় আগমন করিয়াছি এবং কেনই বা রাক্ষসগণকে বধ করিলাম সে এই কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল। তখন আমি কহিলাম, কেবল জানকীর জন্যই আমার এইরূপ অনুষ্ঠান; আমি তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া লঙ্কায় আসিয়াছি, আমার নাম হনুমান, আমি বায়ুর ঔরস পুত্র, এবং কপিরাজ সুগ্রীবের মন্ত্রী; আমি রামের দৌত্য স্বীকার করিয়া তোমার নিকট উপস্থিত

হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। কপি-রাজ সুগ্রীব তোমারে কুশল জিজ্ঞাসিয়াছেন এবং তিনিই তোমার নিকট এই ধর্ম্মার্থসঙ্গত বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছেন। ঐ মহাবীর যখন বৃক্ষবহুল ঋষ্যমূকে ছিলেন তখন রামের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। রাম তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ কহেন, কপিরাজ! "এক নিশাচর আমার ভার্য্যা জানকীরে অপহরণ করিয়াছে, এক্ষণে জানকীর উদ্ধার আবশ্যক, তুমি এই বিষয়ে প্রতিজ্ঞা কর।" পরে মহাবীর রাম অগ্নিসাক্ষী করিয়া সুগ্রীবের সহিত সখ্যতা বন্ধন করেন। পূর্ব্বে বালি বলপূর্ব্বক কপিরাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, রাম তাঁহাকে একমাত্র শরে সমরশায়ী করিয়া সুগ্রীবকে ঐ রাজ্য প্রদান করেন। রাক্ষসরাজ! এক্ষণে সর্ব্বপ্রকারে সেই রামের সাহায্য করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। তিনি তোমার নিকট দূতস্বরূপ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি শীঘ্র জানকীরে আনয়ন এবং রামের জন্য তাঁহাকে অর্পণ কর, নচেৎ বানরগণ অচিরাৎ তোমার সৈন্য ছিন্নভিন্ন করিবে। যাহারা দেবগণের নিকটও নিমন্ত্রিত হইয়া যায় সেই সকল বানরের প্রভাব জগতে আজিও কেহ জানিতে পারে নাই।

বানরগণ! অনন্তর ঐ দুরাত্মা রাবণ ক্রোধপ্রদীপ্ত নেত্রে

আমাকে নিরীক্ষণ করিল এবং আমার প্রভাব সবিশেষ না জানিয়াই আমার প্রাণদণ্ডের অনুমতি দিল। মহামতি বিভীষণ রাবণের ভ্রাতা, তিনি আমার জন্য উঁহাকে নানারূপ অনুনয় পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি ইহার প্রাণবধের সঙ্কল্প করিবেন না। আপনি যে পথ আশ্রয় করিয়াছেন ইহা রাজনীতির বহির্ভূত। দূতবধ কোন রাজশাস্ত্রেই দৃষ্ট হয় না। প্রভুর বাক্য যথাবৎ বহন করা দূতের কার্য্য, যদি তাহার কোনরূপ অপরাধ থাকে তাহা হইলে তাহার অঙ্গের বৈরূপ্য সম্পাদন করাই আবশ্যক, বধদণ্ড শাস্ত্রসঙ্গত নহে।

তখন রাক্ষসরাজ রাবণ নিশাচরগণকে আমার পুচ্ছ দগ্ধ করিবার অনুজ্ঞা দিল। নিশাচরেরা তাহার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র শণ ও কার্পাস বস্ত্র দ্বারা আমার পুচ্ছ বেষ্টন করিল এবং তাহাতে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক কাষ্ঠবৎ মুষ্টি দ্বারা আমাকে প্রহার করিতে লাগিল। তৎকালে আমি যদিও পাশবদ্ধ ছিলাম, কিন্তু দিবালোকে নগরী দর্শন করিবার জন্য কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব করিলাম না। আমার পুচ্ছে অগ্নি প্রবল বেগে প্রদীপ্ত হইতেছে, করচরণ পাশবদ্ধ, নিশাচরগণ রাজপথে আমার অপরাধ ঘোষণা করিতে লাগিল।

এইরূপে আমি ক্রমশঃ পুরদ্বারের সন্নিহিত হইলাম, এবং তৎক্ষণাৎ দেহসঙ্কোচ করিয়া আপনার বন্ধন মোচন করিলাম।

পরে পূর্ব্বরূপ ধারণ ও লৌহময় অর্গল গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ সকল রাক্ষসকে বিনাশ করিলাম। আমার পুচ্ছে অগ্নি, স্বয়ং সংহারোদ্যত প্রলয়বহ্নির ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছি। ইত্যবসরে আমি মহাবেগে পুরদ্বার লঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রদীপ্ত লাঙ্গুল দ্বারা লঙ্কা দগ্ধ করিলাম। ভাবিলাম, আমি ত প্রাচীর ও অট্টালিকাদির সহিত সমস্ত পুরী ভস্মসাৎ করিলাম, বোধ হয় এক্ষণে ইহার সঙ্গে জানকীও বিনষ্ট হইয়াছেন। হা! আমারই বুদ্ধিদোষে রামের এইরূপ কার্য্যক্ষতি হইল।

বানরগণ! আমি অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পুনঃ পুনঃ এই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে অন্তরীক্ষ হইতে চারণগণ এইরূপ কহিলেন, দেখ, লঙ্কা ছারখার হইয়াছে কিন্তু জানকী দগ্ধ হন নাই। আমি এই বিস্ময়কর বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র যার পর নাই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলাম এবং তৎকালে অন্যান্য সুলক্ষণ দৃষ্টে আমার মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাসও জন্মিল। মনে করিলাম, আমার পুচ্ছে অগ্নি প্রদীপ্ত হইতেছে, কিন্তু আমি ত দগ্ধ হইতেছি না। আমার অন্তরে হর্ষ সঞ্চার হইতেছে, এবং বায়ু ও সৌরভ-ভার বহন করিতেছে, আমি এই সমস্ত শুভ লক্ষণ, রাম ও জানকীর প্রভাব এবং ঋষিবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হইলাম।

অনন্তর আমি জানকীর নিকট পুনর্ব্বার গমন করিলাম

এবং তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক বিদায় লইয়া, সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার জন্য অরিষ্ট পর্ব্বতে উত্থিত হইলাম। বানরগণ! আমি তোমাদিগকে বহুদিন দেখি নাই, তজ্জন্য আমার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হইল, আমি আকাশপথ আশ্রয় পূর্ব্বক অবিলম্বেই আগমন করিলাম। আমি রামের কৃপা ও তোমাদের তেজে কপিরাজ সুগ্রীবের কার্য্যসিদ্ধির জন্য এই সমস্তই অনুষ্ঠান করিয়াছি। এক্ষণে আমা দ্বারা যাহা হয় নাই তোমরা তাহাই সাধন কর।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

হনুমান এইরূপে স্বীয় কার্য্যবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, বানরগণ! জানকীর চরিত্রদৃষ্টে বোধ হইয়াছে, রামের উদ্যোগ ও সুগ্রীবের উৎসাহ সমস্তই সফল, ইহাতে আমারও মন যার পর নাই প্রীত হইয়াছে। জানকীর চরিত্র আর্য্যা অরুন্ধতীরই অনুরূপ। তিনি তপোবলে বিশ্ব-রক্ষা করিতে পারেন এবং ক্রোধভরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভস্মীভূত করিতেও পারেন। রাবণের বিলক্ষণ পুণ্যবল, সে জানকীরে স্পর্শ করিয়াছিল, কেবল পুণ্যপ্রভাবেই বিনষ্ট হয় নাই। জানকী করস্পৃষ্টা হইলে রোষভরে যাহা করিবেন প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাও তাহা পারেন না। বীরগণ! তোমরা ধীমান ও মহাবীর এবং অস্ত্রনিপুণ ও জিগীষু, তোমাদের কথা স্বতন্ত্র, আমি একাকীই রাক্ষসগণের সহিত লঙ্কাপুরী ছারখার করিয়া দিব। যদিও ইন্দ্রজিতের ব্রাহ্ম, রৌদ্র, বায়ব্য ও বারুণ অস্ত্র অত্যন্ত প্রখরও দুর্নিবার তথাচ আমি স্ববীর্য্যে সমস্তই বিফল করিব। দেখ, তোমাদের আদেশ ছিল না তজ্জন্যই আমি বিক্রম প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হইয়াছিলাম। মহাসমুদ্র তীরভূমি উল্লঙ্ঘন

করিতে পারে, পর্ব্বতবর মন্দর বিকম্পিত হইতে পারে, কিন্তু শক্রসৈন্য বীর জাম্ববানকে কিছুতেই পরাস্ত করিতে পারে না। বালিতনয় কুমার অঙ্গদ একাকীই সর্ব্বপ্রধান রাক্ষসগণকে অবলীলাক্রমে বধ করিবেন। বীর প্লবগ ও নীলের প্রবল বেগে রাক্ষসগণের কথা দূরে থাক হিমাচলও চূর্ণ হইবে। সুরাসুর ও যক্ষ এবং গন্ধর্ব্ব, উরগ ও পক্ষীর মধ্যে মৈন্দ ও দ্বিবিদের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কে আছে? একমাত্র আমি লঙ্কা ভস্মসাৎ ও অনেক বীরকে নিপাত করিয়াছি। "রামের জয়, লক্ষ্মণের জয় এবং রামরক্ষিত সুগ্রীবের জয়; আমি মহারাজ রামের ভৃত্য, নাম পবনপুত্র হনূমান" আমি এইরূপে লঙ্কার রাজ-পথে নাম ঘোষণা করিয়াছি। আমি সেই দুর্বৃত্ত রাবণের অশোক বনে শিংশপা বৃক্ষমূলে দেবী জানকীরে দেখিলাম। তাঁহার চতুর্দিকে বিকটদর্শনা রাক্ষসী, তিনি শোকসন্তাপে বিলক্ষণ ক্লিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার মূর্ত্তি মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রকলার ন্যায় মলিন, তিনি বলগর্ব্বিত রাবণকে অবমাননা করিতেছেন, রামের প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ; শচী যেমন সুররাজ ইন্দ্রের প্রতি সেইরূপ তিনি রামের প্রতি প্রীতিমতী হইয়া আছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ধূলিধূষর, পরিধান একমাত্র বস্ত্র, তিনি দীনমনে ধরাসনে উপবেশন করিয়া আছেন। প্রাণত্যাগেই তাঁহার সঙ্কল্প, তিনি হিমাগমে কমলিনীর ন্যায় বিবর্ণা হইয়াছেন।

বানরগণ! আমি অতিকষ্টে সেই জানকীর মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেই এবং তাঁহার সহিত বাক্যালাপ আরম্ভ করিয়া সমস্ত কথাই নিবেদন করি। তিনি সুগ্রীবের সহিত রামের মৈত্রীবন্ধনে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। তাঁহার স্বামিভক্তি উৎকৃষ্ট এবং আচারও প্রশংসনীয়। তিনি যে স্ব-প্রভাবে রাবণকে বিনাশ করিতেছেন না, ইহা রাবণের পরম সৌভাগ্য। বলিতে কি, এক্ষণে রাক্ষসবধে রাম কারণমাত্র হইবেন, বস্তুত জানকীই ইহাঁর মূল। হা! তিনি একেই ত ক্ষীণাঙ্গী, তাহাতে আবার ভর্তৃবিরহে প্রতিপদে পাঠশীল ছাত্রের বিদ্যার ন্যায় আরও ক্ষীণ হইয়াছেন। বানরগণ! এই আমি তোমাদের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যাহা ইতিকর্ত্তব্য তোমরাই তাহা অবধারণ কর।

ষষ্টিতম সর্গ।

তখন অঙ্গদ কহিলেন, দেখ, এই দুই অশ্বিতনয় অত্যন্ত মহাবলপরাক্রান্ত, পূর্ব্বে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা মহাত্মা অশ্বির সম্মান বর্দ্ধিত করিবার জন্য ইহাঁদিগকে সকলের অবধ্য করিয়াছেন। তদবধি ইহাঁরা বলগর্ব্বিত হইয়া সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়া থাকেন। একদা এই দুই মহাবীর সুরসৈন্য পরাজয় করিয়া অমৃত পান করিয়াছিলেন। বানরগণ! তোমরা আর কেন নিরর্থক চেষ্টা পাইবে, ইহাঁরাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হস্ত্যশ্ব সৈন্যের সহিত লঙ্কাপুরী উৎসন্ন করিবেন। অথবা ইহাঁরা থাকুন, আমি একাকীই রাবণের বধ সাধন করিব। তোমরা অস্ত্রনিপুণ ও জিগীষু, আমি তোমাদের সাহায্য পাইলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব। আমি শুনিলাম, হনুমান দেবী জানকীরে দেখিয়াছেন, কিন্তু জানি না, ইনি তাঁহাকে কি জন্য আনয়ন করেন নাই। তোমরা বীরপুরুষ, এক্ষণে রামের নিকট গিয়া এই অপ্রীতিকর কথা কিরূপে কহিবে? বীরত্ব প্রদর্শনে দেবদানবগণের মধ্যেও তোমাদের সদৃশ কেহ নাই। এক্ষণে চল, আমরা রাবণবধ ও লঙ্কাজয় করিয়া, হৃষ্টমনে জানকীরে লইয়া

আসি। মহাবীর হনুমান ত রাক্ষসগণকে প্রায় নিঃশেষ করিয়াছেন, সুতরাং জানকীর উদ্ধার ব্যতীত আমাদের আর কি করিবার আছে। যে সকল বানর দিক্‌দিগন্ত হইতে কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদিগকে কষ্ট দিবার প্রয়োজন কি? চল আমরাই অবশিষ্ট রাক্ষসের বধসাধন পূর্ব্বক রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করি।

তখন মহাবীর জাম্ববান প্রীতমনে কহিলেন, কুমার! তুমি যেরূপ কহিতেছ ইহা সুসঙ্গত বোধ হইল না। দেখ, কপিরাজ সুগ্রীব ও মহাত্মা রাম জানকীর উদ্দেশ লইবার জন্যই আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন, তাঁহাকে উদ্ধার করা আবশ্যক এরূপ ত কিছু বলিয়া দেন নাই। এক্ষণে যদিও আমরা কষ্টেসৃষ্টে রাক্ষসগণকে পরাজয় করিতে পারি, কিন্তু হয় ত ইহা তাঁহাদিগের তাদৃশ প্রীতিকর হইবে না। রাজাধিরাজ রাম স্বয়ংই সর্ব্বসমক্ষে স্বীয় বীরবংশের উল্লেখ করিয়া জানকীর উদ্ধার অঙ্গীকার করিয়াছেন, সুতরাং তদ্বিষয়ের ব্যাঘাত করা তোমার শ্রেয় হইতেছে না। তুমি যেরূপ ইচ্ছা করিতেছ তদ্দ্বারা সমস্ত কার্য্যই বিফল হইবে এবং রামেরও কোনরূপ প্রীতিলাভ হইবে না। এক্ষণে চল, যথায় রাম ও লক্ষ্মণ অবস্থান করিতেছেন, আমরা সেই স্থানে গমন করি এবং তাঁহাদিগের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্তই কহি।

একষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর বানরগণ মহাবীর জাম্ববানের এই বাক্যে সম্মত হইল এবং প্রীতমনে মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কিষ্কিন্ধ্যার দিকে যাত্রা করিল। উহারা মহাবল ও মহাকায়, তৎকালে মত্ত মাতঙ্গবৎ সকলে গগনতল আবৃত করিয়া যাইতে লাগিল। মহাবীর হনুমান সুধীর ও মহাবেগ, বানরগণ গমনপথে যেন তাঁহাকে চক্ষে চক্ষে বহন করিয়া চলিল। সকলেই রামের কার্য্যসাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছে এবং সকলেরই মনে তজ্জনিত যশঃস্পৃহা বলবতী হইতেছে। উহারা জানকীর সংবাদলাভে হৃষ্ট হইয়া রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধকামনা করিতে লাগিল।

অনন্তর ঐ সমস্ত বানর গগনপথ আশ্রয় পূর্ব্বক কপিরাজ সুগ্রীবের সুরম্য মধুবনে উপস্থিত হইল। উহা বৃক্ষপূর্ণ এবং সুরকানন নন্দনতুল্য; সুগ্রীবের মাতুল কপিপ্রধান দধিমুখ ঐ বন নিরন্তর রক্ষা করিতেছেন। উহা অত্যন্ত দুর্গম, বানরেরা তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক একান্ত উদ্দাম হইয়া উঠিল এবং রাজকুমার অঙ্গদের সন্নিধানে মধুপানের প্রার্থনা করিল। তখন অঙ্গদ জাম্ববান প্রভৃতি বৃদ্ধগণের অনুমতিক্রমে তৎক্ষণাৎ

তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন। বানরেরাও ভ্রমরসঙ্কুল বৃক্ষে উত্থিত হইল এবং হৃষ্টমনে মধুবনের সুগন্ধী ফলমূল সমস্ত ভক্ষণ করিতে লাগিল।

অনন্তর বানরেরা মধুপানে একান্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিল এবং কেহ পুলকিত মনে নৃত্য, কেহ গান, কেহ হাস্য, কেহ পাঠ এবং কেহ বা প্রণাম করিতে লাগিল। কেহ বিচরণ ও কেহ বা লম্ফপ্রদানে প্রবৃত্ত হইল। কেহ নিরবচ্ছিন্ন প্রলাপ ও কেহ বা অন্যের সহিত কলহ করিতে লাগিল। কেহ বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে, কেহ বৃক্ষাগ্র হইতে ভূপৃষ্ঠে, ও কেহ বা ভূপৃষ্ঠ হইতে বৃক্ষাগ্রে মহাবেগে গিয়া পড়িল। কোন বানর সঙ্গীত আলাপ করিতেছিল, আর এক জন অট্টহাস্যে তাহার সন্নিহিত হইল। কোন বানর অজস্র রোদন করিতেছিল, আর এক জন অশ্রুপাত পূর্ব্বক তাহার নিকটস্থ হইল। কোন বানর নখাঘাত করিতেছিল, আর এক জন তাহাকে প্রতিপ্রহার আরম্ভ করিল। এইরূপে ঐ বানরসৈন্য যার পর নাই উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

তখন বনরক্ষক দধিমুখ বানরগণকে বৃক্ষের ফলমূল ভক্ষণ ও পত্রপুষ্প ছিন্নভিন্ন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে নিবারণ করিলেন। কিন্তু বানরেরা উহার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া উহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। তখন দধিমুখ উহাদের

উপদ্রব শান্তির জন্য অধিকতর উদ্যোগী হইলেন। তিনি কাহাকে নির্ভয় দেখিয়া তিরস্কার করিলেন, দুর্ব্বলকে চপেটাঘাত করিলেন, কাহারও সহিত ঘোরতর বাক্‌বিতণ্ডা করিতে লাগিলেন এবং কাহাকেও বা শান্ত বাক্যে ক্ষান্ত করিবার চেষ্টা পাইলেন। বানরগণ একান্ত মদবিহ্বল হইয়াছে, তখন দধিমুখ উপায়ান্তর না দেখিয়া বলপূর্ব্বক উহাদিগের বেগশান্তির ইচ্ছা করিলেন। তৎকালে বানরগণের আর কিছুমাত্র রাজদণ্ডের ভয় নাই, উহারাও মহাবেগে দধিমুখকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কেহ তাঁহারে নখরে ক্ষতবিক্ষত করিল, কেহ তীক্ষ্ণ দন্তে দংশন করিল, কেহ চপেটাঘাত এবং কেহ বা পাদপ্রহার করিতে লাগিল। এইরূপে বানরেরা দধিমুখকে চারিদিক হইতে মৃতকল্প করিয়া ফেলিল।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

তখন মহাবীর হনূমান বানরগণকে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, আমি তোমাদিগের শত্রু নিবারণ করিতেছি, তোমরা স্থির হইয়া মধুপান কর। তখন কপিপ্রবীর অঙ্গদ হনূমানের এইরূপ বাক্যে প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, এই মহাবীর কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এক্ষণে ইনি যেরূপ কহি-লেন তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে, যদি কোন অকার্য্যও হয় আমরা অবশ্যই তাহা করিব। বানরগণ! তোমরা স্থির হইয়া মধুপান কর।

অনন্তর বানরেরা হৃষ্টমনে কুমার অঙ্গদকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল এবং নদীপ্রবাহ যেমন বনমধ্যে প্রবেশ করে সেইরূপ মহাবেগে মধুবনে প্রবেশ করিল। হনূমানের কার্য্যসিদ্ধি এবং মধুপানের অনুজ্ঞালাভ এই দুই কারণে উহারা ভয়শূন্য হইল এবং বলপূর্ব্বক রক্ষকগণকে বন্ধন করিয়া বৃক্ষের সুস্বাদু ফলগ্রহণ ও মধুপান আরম্ভ করিল। তদ্দৃষ্টে বহুসংখ্য বনরক্ষক উপস্থিত হইয়া উহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিল। বানরেরাও তাহাদিগকে নির্ভয়ে প্রহার করিতে

প্রবৃত্ত হইল। কেহ স্বহস্তে দ্রোণপরিমিত মধু লইল, কেহ হৃষ্টমনে পান করিতে লাগিল, কেহ পানাবশেষ দূরে নিক্ষেপ করিল, কেহ উচ্ছিষ্ট মধু দ্বারা অন্যকে প্রহার করিল। কেহ শাখা গ্রহণ পূর্ব্বক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইল এবং কেহ বা অবসাদ হেতু পর্ণশয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিল। সকলেই অতিমাত্র উন্মত্ত, উহাদের বেগ বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইয়াছে, কেহ মহাবেগে কাহাকে নিক্ষেপ করিল, কাহারও বা পদস্খলন হইতে লাগিল। কেহ প্রমোদভরে বিহঙ্গস্বরে কূজন আরম্ভ করিল, কেহ ধরাশায়ী হইল, কেহ অত্যন্ত প্রগল্‌ভ, কেহ অট্টহাস্যে হাসিতে লাগিল, কেহ রোদনে প্রবৃত্ত হইল, কেহ স্বকার্য্য গোপন করিয়া অন্যপ্রকার কহিল এবং কেহ বা সেই কথার বিপরীত অর্থ লইল।

ইত্যবসরে বনরক্ষক দধিমুখের ভৃত্যেরা ভীমরূপ বানরগণের প্রহারবেগে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। বানরেরাও এক একটীকে গ্রহণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন ভৃত্যগণ উদ্বিগ্ন মনে দধিমুখকে গিয়া কহিল, দেখ, বানরেরা হনূমানের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া, বলপূর্ব্বক মধুবন নষ্ট করিয়াছে এবং আমাদিগের জানু ধারণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতেছে।

তখন দধিমুখ বানরগণের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইল এবং উহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া

কহিল, দেখ, বানরগণ অত্যন্ত বল গর্ব্বিত হইয়াছে, চল আমরা গিয়া বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিবারণ করি।

অনন্তর ভৃত্যেরা পুনর্ব্বার মধুবনে চলিল। দধিমুখ উহাদিগের মধ্যস্থলে, তিনি এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইলেন। ভৃত্যেরাও বৃক্ষশিলা উদ্যত করিয়া ক্রোধভরে চলিল এবং মুহুর্মুহু ওষ্ঠপুট দংশন ও গর্জ্জন করিতে লাগিল।

তখন মহাবীর অঙ্গদ দধিমুখকে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে ভুজপঞ্জরে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে স্বমত-বিরুদ্ধ ব্যবহারে প্রবৃত্ত জানিয়া, মহাবেগে ভূতলে নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিলেন। দধিমুখের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চূর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি শোণিতাক্ত কলেবরে মুহূর্ত্তকাল বিহ্বল হইয়া রহিলেন। পরে ঐ বীর বানরগণের হস্তে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ পূর্ব্বক বিরলে আসিয়া ভৃত্যদিগকে কহিলেন, দেখ, যথায় কপিরাজ সুগ্রীব, রাম ও লক্ষ্মণের সহিত অবস্থান করিতেছেন, চল, আমরা সেই স্থানেই যাই। আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, অঙ্গদের সমস্ত দোষের কথা উল্লেখ করি। তিনি অতি কোপনস্বভাব, আমার মুখে এই সমস্ত শুনিলে নিশ্চয়ই বানরগণকে বিনাশ করিবেন। এই মধুবন তাঁহার পৈতৃক, ইহা নিতান্ত দুষ্প্রবেশ, তিনি ইহার এইরূপ দুরবস্থার কথা জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই এই সমস্ত মধুলোলুপ অল্পায়ু বানরকে দণ্ডাঘাতে চূর্ণ করিবেন।

ইহারা রাজাজ্ঞার বিরোধী. বলিতে কি, ইহাদিগকে বন্ধন করিলে আমার অসহিষ্ণুতাজনিত রোষ নিশ্চয়ই সফল হইবে।

মহাবল দধিমুখ ভৃত্যগণকে এইরূপ কহিয়া উহাদিগেরই সহিত কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট চলিলেন এবং অবিলম্বে আকাশপথ আশ্রয় পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইয়া, রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সুগ্রীবকে দর্শন করিলেন। তাঁহার মুখ বিষাদে ম্লান, তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে সুগ্রীবের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর সুগ্রীব দধিমুখকে পাদতলে নিপতিত দেখিয়া উদ্বিগ্ন মনে কহিলেন, দধিমুখ! উঠ উঠ, কি জন্য এইরূপে পদতলে পড়িলে? আমি তোমায় অভয় দান করিতেছি, সত্য বল, তুমি কি কারণে ভীত হইয়াছ? মধুবনের কুশল ত?

তখন দধিমুখ সুগ্রীবের এইরূপ প্রীতিকর বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! বালি ও তুমি তোমরা উভয়েই বানরগণের অধিপতি; তোমরা কখন বানরদিগকে মধুবন ইচ্ছানুরূপ উপভোগ করিতে দেও নাই, কিন্তু আজ অঙ্গদ প্রভৃতি বীরগণ ঐ বন এককালে ভগ্ন করিয়াছে। আমি এই সমস্ত রক্ষকের সহিত উপস্থিত হইয়া, উহাদিগকে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিলাম, কিন্তু উহারা আমাকেও লক্ষ্য না করিয়া হৃষ্টমনে পানভোজন করিতেছে এবং নিবারণ করিলে আমাদিগকে ভ্রুকুটী প্রদর্শন করিয়া থাকে। উহারা কাহাকে ক্রোধভরে যথোচিত অবমাননা করিয়াছে; কাহাকে চপেটাঘাত, কাহাকে পদাঘাত এবং কাহাকেও বা মহাবেগে ঊর্দ্ধে

নিক্ষেপ করিয়াছে। রাজন্! তুমি বানরগণের প্রভু, তুমি বিদ্যমানে ইহাদের এইরূপ দুর্দ্দশা হইল!

তখন লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসিলেন, কপিরাজ! এই বন-রক্ষক কি জন্য আসিয়াছেন? এবং কি জন্যই বা এইরূপ দুঃখিত হইয়াছেন?

তখন সুগ্রীব কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণ মধুবনের মধুপান করিয়াছে, বীর দধিমুখ আসিয়া আমাকে এই কথাই জ্ঞাপন করিতেছেন। এক্ষণে বোধ হয়, আমি যে সমস্ত বীরকে দক্ষিণ দিকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন, নচেৎ এইরূপ ব্যতিক্রমে তাঁহাদের কদাচই সাহস হইত না। যখন তাঁহারা মধুবনে উপস্থিত তখন বোধ হইতেছে কার্য্যসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে নাই। এই সমস্ত বনরক্ষক তাঁহাদের উপদ্রব শান্তির চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইহাদিগকে প্রহার করিয়াছেন। বীর দধিমুখ মধুবনের প্রধান রক্ষক, আমরাই ইহাঁকে তথায় নিয়োগ করিয়াছি, কিন্তু ঐ বীরগণ ইহাঁকেও লক্ষ্য করে নাই। এক্ষণে অপর কেহ নয়, একমাত্র হনুমানই দেবী জানকীর দর্শন পাইয়াছেন। আমি সেই মহাবীর ব্যতীত এই বিষয়ে আর কাহা-কেই সম্ভাবনা করি না। বুদ্ধি ও কার্য্যসিদ্ধি তাঁহারই আয়ত্ত; সাহস, বলবীর্য্য ও শাস্ত্রবোধ তাঁহারই আছে। দেখ, জাম্ব-

বান, হনূমান ও অঙ্গদ যে কার্য্যের নেতা তাহার কদাচই অন্যথা হইবে না। এক্ষণে সেই সমস্ত বীর নিয়োগ পালন পূর্ব্বক মধুবনে প্রবেশ করিয়াছেন। এই বনরক্ষকেরা তাঁহাদের উপদ্রব শান্তির জন্য চেষ্টা পাইয়াছিল ইহারা অপমানিত হইয়াছে, এই মধুরবাদী দধিমুখ আমাকে এই কথা জ্ঞাপন করিবার জন্যই উপস্থিত হইয়াছেন। বীর! বানরেরা যখন পানপ্রমোদে উন্মত্ত, তখন নিশ্চয় জানকীর উদ্দেশ লাভ হইয়াছে। দেখ, আমরা দেবগণের প্রীতি-দানস্বরূপ ঐ বন প্রাপ্ত হইয়াছি, বানরেরা অকৃতকার্য্য হইলে কখন তন্মধ্যে উপদ্রব করিত না।

তখন রাম ও লক্ষ্মণ সুগ্রীবের এই শ্রুতিসুখকর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক যার পর নাই পরিতুষ্ট হইলেন। অনন্তর সুগ্রীবও হৃষ্টমনে বনরক্ষক দধিমুখকে কহিলেন, মাতুল! বানরগণ কার্য্যসিদ্ধি করিয়া যে, মধুবনের ফলমূল ভক্ষণ করিতেছে আমি তোমার নিকট এই কথা শুনিয়া অতিমাত্র প্রীত হইলাম। এক্ষণে তাহাদিগের উপদ্রব সহ্য করিয়া থাকা আবশ্যক, তুমি গিয়া পূর্ব্ববৎ মধুবনের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাক এবং হনূমান প্রভৃতি বানরগণকে শীঘ্র এই স্থানে পাঠাইয়া দেও। কিরূপে জানকীর উদ্দেশ লাভ হইল তাহা শুনিবার জন্য আমরা অত্যন্তই উৎসুক রহিলাম।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর বনরক্ষক দধিমুখ হৃষ্টমনে রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি সকলকে অভিবাদন করিয়া বানরগণের সহিত পুনর্ব্বার আকাশপথ আশ্রয় পূর্ব্বক মধুবনে অবতীর্ণ হইলেন। দেখিলেন, বানরগণ মদবেগ হইতে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়াছে, এবং মুত্রদ্বার দিয়া অনবরত মদরস পরিত্যাগ করিতেছে। তখন দধিমুখ কৃতাঞ্জলিপুটে অঙ্গদের সন্নিহিত হইলেন এবং একান্ত পুলকিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, কুমার! এই সমস্ত বনরক্ষক অজানতই তোমাদিগকে মধুপানে নিষেধ করিয়াছিল, এক্ষণে সকলকে ক্ষমা কর। তুমি যুবরাজ এবং এই মধুবনের অধিপতি, তুমি দূরপথ পর্য্যটনে পরিশ্রান্ত হইয়াছ, এক্ষণে স্বচ্ছন্দে মধুপান কর। আমি অগ্রে মূর্খতানিবন্ধন ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছিলাম, এক্ষণে ক্ষমা কর। তুমি ও সুগ্রীব উভয়েই ভূতপূর্ব্ব বালীর ন্যায় বানরগণের অধিপতি, এক্ষণে ক্ষমা কর। আমি সুগ্রীবের নিকট তোমাদের সমস্ত সংবাদ দিয়াছি; তিনি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং মধুবনের অত্যাচারের কথা কর্ণগোচর করিয়াও কিছুমাত্র রুষ্ট হন নাই। তিনি আমাকে কহিলেন, দধিমুখ! তুমি গিয়া শীঘ্র তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দেও।

তখন অঙ্গদ কহিলেন, বানরগণ! এই দধিমুখ আসিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সুগ্রীবের কথা নিবেদন করিতেছেন, ইহাতেই বোধ হয়, রাম আমাদিগের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন। এক্ষণে আমরা ত বিস্তর অকার্য্য করিলাম, সুতরাং এই স্থানে থাকা আর আমাদিগের উচিত হইতেছে না। চল, অতঃপর সকলে কপি-রাজ সুগ্রীবের নিকট গমন করি। আমি তোমাদের অধীন, তোমরা আমায় যেরূপ কহিবে, আমি অকুণ্ঠিত মনে তাহাই করিব। আমি যদিও যুবরাজ, তথাচ তোমাদিগকে আদেশ করিতে সাহসী নহি।

বানরগণ অঙ্গদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে কহিল, কুমার! প্রভু হইয়া কে এরূপ কহিতে পারে? অন্যে ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে নিজের প্রভুত্ব দর্শাইয়া থাকেন। কিন্তু তোমার কথা স্বতন্ত্র; তুমি যেরূপ কহিতেছ ইহা তোমার বিনীত ভাবের সমুচিত হইল, বলিতে কি, এইরূপ সন্নতিই তোমার ভাবী ভাগ্যো-ন্নতি সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিতেছে। এক্ষণে চল, আমরা কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট গমন করি। সত্যই কহিতেছি, আমরা তোমার আজ্ঞা ব্যতীত কুত্রাপি এক পদও যাইতে সাহসী নহি।

অনন্তর বানরগণ গগনতল আবৃত করিয়া কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট চলিল। সর্ব্বাগ্রে যুবরাজ অঙ্গদ ও হনুমান। উহারা যন্ত্রোৎক্ষিপ্ত উৎপলবৎ মহাবেগে চলিল এবং

বাতাহত ঘনঘটার ন্যায় ঘোর ও গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে কপিরাজ সুগ্রীব রামকে প্রবোধ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, সখে! আশ্বস্ত হও, বানরগণ অবশ্যই জানকীর উদ্দেশ লাভ করিয়াছে, নচেৎ এইরূপ কালবিলম্বে কেহই এস্থানে আসিত না। আমি অঙ্গদের হর্ষ দেখিয়া সুস্পষ্টই বুঝিতেছি, কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটিলে ইনি কখন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। অন্যান্য বানরেরা কৃতকার্য্য না হইলেও স্বভাবদোষে চাপল্য প্রদর্শন করিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে অঙ্গদ নিশ্চয়ই ভগ্নমনে ও দীনবদনে আসিতেন। মধুবন আমাদিগের পৈতৃক, কার্য্যসিদ্ধি না হইলে অঙ্গদ কদাচ তথায় প্রবেশ করিতেন না। রাম! তুমি আশ্বস্ত হও, অপর কেহ নয়, একমাত্র হনুমানই জানকীর দর্শন পাইয়াছেন। আমি সেই মহাবীর ব্যতীত এই বিষয়ে আর কাহাকেই সম্ভাবনা করি না। বুদ্ধি ও কার্য্যসিদ্ধি তাঁহারই আয়ত্ত; বল উৎসাহ ও শাস্ত্রবোধ তাঁহারই আছে। হনুমান, জাম্ববান ও অঙ্গদ যে কার্য্যের নেতা তাহার কদাচই অন্যথা হইবে না। সখে! এক্ষণে চিন্তা নাই, বনভঙ্গ ও মধুপানেই অনুমান করিতেছি, বানরগণ কৃতকার্য্য হইয়াছে।

সিদ্ধিলাভগর্ব্বিত বানরগণের কিলকিলা রব ক্রমশঃ নিকটে শ্রুত হইতে লাগিল। তখন কপিরাজ সুগ্রীবও হৃষ্টমনে

লাঙ্গূল প্রসারিত করিয়া দিলেন। অনন্তর বানরগণ ক্রমান্বয়ে রামদর্শনার্থী হইয়া আগমন করিল এবং সুগ্রীব ও রামকে প্রণাম করিতে লাগিল। তখন মহাবীর হনুমান রামের সন্নিহিত হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, বীর! আমি দেবী জানকীরে দেখিয়াছি। তিনি কুশলে আছেন এবং স্বীয় পাতিব্রত্য রক্ষা করিতেছেন।

তখন রাম ও লক্ষ্মণ হনুমানের নিকট এই অমৃততুল্য সংবাদ পাইবামাত্র যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ কপিরাজ সুগ্রীবকে প্রীতমনে সবহুমানে নিরীক্ষণ করিলেন এবং রামও প্রীত হইয়া সাদরে হনুমানের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর সকলে কাননশোভিত প্রস্রবণ শৈলে গমন করিলেন। তথায় বানরগণ রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে অভিবাদন পূর্ব্বক জানকীর বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কহিতে লাগিল। রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে জানকীর নিরোধ, রাক্ষসীগণকৃত ভৎর্সনা, তদীয় স্বামিভক্তি এবং রাবণনির্দ্দিষ্ট জীবিত কাল, ক্রমান্বয়ে এই সমস্ত কথা কহিতে লাগিল।

তখন রাম জানকীর সর্ব্বাঙ্গীন কুশল শ্রবণে প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বানরগণ! এক্ষণে দেবী কোথায় আছেন এবং আমার প্রতি তাঁহার কিরূপ অনুরাগ?

তখন বানরেরা জানকীর বৃত্তান্ত বর্ণনে হনুমানকে অনুরোধ করিল। হনুমান উদ্দেশে জানকীরে প্রণাম করিয়া রামের হস্তে অভিজ্ঞানস্বরূপ প্রদীপ্ত স্বর্ণমণি প্রদান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, দেব! আমি সীতার অনুসন্ধানার্থ শত যোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করি। উহার দক্ষিণ তীরে দুরাত্মা রাবণের লঙ্কাপুরী। আমি তথায় দেবী জানকীরে দর্শন করিয়াছি। তিনি রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে নিরুদ্ধ, রাক্ষসী-

গণ নিরন্তর তাঁহার প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। তিনি তোমার অনুরাগেই প্রাণধারণ করিয়া আছেন। বিকটাকার রাক্ষসীরা তাঁহার রক্ষক। তিনি তোমার বিরহে অতিশয় কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠে একমাত্র বেণী লম্বিত। তিনি দীনমনে নিরন্তর ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। তাঁহার শয্যা ধরাতল, বর্ণ হিমাগমে কমলিনীর ন্যায় মলিন। তিনি রাবণের প্রতি বিদ্বেষ বশত প্রাণত্যাগের সংকল্প করিয়াছেন। দেব! আমি ইক্ষ্বাকু রাজকুলের খ্যাতি কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করি এবং তাঁহার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়া স্ববক্তব্য জ্ঞাপন করি। তিনি সুগ্রীবের সহিত সখ্যতার কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তোমার প্রতিই নিয়ত তাঁহার ভক্তি এবং তোমার উদ্দেশেই তাঁহার সমস্ত কার্য্য। রাম! আমি সেই তপঃপরায়ণা সীতাকে এইরূপই দেখিলাম। চিত্রকূটে তোমারই সমক্ষে একটী কাক তাঁহার উপর যেরূপ অত্যাচার করে তিনি অভিজ্ঞানস্বরূপ আনুপূর্ব্বিক সেই কথা কহিয়াছেন এবং আমি লঙ্কাপুরীতে স্বচক্ষে যাহা কিছু দেখিলাম তিনি তৎসমুদায়ও কহিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমি যত্নপূর্ব্বক এই চূড়ামণি আনয়ন করিলাম, তিনি কপিরাজ সুগ্রীবের সমক্ষে ইহা তোমাকে অর্পণ করিতে বলিয়াছেন। তুমি মনঃশিলা

দ্বারা তাঁহার যে তিলক রচনা করিয়া দেও, তিনি পুনঃ পুনঃ ইহা স্মরণ করিতে বলিয়াছেন। আরও কহিলেন, আমি আর এক মাসকাল জীবিত থাকিব, পরে রাক্ষসগণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিব। রাম! দেবী জানকী আমাকে এইরূপই কহিয়াছেন, এক্ষণে তুমি যেরূপে সমুদ্র পার হইতে পার তাহারই উপায় কর।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর রাম জানকীপ্রদত্ত ঐ মণি-রত্ন হৃদয়ে স্থাপন পূর্ব্বক মন্দ মন্দ রোদন করিতে লাগিলেন এবং বারংবার তাহা নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে কপিরাজ সুগ্রীবকে কহিলেন, সখে! বৎসলা ধেনু বৎসদর্শনে যেমন স্নিগ্ধ হয় এই চূড়ামণি দেখিয়া আমার হৃদয়ও সেইরূপ স্নিগ্ধ হইতেছে। বিদেহরাজ জনক আমার বিবাহকালে এই উৎকৃষ্ট মণিরত্ন জানকীরে অর্পণ করিয়াছিলেন; ইহা সলিলোত্থিত ও সুরগণপূজিত। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞকালে পরিতুষ্ট হইয়া ইহা ঐ রাজর্ষিকে প্রদান করেন। আজ এই মণিরত্ন দেখিয়া পিতা দশরথ ও রাজর্ষি জনককে আমার বারংবার স্মরণ হইতেছে। প্রেয়সী জানকী ইহা মস্তকে ধারণ করিতেন, আজ যেন বোধ হইতেছে আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাকেই পাইলাম। সৌম্য! তুমি পুনঃ পুনঃ বল, জানকী কি কহিলেন। জলসেক দ্বারা মূর্চ্ছিত ব্যক্তির যেমন চৈতন্য হইয়া থাকে তদ্রূপ তাঁহার কথায় আমার দেহে প্রাণ-

সঞ্চার হইবে। লক্ষ্মণ! আমি জানকী ব্যতীত এই মণিটি দেখিলাম ইহা অপেক্ষা আর আমার কি কষ্টকর আছে। এক্ষণে যদি কষ্টেসৃষ্টে আর একমাস অতীত হয় তবেই তিনি বহুকাল বাঁচিবেন। বীর! আমি সেই কৃষ্ণলোচনা জানকীর বিরহে ক্ষণমাত্রও তিষ্ঠিতে পারি না। এক্ষণে যে স্থানে তাঁহাকে দেখিয়াছ আমাকেও সেই প্রদেশে লইয়া চল। আমি তাঁহার উদ্দেশ পাইয়া কিছুতেই কাল-বিলম্ব করিতে পারি না। জানকী অত্যন্ত ভীরুস্বভাব, জানি না, তিনি কিরূপে সেই ভীষণ রাক্ষসগণের মধ্যে কাল-হরণ করিতেছেন। অন্ধকারমুক্ত শারদীয় চন্দ্র যেমন মেঘের আবরণে মলিন হইয়া যায় সেইরূপ তাঁহার মুখমণ্ডল এক্ষণে প্রভাশূন্য হইয়াছে। হনূমন্! জানকী কি কহিলেন তুমি আমাকে যথার্থ বল; রোগীর পক্ষে যেমন ঔষধ তাঁহার বাক্যও সেইরূপ আমার প্রাণধারণের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। বল সেই মধুরভাষিণী কি বলিলেন। বল, তিনি দুঃখের পর দুঃখ সহিয়া কিরূপে জীবিত আছেন।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

তখন হনূমান কহিতে লাগিলেন, রাম! চিত্রকূট পর্ব্বতে বায়সসংক্রান্ত যে ঘটনা হয়, জানকী অভিজ্ঞানস্বরূপ সেই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। একদা তিনি ঐ পর্ব্বতে তোমার সহিত সুখে নিদ্রিত ছিলেন এবং তুমি জাগরিত হইবার পূর্ব্বেই স্বয়ং গাত্রোত্থান করেন। ইত্যবসরে এক কাক আসিয়া সহসা তাঁহার স্তনতট ক্ষত বিক্ষত করিয়া দেয়। তৎকালে তুমি জানকীর ক্রোড়ে প্রসুপ্ত ছিলে, সুতরাং ঐ কাক নির্ভয়ে আবার আসিয়া তাঁহার স্তনযুগল অতিমাত্র ক্ষত বিক্ষত করে। তোমার সর্ব্বাঙ্গ শোণিতসিক্ত, জানকী যন্ত্রণায় তোমাকে জাগরিত করিলেন। তখন তুমি স্বচক্ষে তাঁহার ঐরূপ দুরবস্থা দেখিয়া ভুজঙ্গবৎ গর্জ্জন পূর্ব্বক কহিলে, বল, নখাগ্র দ্বারা কে তোমার স্তনতট ক্ষত বিক্ষত করিল? ক্রোধপ্রদীপ্ত পঞ্চমুখ সর্পের সহিত কাহারই বা ক্রীড়া করিবার ইচ্ছা হইল?

তুমি এই বলিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি প্রসারণ করিলে এবং সহসা ঐ বায়সকে রক্তাক্ত নখে সীতার সম্মুখে দেখিতে পাইলে।

সে ইন্দ্রের পুত্র, গতিবেগে বায়ুর তুল্য। সে ভুবিবরে বাস করিতেছিল। তুমি উহাকে দেখিবামাত্র ক্রোধে নেত্রযুগল আবর্ত্তিত করিয়া, উহার বিনাশে কৃতসংকল্প হইলে এবং দর্ভাস্তরণ হইতে একটী দর্ভ গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্রমন্ত্রে যোজনা করিলে। দর্ভ মন্ত্রপূত হইবামাত্র প্রলয়বহ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল এবং তুমিও তৎক্ষণাৎ উহা কাকের প্রতি নিক্ষেপ করিলে। কাক আকাশে উড্ডীন হইল, দর্ভও উহার অনু-সরণ করিতে লাগিল। কাক পরিত্রাণ পাইবার জন্য ত্রিলোক পর্য্যটন করিল, কিন্তু দেবতারাও তোমার ভয়ে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। পরিশেষে সে তোমার শরণাপন্ন হইল। তুমি উহাকে ভূতলে নিপতিত দেখিয়া একান্ত কৃপাবিষ্ট হইলে এবং দণ্ডার্হ হইলেও রক্ষা করিলে। কিন্তু তোমার ব্রহ্মাস্ত্র অমোঘ, তাহা কদাচ ব্যর্থ হইবার নয়, এই কারণে তুমি তদ্দ্বারা কেবল ঐ কাকের দক্ষিণ চক্ষু নষ্ট করিলে। পরে কাক রাজা দশরথ ও তোমাকে নমস্কার পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

বীর! জানকী আরও কহিলেন "জানি না তুমি কি জন্য রাক্ষসগণকে ক্ষমা করিতেছ। যুদ্ধে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে দেব দানব ও গন্ধর্ব্বের মধ্যেও এমন কেহ নাই। এক্ষণে আমার প্রতি যদি তোমার কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে তবে শীঘ্রই

সুশাণিত শরে দুর্বৃত্ত রাবণকে সংহার কর। বীর লক্ষ্মণই বা কি জন্য ভ্রাতৃনিদেশে আমায় উদ্ধার করিতেছেন না। ঐ দুই তেজস্বী রাজকুমারের বলবিক্রম সুরগণেরও দুর্নিবার, এক্ষণে তাঁহারা কি জন্য আমায় উপেক্ষা করিতেছেন। যখন তাঁহারা সাধ্যপক্ষেও উদাসীন হইয়া আছেন তখন বোধ হয় আমারই কোন দুরদৃষ্ট ঘটিয়া থাকিবে।”

রাম! আমি জানকীর এইরূপ দীনবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলাম, দেবি! আমি সত্য শপথে কহিতেছি, রাম তোমার বিরহ-দুঃখে সকল কার্য্যেই উদাসীন হইয়া আছেন এবং মহাবীর লক্ষ্মণও তাঁহার এইরূপ অবস্থান্তর দেখিয়া, অসুখে কালহরণ করিতেছেন। এক্ষণে আমি বহুক্লেশে তোমার অনুসন্ধান পাইলাম। অতঃপর তুমি আর হতাশ হইও না। বলিতে কি, তোমার এই দুঃখ শীঘ্রই দূর হইবে। রাম ও লক্ষ্মণ তোমায় দেখিবার জন্য উৎসাহিত হইয়া, অচিরাৎ লঙ্কা ভস্মসাৎ করিবেন। মহাবীর রাম দুরাচার রাবণকে সবংশে বিনাশ করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবেন। দেবি! এক্ষণে তাঁহার বোধগম্য হয় এইরূপ কোন প্রীতিকর অভিজ্ঞান থাকে তাহা তুমি আমাকে অর্পণ কর।

অনন্তর জানকী একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং এই উৎকৃষ্ট চূড়ামণি বস্ত্রাঞ্চল হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক আমার

হস্তে সমর্পণ করিলেন। আমি তোমার জন্য বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, এই মণি গ্রহণ ও তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রত্যাগমনে ইচ্ছুক হইলাম। তদ্দৃষ্টে জানকী অতিমাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে বাষ্পগদগদ বচনে পুনর্ব্বার আমাকে কহিলেন, দূত! তুমি যখন পদ্মপলাশলোচন রাম ও মহাবীর লক্ষ্মণকে দেখিতেছ তখন তোমার সুখ-সৌভাগ্যের আর সীমা নাই।

পরে আমি কহিলাম, দেবি! তুমি শীঘ্র আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর, আমি অদ্যই তোমাকে রাম ও লক্ষ্মণের নিকট লইয়া যাইব।

তখন জানকী কহিলেন, দূত! আমি স্বেচ্ছাক্রমে তোমার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিব না, ইহা অত্যন্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ। পূর্ব্বে যে আমায় রাক্ষসের গাত্র স্পর্শ করিতে হইয়াছিল, তাহা কেবল কালপ্রভাবে, তদ্বিষয়ে আমি কি করিব? দূত! তুমি এক্ষণে সেই দুই রাজকুমারের নিকট শীঘ্র প্রস্থান কর। তুমি তাঁহাদিগকে এবং অমাত্য সুগ্রীবকে কুশল জিজ্ঞাসা করিও। কহিও মহাবীর রাম এই দুঃখক্লেশ হইতে শীঘ্রই যেন আমাকে উদ্ধার করেন। দূত! অধিক আর কি, অতঃপর তুমি নির্ব্বিঘ্নে যাও।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

দেব! জানকী তোমার প্রতি স্নেহ এবং আমার প্রতি সৌহার্দ নিবন্ধন ব্যস্তসমস্ত হইয়া পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, দূত! মহাবীর রাম যুদ্ধে দুর্বৃত্ত রাক্ষসকে বধ করিয়া যেন শীঘ্র আমাকে উদ্ধার করেন। দেখ, তোমাকে দেখিলে এই মন্দভাগিনীর শোক ক্ষণকালের জন্যও উপশম হইতে পারে, এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে এই লঙ্কার কোন নিভৃত স্থানে অন্তত এক দিনের জন্যও অবস্থান কর, পরে গতক্লম হইয়া কল্য প্রস্থান করিও। আমি একদৃষ্টে তোমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিব বটে কিন্তু তদবধি জীবিত থাকি কি না সন্দেহ হইতেছে। আমি একে দুঃখের উপর দুঃখ সহিয়া আছি, অতঃপর তোমার অদর্শন আমায় আরও বিহ্বল করিবে। বীর! জানি না, বানর ও ভল্লুকগণ, কপিরাজ সুগ্রীব ও ঐ দুই রাজকুমার কি রূপে এই দুষ্পার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া আসিবেন। তুমি, গরুড় ও বায়ু এই তিন জন ব্যতীত এই সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারে এমন আর কাহাকেই দেখি না।

তুমি স্বয়ং বুদ্ধিমান, এক্ষণে বল ইহার কিরূপ উপায় অবধারণ করিতেছ? মানিলাম, তুমি একাকীই সকল কার্য্য সাধন করিতে পার এবং তোমার এইরূপ বলবীর্য্য অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু যদি রাম সসৈন্যে আসিয়া সমরে শত্রু বিনাশ করেন তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে সমুচিত কার্য্য করা হইবে। তিনি যদি এই লঙ্কাপুরী বানরসৈন্যে আচ্ছন্ন করিয়া আমাকে লইয়া যান তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে সমুচিত কার্য্য করা হইবে। দূত! এক্ষণে সেই মহাবীর যাহাতে অনুরূপ বিক্রম প্রকাশে উৎসাহী হন তুমি তাহাই করিও।

তখন আমি কহিলাম, দেবি! কপিরাজ সুগ্রীব মহাবীর, তিনি তোমার উদ্ধারসংকল্পে কৃতনিশ্চয় হইয়া আছেন। এক্ষণে তিনি স্বয়ং রাক্ষসগণকে সংহার করিবার জন্য অসংখ্য বানরসৈন্যের সহিত শীঘ্রই আগমন করিবেন। বানরগণ তাঁহারই আজ্ঞানুবর্ত্তী ভৃত্য, উহারা মহাবল ও মহাবীর্য্য, উহাদিগের গতি কোন দিকে কদাচই প্রতিহত হয় না। উহারা মনোবেগবৎ শীঘ্র গমন করিয়া থাকে। দুষ্কর কার্য্যেও উহাদিগের কোনরূপ অবসাদ দৃষ্ট হয় না। উহারা বায়ুবেগে বারংবার এই সসাগরা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছে। দেবি! কপিরাজের নিকট আমা হইতে উৎকৃষ্ট এবং আমার সমকক্ষ এমন অনেক বানর আছে, কিন্তু

আমা অপেক্ষা হীনবল আর কাহাকেই দেখি না। এক্ষণে সেই সমস্ত বীরের কথা দূরে থাক, আমি এইরূপ সামান্য দুর্ব্বল হইয়াও এখানে উপস্থিত হইয়াছি। দেখ, উৎকৃষ্টেরা কখন কোন কার্য্যে নিযুক্ত হন না, যাহারা নিকৃষ্ট তাহারাই প্রেরিত হইয়া থাকে। অতঃপর তুমি আর দুঃখিত হইও না, শোক পরিত্যাগ কর। কপিবীরেরা এক লম্ফে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় উত্তীর্ণ হইবে এবং রাম ও লক্ষ্মণ আমার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক উদিত চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় তোমার নিকট উপ-স্থিত হইবেন। তুমি অচিরাৎ সেই সিংহসঙ্কাশ মহাবীরকে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত লঙ্কাদ্বারে দেখিতে পাইবে। তুমি অচিরাৎ সিংহব্যাঘ্রবিক্রান্ত করালনখ তীক্ষ্ণদশন বানরগণকে সমাগত দেখিতে পাইবে। তুমি অচিরাৎ লঙ্কার পর্ব্বতশিখরে ঐ সকল মেঘাকার বীরগণের সিংহনাদ শুনিতে পাইবে। দেবি! রাম তোমার সহিত বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, অযোধ্যারাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন ইহা তুমি শীঘ্রই দেখিবে।

রাম! জানকী তোমার শোকে অতিমাত্র আকুল হইলেও আমার এইরূপ আশ্বাসকর বাক্যে বীতশোক হইয়া শান্তিলাভ করিয়াছেন।

সুন্দরকাণ্ড সম্পূর্ণ